প্রথম সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬

প্রকাশক :
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২
৯৪ সাউথ মালাকা, এলাহাবাদ-১
১১ ওক্‌ লেন, কোর্ট, বোম্বাই-১
১ আন্সারী রোড, দরিয়াগঞ্জ, দিল্লী-৬

মুদ্রক :
বাণেশ্বর মুখোপাধ্যায়
কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিঃ
২৫ ডি. এল. রায় স্ট্রীট
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
গণেশ বসু

কাফে রিচ থেকে বেরিয়ে এসে জাঁ দ্য সাম্বাভান লিঅঁ সেভেলকে বললো, 'এখন এক্কা ভাল লাগবে না। যদি আপত্তি না থাকে, চল হেঁটেই যাই।'

বন্ধু বললো, 'বেশ তো, আমার বরং ভালই লাগছে।'

'এখন সবে এগারোটা', জাঁ বলে চললো, 'রাত দুপুরের অনেক আগেই আমরা সেখানে পৌঁছে যাব। সুতরাং আস্তে আস্তেই যাওয়া যাক।'

তরুবীথিতে অশান্ত জনতার কলগুঞ্জন। তৃপ্ত হাস্যোজ্জ্বল জনতা কথায় ও চলনে ছলছল, খলখল, চঞ্চলা মদালসা নদীর মতই কলস্বনা। এ দৃশ্য গ্রীষ্মের প্রতিটি রাতের। ব্যস্ত পথচারীর চলার পথে বিঘ্ন ঘটিয়ে এখানে ওখানে ছোট ছোট দল পানীয় নিয়ে বসেছে গোল হয়ে। মাঝখানে ছোট গোল টেবিল—বোতল ও পানপাত্রে ঠাসাঠাসি। পথের ধারের কাফে থেকে উজ্জ্বল আলোর রশ্মি কখনো কখনো ঠিকরে পড়ছে তাদের ওপর। দ্রুত ধাবমান এক্কাগাড়িগুলোর লাল, নীল, সবুজ চোখ থেকে ঝলকে ঝলকে আলো ছড়িয়ে পড়ছে পথের গায়ে। সেই আলোয় জোর কদমে ছুটন্ত ঘোড়ার ছায়ামূর্তি, আসনে বসা চালকের মুখের একাংশ আর কালো চৌকো গাড়িটা চকিতে দেখা দিয়েই অদৃশ্য হচ্ছিল।

দুই বন্ধু চলেছে ধীরে ধীরে। তাদের পরনে সান্ধ্য পোশাক, হাতে ওভারকোট, বোতাম ঘরে ফুল, টুপিটা একদিকে হেলে পড়েছে। ভোজন শেষে পরিতৃপ্ত, ধূমপানে রত বন্ধুযুগল মোলায়েম বাতাসের সুখ-স্বাদ নিয়ে জনতার ভিড় কাটিয়ে স্বচ্ছন্দে হেঁটে যাচ্ছে।

স্কুল জীবনের দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু। বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত। জাঁ দ্য সারভিনি চেহারায় ছোট, ছিপ্‌ছিপে, মাথায় একটু টাক, দুর্বল কিন্তু ভারী সুশ্রী। তার গোঁফে ঢেউয়ের দোল, পাতলা ঠোঁট, সতেজ দৃষ্টি। নিকুঞ্জে লালিত নিশাচর বিহঙ্গের মতই স্বচ্ছন্দবিহারী।

পুঙ—১

ক্ষীণদেহী প্যারিসিয়ান, কিন্তু নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা, অসিচালনা, অতিরিক্ত শীতে ঘোরাফেরা আর তুর্কী রীতিতে স্নান করার ফলে সে ছিল স্নায়বিক শক্তিতে ভরপুর; বিমর্ষ হয়েও ক্লান্তিহীন, নিত্যকার পাণ্ডুরতা সত্ত্বেও বলবান; স্বভাবে সহানুভূতিশীল অথচ বেপরোয়া। সদা প্রফুল্লতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অর্থকৌলিন্য আর দরদী অন্তঃকরণের জন্য বন্ধুমহলে তার নামডাক ছিল, বাইরের মহলেও জনপ্রিয়তা আর মর্যাদার আসন তার জন্য ছিল সুরক্ষিত।

অন্যদিকেও প্রকৃত শহুরে বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে যথেষ্ট দেখা যেত। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, অস্থির, দুর্দম সাহসী অথচ খেয়ালী—সব কিছুই করতে পারে, অথবা কিছুই পারে না; নীতি পরায়ণ অথচ বিশ্বপ্রেমিক। তার ব্যয় কখনও আয়ের সীমা লঙ্ঘন করে না; শরীর সুস্থ রেখে যত খুশি মজা লুটতে রাজী; কখনও শান্ত, কখনও অশান্ত। সুখ সন্ধানের জন্য বিভিন্ন প্রবৃত্তির স্রোতে গা এলিয়ে ভেসে যাওয়াই তার স্বভাবধর্ম। জোর করে নিজের ওপর কোন কিছু সে আরোপ করতে চেষ্টা করে না।

তার বন্ধু লির্অঁ সেভেলও ধনী। অত্যুজ্জ্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী। পথে ঘাটে মেয়েরা তার দিকে এক নজর না তাকিয়ে পারে না। প্রদর্শনীতে পাঠানো কোন মডেলের আদল তার চেহারায়; যেন কোন আদিবাসীর খোদাইকরা মূর্তির জীবন্ত প্রতিরূপ। সুন্দর, দীর্ঘ, প্রশস্ত ও বলবান। প্রতিটি বিষয়ে বাড়াবাড়িটুকুই তার চরিত্রবৈশিষ্ট্য। অনেক হৃদয় বিদীর্ণ করার গৌরবের সে অধিকারী।

বঁদেভিসে পৌঁছে সেভেল প্রশ্ন করলো, 'মেয়েটি জানে তো যে আমি যাচ্ছি?'

সারভিঁনি হেসে বললো, 'মাবসিঅনেস ওবারদি নিজেই জানবে। গাড়ীর এক কোণে যে তুমি বসবে, তা কি আগে থেকেই ড্রাইভারকে জানিয়ে দাও?'

সেভেল বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে বললো, 'আচ্ছা, মেয়েটি তবে সত্যিকারের কে?'

'একজন ভুঁইফোঁড়,' বন্ধুর জবাব, 'মস্ত ঠগ, লোভনীয় এক শয়তানী। কোথা থেকে এবং কি করে ঈশ্বর জানেন, এই ভুঁই-চাঁপাটি হঠাৎ একদিন পৃথিবীতে গজিয়ে উঠে অস্বাভাবিক দক্ষতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। অবশ্য তাতে কি এসে যায়। আসল ব্যাপারটি বাদ দিলে আর সব বিষয়েই সে পুরোপুরি কুমারী। লোকে বলে তার কুমারী জীবনের নাম ছিল গুকতেভি বারদিন। নামের আদ্যক্ষর রেখে আর পদবীর শেষ অক্ষর বাদ দিয়ে এখন নাম দাঁড়িয়েছে ওবারদি। কামনা করবার মতই মেয়ে। আর এই সুন্দর স্বাস্থ্য নিয়ে তুমিও নিশ্চয় ওর প্রিয়পাত্র হবে। হারকিউলিসের সঙ্গে মোনালিসার যোগাযোগ কোন উদ্দেশ্য ছাড়া ঘটে না। কথার কথা বলছি, কোন দোকানের মত সেখানে খুব সহজেই যাওয়া যায়, আর গেলেই তোমাকে সওদা করতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতাও নেই। তাস ও ভালবাসা হচ্ছে ব্যবসার মূলধন, কিন্তু কোনটাই তোমাকে কেউ কিনতে বলবে না। আসা যাওয়া দুদিকেরই দোর খোলা।

'বছর তিনেক আগে সবুজ ছায়ার দেশ কোয়ারতিয়ার দ্য ইতোইলে সে বাসা নিয়েছে। আর গোটা মহাদেশের যত অপদার্থ অপোগণ্ড, বিচিত্রধরনের ভয়ঙ্কর ও কুৎসিত কার্যকলাপের নমুনা দেখাতে প্যারিসে আসে—সেখানে তাদের সকলের অবারিত দ্বার।

'তার বাসায় আমি যে কি করে গিয়ে পড়েছিলাম, জানি না। বোধহয় সেখানে জুয়ার আড্ডা জমে বলে, বোধহয় পুরুষ স্বভাবতই বদ আর মেয়েরা সুগম বলে। এই জমকালো দস্যুদের আমার ভাল লাগে। এরা সবাই বিদেশী, সম্ভ্রান্ত, নামজাদা, কেবল ছদ্মবেশী কয়েকজন গুপ্তচর ছাড়া। সামান্য উসকানিতেই তারা তাদের পদমর্যাদা সম্বন্ধে তুবড়ীর মত ঝলসে ওঠে, উসকানি ছাড়াই বংশ কৌলিন্যে মুখর,

যে কোন উৎসাহে গৌরব গাথা সম্বন্ধে বাঙ্ময়। ওরা সব হামবড়া, মিথ্যুক, চোর, ইশকাপনের টেক্কার মত ধূর্ত, ওরা দুঃসাহসী। সাহসী না হয়ে উপায় নেই, কেননা জোচ্চুরি করে রোজগার করতে হলে জীবন বিপন্ন করার দুঃসাহস ছাড়া গত্যন্তর নেই। এক কথায় গ্যালিরঞ্চ মত অভিজাত।

'আমি ওদের সমীহ করি। ওদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা, ওদের পরিচয় নেওয়া বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। ওদের গালগল্প শোনাও বেশ মজার। ওদের কথাবার্তা বেশ বুদ্ধিদীপ্ত, ফরাসীদেশের উর্ধ্বতন মহলের মত কাটাছাঁটা, সমাজের তলানীর মত নয়। ওদের অর্ধাঙ্গিনীরাও প্রায়ই রূপসী। কিছু বিজাতীয় অসংযমের ছাপ, রহস্যময় অতীতের চিহ্ন, জীবনের অর্ধেকটাই হয়তো কেটেছে কোন সংশোধনী বিদ্যালয়ে—তাদের চোখ অনিন্দ্য, চুল আশ্চর্য মনোরম, মনে ধরার মত নিটোল দেহ, জৌলুসে মাথা ঘুরে যায়, মন মাতানো, নেশা ধরানো সৌন্দর্যে বুকে তুফান ওঠে। শ্রীমতীদেরও আমি সমীহ করি।

'মারসিঅনেস ওবারদিও এই মোহিনী যাত্রীবরীদের একজন। একটু ভাঁটার টান ধরেছে, কিন্তু যোগ্য দেবার পক্ষে যথেষ্ট—মজ্জায় মজ্জায় দুষ্টামি। তার ঘরে মজা লুটবার অঢেল উপকরণ। জুয়া, নাচ গান, সান্ধ্যভোজ—চিত্তবিনোদনের মত পার্থিব উপাদান, যাকে বলে মনোহর জাহান্নাম।'

'তুমি কি ওর প্রেমে পড়েছ?' সেভেল জিজ্ঞেস করলো।

সারভিনি জবাব দিলো, 'না পড়িনি, পড়বোও না। তার মেয়েটির জন্য আমি ওখানে যাই।'

'ও, তাহলে তার একটি মেয়ে আছে?'

* গ্যালি :—লম্বা ও নীচু পাটাতন বিশিষ্ট জাহাজ. পাল ও দাঁড়ের সাহায্যে চলে। ক্রীতদাসদের দ্বারা এই জাহাজ চালানো হ'তো।

'হ্যাঁ, তাই। অপরূপ। এখন সে-ই মধ্যমণি। দীর্ঘাঙ্গী, সম্পূর্ণ রূপ, কিশোরী—সবেমাত্র আঠার। তার মায়ের রং একটু শ্যামলা, তার গায়ের রং কিন্তু নিখাদ গৌর। হাস্যময়ী, চঞ্চলা, প্রাণবন্ত, নাচের নেশায় মশগুল। কে তাকে পাবে, কেই বা তাকে পেয়েছে, কেউ জানে না। আমার মত জনাদশেক পাণিপ্রার্থী আশায় ঘুরছে।

'ওরা [illegible] কাছে এখন সেরা সম্পত্তি। এই সম্পত্তি দখল করা সহজ নয়, আর [illegible] শুধু [illegible] করতে পারবে না। যোগ্যতর আমার চেয়ে [illegible] আছে। তবে বলে রাখছি, ভাগ্যক্রমে সুযোগ যদি মেলে, ছাড়বো না।

'মেয়েটির নাম [illegible]। ওকে দেখে আমি দিশেহারা। ও এক রহস্য। অনেক বিগতযৌবনা কামিনী ছলনাময়ীর চেহারা আমি দেখছি। কিন্তু ওকে তা মনে হয় না। ও যদি সে রকম না হয় তবে ও নিষ্পাপ, অনাঘ্রাতা, অতুলনীয়া। ও যে [illegible] সহজ পবিত্র আলোক শিখার মত সগর্বে ঘুরে বেড়ায়, তবু চপল খল, অন্তরটা নিতান্ত অকপট।

'জোসেফিনা কন্যা, যেন কোন [illegible] মুহূর্তে জন্ম লাভ করে উর্বর জমি। ওপর আপন মনে বেড়ে ওঠা চারা গাছটির মত স্বাধীন ভাবে বেড়ে উঠেছে। ওর বাবা কোন বাদশাজাদা, সুলতান শিশু, কোন মহান পুরুষ, কোন রাজপুত্র অথবা [illegible] মায়ের শয্যাসঙ্গী হয়েছিল—ও তারই সার্থক ফসল। [illegible], তার কি যে ভাবে—কেউ জানে না। তবে তুমিও তাকে দেখতে পাবে।'

উচ্চহাস্যে সেলেনা মন্তব্য করলো, 'তুমি দেখছি ওর প্রেমে তলিয়ে গেছ।'

'না, যাইনি। ও আমার মনে আলোড়ন জাগায়, আমাকে প্রলুব্ধ করে, অস্থির করে। ওর আকর্ষণ যেমন দুর্বার, ওর প্রতি আমার শঙ্কাও তেমন প্রবল। জানি ওকে ধরা দেওয়া একটা ফাঁদে পা দেবার সামিল, তবু তৃষ্ণার্ত লোকের কাছে এক গ্লাস শীতল

পানীয়ের মতই ও আমার পরম কাম্য। ওর মোহে আকৃষ্ট হয়ে দুরু দুরু বক্ষে এগিয়ে যাই, যেন সন্দিগ্ধ মনে অসম্ভব ধূর্ত কোন চোরের সঙ্গে এক ঘরে বাস করতে যাচ্ছি। ওর সামনে গেলে মন গলে যায়, আবার বিরক্তিও কম হয় না। একবার মনে হয় ওর সরলতায় খাদ নেই, পরক্ষণেই সন্দেহে উদবেল হয়ে উঠি। মনে হয় প্রকৃতির বিধানের বাইরে অস্বাভাবিক কোন চরিত্রের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছি, উপাদেয় কি বিস্বাদ জানি না।'

সেভেল তৃতীয়বার ঘোষণা করলো, "আমি বলছি, তুমি মজে গেছ। ওর কথা বলতে গিয়ে তুমি ভাবুক হয়ে উঠছ, আর মুখ থেকে অনর্গল ক্রবাদুরের* কবিতা নিঃসৃত হচ্ছে। এবার একটু চোখ বুজে মনের মধ্যে ডব দিয়ে দেখ দেখি, তোমাকে স্বীকার করতেই হবে।'

'বেশ, হয়তো হবে। ওর আসন আমার মনে পাকা হয়ে গেছে। সত্যিই বোধ হয় ভালবেসে ফেলেছি। খুব বেশীই ওকে ভাবি। স্বপনে, জাগরণে, যখন তখন। চারদিক থেকে ওর ছায়া আমাকে ঘিরে রেখেছে। সামনে, পেছনে, চতুর্দিকে—এমন কি আমার অন্তরের মধ্যে! এই যে শারীরিক অবসাদ—এর নামও কি ভালবাসা? ওর মুখ আমার মনে এমন গাথা হয়ে গেছে যে চোখ বুজলেই দেখতে পাই। অস্বীকার করবো না, ওর কাছে গেলে আমার বুকে কাঁপন লাগে। তবু আমার প্রেম প্রাচীনপন্থী। ওকে ব্যাকুল প্রত্যাশায় ধরে রাখতে চাই, তবু ওকে বিয়ে করা বোকামি বলেই মনে হয়। ছোট পাখী যেমন বাজপাখীকে ভয় করে, আমিও ওকে তেমনি ভয় করি আবার ঈর্ষাও করি। ওই দুর্বোধ হৃদয়গহ্বরে গোপনে সঞ্চিত ভাবনারাশির জন্য আমার ঈর্ষা। জানি ও কি চঞ্চল, ছোট্ট কাদাখোঁচা পাখীটি অথবা হৃদয়হীনা। কখনও এমন কথা বলে

—টীকা * ক্রবাদুর—একাদশ শতাব্দীর দক্ষিণ ফ্রান্সের চারণ কবি

যাতে যোদ্ধা সৈনিকও লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠবে, কিন্তু টিয়াও কথা বলতে পারে। কখনও ওর অশোভন বেয়াদাপ দেখে পবিত্রতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হই, আবার কখনও অবিশ্বাস্য সরলতা সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। বারাঙ্গনার মত উত্যক্ত, উত্তেজিত ধরে দিয়ে নিজের কুমারীত্ব বাঁচিয়ে চলবে। এক এক সময় মনে হয় আমাকে ভালবাসে। আবার বিদ্রূপ করতেও ছাড়ে না। সভার মাঝে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করে যেন আমার বিবাহিতা স্ত্রী; আর যখন নিরালায় কেবল আমরা দুজন—তখন ভাবখানা যেন আমি ওর হুকুমের চাকর অথবা ছোট ভাই।

'এক এক সময় মনে হয়, ওর মায়ের মত ওর প্রেমিকের সংখ্যাও হয়তো অগুনতি। আবার ভাবি জীবন সম্বন্ধে ওর কোন ধারণাই নেই।

'গল্পের বইয়ে অসম্ভব ঝোঁক। ভবিষ্যতের রোমাঞ্চের জন্য প্রতীক্ষা করে আছি বটে, তবে আপাতত আমি ওর পুস্তক-সংগ্রাহক। ও আমার নাম দিয়েছে 'লাইব্রেরীয়ান'।

'প্রতি সপ্তাহে যত নতুন বই বাজারে বেরোয় সেগুলো সংগ্রহ করে দেওয়াই আমার কাজ। ও নিশ্চয় তার সবগুলোই পড়ে। তারই ফলে মাথায় নানা জটিলতার জট পাকিয়ে গেছে, মনে উদ্ভট ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। পনের হাজার উপন্যাসের মধ্য দিয়ে জীবনকে দেখতে গেলে বিচিত্র অদ্ভুত ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক।

'অপেক্ষা করে আছি। সত্যি এমন করে আর কারও জন্য কোনদিন প্রাণের টান অনুভব করিনি!

'ওকে বিয়ে করব না এটা ঠিক। ওর অসংখ্য স্তাবককুলে আমি একটি বর্ধিত সংখ্যা মাত্র। সবাই যদি কেটে পড়ার তালে থাকে, সবার আগে গাড়ি ধরব আমি। আমার সাফ কথা। ওর বিয়ের আশা নেই। মারসিঅনেস ওবারদি ওরফে ওকতেভি বারদিনের মেয়ের পাণিগ্রহণ করবে কে? কেউ না। না করার কারণও অনেক আছে।

'পাত্রটি জুটবে কোথা থেকে শুনি? সমাজে? কক্ষনো নয়। মাতৃদেবীর আস্তানাটি তো জনগণের বিলাসক্ষেত্র আর কন্যাবত্নটি খদ্দের ভোলানোর হাতিয়ার। এই ঘরে কেউ বিয়ে করবে ভেবেছ? মধ্যবিত্ত পরিবারে? দুরাশা। তাছাড়া মারসিঅনেসের মস্তিষ্ক উর্বর। গণ্যমান্য ব্যক্তি ছাড়া সে জোয়েতকে হাতছাড়া করবে না। আর তেমন পাত্রের আশা মরীচিকা।

'একেবারে নীচু তলায় গেলে? সে গুড়েও বালি। বংশগত বা জন্মগত পরিচয় নেই। তাছাড়া পরিবেশ, উত্তরাধিকার এবং আচার ব্যবহার সব মিলিয়ে সে গিল্টিকরা ঝলমলে বারবণিতাদেরই একজন।

'এখন একমাত্র সন্ন্যাসিনী হলে মুক্তি সম্ভব। কিন্তু ওর স্বভাবে সন্ন্যাসিনীর কোন লক্ষণ নেই। তাই সামনে একটি পথই খোলা আছে—প্রেম। এখনও সে পথে পা না বাড়িয়ে থাকলে একদিন বাড়াতেই হবে। 'নিয়তি কেন বাধ্যতে'। কুমারী তরুণী থেকে একদিন ভরা যুবতী হবে; সেই পরিবর্তন যে আনবে, আমি সেই ব্যক্তিটি হতে চাই।

'অপেক্ষায় আছি। আরও কয়েকজন আছে। একজন ফরাসী, মসিয়ো স্থ বেলভিনো। একজন রাশিয়ান, যে নিজেকে প্রিন্স ক্রোভালো বলে জাহির করছে, আর কাভোলআর ভলরেলি নামে এক ইতালিয়ান। প্রেমের দৌড়ে এরা প্রত্যেকেই অংশ নিয়েছে, আর রীতিমত জেতার চেষ্টাও চলছে। এরা ছাড়া আর কয়েকজন আনাড়ি খেলোয়াড়ও রয়েছে।

'এদিকে মারসিঅনেস সদা সতর্ক। মনে হয় আমার ওপর কিছুটা প্রসন্ন। কেননা আমি যে ধনী তা জানে, অন্যদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা নেই।

'ওদের বাড়ির মত এত সুন্দর স্থান আমি আর দেখিনি। আমরা বিনা নিমন্ত্রণে যাচ্ছি, কিন্তু দেখবে, একা থাকতে হবে না।

অনেক সম্ভ্রান্ত লোককে ওখানে পাবে। ওটা যেন ক্যাপেল-হাট। পসারিনী মাবসিঅনেস যত সব সুন্দরীদেরই সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে উচ্চমূল্যের আশায়। কোথায় যে এদের পেলো ঈশ্বর জানেন। মাবসিঅনেস নিজেও এখন অনেক সম্ভ্রান্ত পুরুষের সংস্পর্শে এসেছে, যারা সন্তানের জনক, তাদের নন্দিনীরা চোখে পড়ার মত। ফলে অনভিজ্ঞ লোকের মনে হবে স্থানটি একটি নিষ্পাপ কুসুম বাগিচা।'

সাঁজেলিজের মোড় এসে পড়লো। পল্লবের ফাঁকে কাঁপন জাগিয়ে মৃদুমন্দ বাতাস দুই বন্ধুর মুখের ওপর আলতো স্পর্শ বুলিয়ে গেল—যেন আকাশ জুড়ে প্রকাণ্ড পাখা কেউ ঝুলিয়ে দিয়েছে—এ তারই বাতাস। বৃক্ষতলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, নিশ্চল নির্বাক ছায়া, বেঞ্চের ওপর দু'একজন মসিবিন্দুর মত বিরাজমান। এইসব সচল ছায়া অতি মৃদু স্বরে আলাপরত—যেন কোন গুরুত্বপূর্ণ অথবা লজ্জাকর বিষয়ের গোপনতা রক্ষার প্রচেষ্টা।

সার্বভিনি বলে চললো, 'হ্যাঁ, চেয়ে দেখো, ওখানে তোমাকে আমি কাউন্ট সেভেল বলে পরিচয় দেব কিন্তু। নইলে শুধু সেভেলকে কেউ পাত্তা দেবে না।'

'না না, কক্ষনো নয়', বন্ধুটি চেঁচিয়ে উঠলো, 'চুলোয় যাক ও সব। এই সব লোকের জন্য অমন একটা খাত্রারন্দোলের নাতোর উপাধি আমি নিজেকের নামও নেব না। আমার দিব্যি; তোমার বন্ধু, ওসবে যেয়ো না।'

সার্বভিনি হেসে ফেললো। 'আস্তে বে কাসাম! নামের শেষে ডিউক দ্য সার্বভিনি জুড়ে দিয়েছি কেন? কি করে যে হয়ে গেল জানি না। কিন্তু বরাবর আমি ডিউক দ্য সার্বভিনি রয়ে গেছি, কোন দিন ধরা পড়িনি, বেকায়দায়ও পড়িনি। ওটি না থাকলে কেউ ফিরেও তাকাত না।'

সেভেলকে সহজে ভোলান গেল না। 'তুমি বড়লোক মানুষ, তোমার পোষায়। আমার কথা হ'লো, ভালমন্দ যাই হোক, আমি

নিজের পরিচয়েই এখানে থাকব। সেই হবে আমার বিশেষ আভিজাত্য।'

সারভিনিও নাছোড়বান্দা। 'সম্ভব নয়, তা কিছুতেই সম্ভব নয়। ওসব রাজা মহারাজার দরবারে তোমাকে বাউণ্ডুলে মনে হবে। এ ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তোমাকে উত্তর মিসিসিপির লাট বাহাদুর বলে ঘোষণা করে দেব, কারও সন্দেহ হবে না। শুধু লেজুড়ের ওপর যখন খাতির প্রতিষ্ঠা নির্ভর করছে, তখন নিঃসঙ্কোচে তাই করতে হবে।'

'না ভাই, আবার বলছি, ওসবে আমার কাজ নেই।'

'ঠিক আছে, তোমাকে বোঝাতে যাওয়াই আমার বোকামি হয়েছে। জান তো এমন অনেক দোকান আছে, মহিলারা প্রবেশ করলেই যেখানে ভায়োলেট গুচ্ছ উপহার দেয়? এখানে ঢোকার মুখেই কেউ যদি তোমাকে কোন বিশেষ বিশেষণে ভূষিত করে, তার দায় আমার নেই।'

তারা ডান দিক ঘুরে রূ দ্য বেরির দিকে এগিয়ে এসে একটি সুন্দর অট্টালিকার দ্বিতলে উঠে এলো। উর্দিপরা, তকমা আঁটা চারজন ভৃত্য এগিয়ে এসে তাদের কোট আর ছড়ি নিয়ে নিল।

ফুল আর রমণীদেহের সুবাসে বাতাস রীতিমত ভারী। চারদিকে আনন্দমুখর উৎসবের পরিবেশ। আশে পাশে অস্পষ্ট, অবিরাম মেয়েপুরুষের মিলিত কলকণ্ঠ। আসর জমজমাট।

শান্তদর্শন, স্ফীতোদর, দাড়িগোঁফের মধ্যে সমাহিত এক ব্যক্তি চটপট আগন্তুকদের দিকে এগিয়ে এলো। একটুখানি ঝুঁকে অভিবাদন করে প্রশ্ন করলো, 'নামটি জানতে পারি কি?'

সারভিনি জবাব দিলো, 'মঁসিয়ো সেভেল।'

শোনামাত্রই সটান দরজা খুলে দিয়ে অভ্যাগতদের উদ্দেশ্যে লোকটি উচ্চস্বরে ঘোষণা করলো—'মঁসিয়ো ল ডিউক দ্য সারভিনি। মঁসিয়ো ল ব্যারন সেভেল।'

প্রথম ঘরটিতে প্রমীলাকুলের সমাবেশ। উন্মুক্তবক্ষের প্রদর্শনীতে নয়নের পরিতৃপ্তি—শ্বেত জালি বস্ত্রের আবেষ্টনীতে যেন অনন্ত সমুদ্র তরঙ্গায়িত।

গৃহকর্ত্রী তিনজন বন্ধুর সঙ্গে কথায় ব্যস্ত। কথা রেখে গর্বিত পদবিক্ষেপে এগিয়ে এলো। সুদর্শনা, মুখে প্রসন্ন হাসি।

হালকা পশমের মত রাশি রাশি কুন্তল শুধু ছোট্ট সরু ললাটই নয়, কর্ণমূল পর্যন্ত ছেয়ে আছে। সুদীর্ঘ লাবণ্যময় অবয়ব, স্বাস্থ্যবতী। দেহের ভাঁজে সামান্য শিথিলতা এলেও প্রকৃত সুন্দরী—কমনীয় অথচ মাদকতায় ভরা। কেশরাশির প্রাচুর্যের নিচে আয়ত ভ্রমর কৃষ্ণ চক্ষু দু'টির স্বপ্নমায়া তাকে পরম মোহময়ী করে তুলেছে। তার বাঁশির মত নাক। আর মধুর বচন পুরুষ হৃদয় জয় করবার উপযুক্ত।

তার কথায় জাদু আছে। মধু মাখানো কণ্ঠস্বর ঝরনা ধারার মত সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে, অবিরল ধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে শ্রবণে জগতের পরমানন্দ বর্ষণ করে। তার মুখনিঃসৃত বাক্য রাশি নদীর কুলু কুলু ধ্বনির মতই শ্রুতিমধুর, আর দৃষ্টিনন্দন তার রঞ্জিত অধরোষ্ঠের নিয়ত পরিবর্তমান কারুকার্য।

তার প্রসারিত করপদ্মের ওপর সারভিনি চুম্বন করলো। বহুমূল্য সোনার চেনে ঝোলানো হাত পাখাটা দুলিয়ে সেভেলের দিকে হাত বাড়িয়ে মহিলা মুখর হ'লো। 'স্বাগত ব্যারন। ডিউকের বন্ধুদের জন্য আমার কুটিরের দ্বার সর্বদাই অবারিত।' নবাগত এই বিশালকায় লোকটির প্রতি তার আঁখি স্থির। তাঁর ওষ্ঠের ওপর অতি সূক্ষ্ম একপোঁচ কালো রেখা—একটি সরু গোঁফের ছায়া, কথা বলার সময় পরিষ্কার চোখে পড়ে। কোন আমেরিকান অথবা ভারতীয় প্রসাধনী ব্যবহারে তার দেহ থেকে অতি সুমিষ্ট অথচ মন মাতানো উগ্র গন্ধ ছড়াচ্ছে।

কিন্তু অন্যান্য নামকরা অভ্যাগতের আগমন শুরু হয়েছে। মহিলা

এবার মায়ের গাম্ভীর্য নিয়ে সারভিনির দিকে ফিরে বললো, 'পাশের ঘরে আমার মেয়ে রয়েছে, আপনারা তাহলে ওখানে গিয়ে গল্পগুজব করুন। এ আপনাদের নিজেরই বাড়ি—মসিয়ো।'

নতুন অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য সে এগিয়ে গেলো। যাবার সময় সেভেলের দিকে এক টুকরো চোরা হাসি ছুঁড়ে দিয়ে তার নারীমনের প্রসন্নতা উন্মোচিত করে দিয়ে গেল।

সারভিনি বন্ধুর হাত ধরে বললো, 'এখানে তোমাকে পরিচালনার দায়িত্ব আমার। দেখতেই পাচ্ছ এখানে বাসী, তাজা সব রকম মাংসের হরেক রকম বাজার। নতুন, খাস্তা সব মালের একই দাম। এখানে সব মেয়ের একই কদর। আর বাঁ দিকে জুয়ার আড্ডা। টাকা-পয়সার হরির লুট। এ সম্বন্ধে তুমি ভালই জান।

'আর ঐ কোণে নাচের আসর, পবিত্রতার মন্দির। যদি বিশ্বাস কর, এখানকার সমস্ত সম্ভ্রান্ত মহিলাদের কন্যারাই ওখানে আছে। সত্যিকারের আইনসিদ্ধ বিবাহও ওখানে হেসে উড়িয়ে দেওয়া হয়। ওখানেই আমাদের ভবিষ্যতের আশা—রাতের স্বপ্ন। ঘুণধরা চরিত্রের এই যাদুঘরেও বাৎসল্যরসের কিছু আধিক্যেতা আছে। ক্ষুদে ভাঁড়দের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত কন্যাগতপ্রাণা মাতা এবং পিতা-মাতার জন্য বিগলিতচিত্ত সুন্দরীদল। চল দেখে আসা যাক্।'

মাঝে মাঝে ডাইনে বাঁয়ে ঈষৎ ঝুঁকে হাসিমুখে সে সকলকে অভিবাদন জানালো। ফাঁকে ফাঁকে দুপাশের অসংখ্য অনাবৃত স্কন্ধদেশে তার চতুর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো আর পরিচিত গৃহবিত্তদের সঙ্গে অজস্র সাজানো কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে যেতে থাকলো। সক-চেয়ে কোণ থেকে দ্বিতীয় ঘরটির দরজায় এসে তারা থামলো। নাচের বাজনা বাজছে। প্রায় পনের জোড়া স্ত্রী পুরুষ জোড়বেঁধে নেচে চলেছে। পুরুষেরা গম্ভীর, কিন্তু সঙ্গিনীর ওষ্ঠে হাসির রেশ। মায়েদের মত কন্যাদেরও দেহের অধিকাংশই অনাবৃত।

হঠাৎ এক দীর্ঘাঙ্গী তরুণীর চমক ভাঙলো। সুদীর্ঘ পরিচ্ছদের

ভূলুণ্ঠিত প্রান্তভাগ বাঁ হাতে সামলে নিয়ে নৃত্যরত কপোতকপোতীদের ঠেলেঠুলে এগিয়ে আসতে লাগলো। ললনাকুলে বাধা পেয়ে দ্রুত পায়ের তরঙ্গ তুলে এগোতে এগোতে সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'ওঃ, এই যে মাস্কেদ। তুমি কেমন আছ মাস্কেদ ?'

তার হাসিখুশী মুখে আশার আলোর দ্যুতি। তার সোনার বরণ শরীরে তাম্রবর্ণের অতি ক্ষুদ্র রোমের আচ্ছাদন। উজ্জ্বল আগুন রংয়ের নরম রেশমের মত একরাশ চুল ললাট বেয়ে নেমে এসে সুকোমল গ্রীবা বেষ্টন করেছে। তার চরণবিহারে সহজ স্বাচ্ছন্দ্য, নাচের আবেগ। মনে হয় ওর মায়ের মাধুর্য যেমন বচনে, ওর সৌন্দর্য তেমনি চলনে। ওর এই সচল গতিভঙ্গী, মস্তকের হিন্দোল, হস্তের আন্দোলন শুধু চেয়ে চেয়ে দেখতেই সাধ যায়, এক অনাস্বাদিত আনন্দ ও দেহসুখের আমেজ এনে দেয়।

'ওঃ, মাস্কেদ,' সে আবার বললো, 'তুমি কেমন আছ ?'

সারভিনি এমন প্রচণ্ড আবেগে তার করমর্দন করলো, যেন সে নারী নয়, পুরুষ। পরে বললো, 'মামজেল জোয়েত, এ আমার বন্ধু—ব্যারন সেভেল।'

নবাগতকে অভিবাদন জানিয়ে তার দিকে অপাঙ্গদৃষ্টি হেনে জোয়েত বললো, 'ভালো তো ? আচ্ছা, আপনি কি বরাবরই এত লম্বা ?'

বিরক্তি গোপন ক'রে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে সারভিনি জবাব দিলে, 'না, না, তোমার মা বিশালায়তন পছন্দ করেন বলে তাঁকে খুশী করতেই ও আজই এত লম্বা হয়ে এসেছে।'

মিষ্টি রিন্‌রিনে গলায় মেয়েটি ঝাঁঝিয়ে উঠলো, 'বাঃ ভালই তো। তবে আমার কাছে এলে আপনি আর একটু খাটো হয়েই আসবেন। আমি আবার নিঝঞ্ঝাট মাঝারি গড়নটাই পছন্দ করি কিনা। এই যেমন মাস্কেদ; প্রায় আমারই সমান—' ব'লে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। বললো, 'মাস্কেদ, তুমি কি নাচবে ? চল, এই নাচটায় যোগ দেওয়া যাক্।'

সারভিনি মুখে জবাব দিল না। তার কটিতট বেষ্টন করে দমকা ঘূর্ণি বাতাসের মত এক ঝট্‌কায় সামনে এগিয়ে গেল।

এঁকে বেঁকে, নানা অঙ্গভঙ্গী করে তারা বন্য মাদকতায় সকলের চেয়ে দ্রুতলয়ে নেচে চললো; সবল নিষ্পেষণে দু'টি দেহ এক হয়ে গেল। যেন পদতলে লুক্কায়িত কোন যন্ত্রের অমোঘ শক্তিবলে তাদের দেহের উর্ধ্বাঙ্গ দৃঢ় সম্পৃক্ত, আর পদযুগল সচল। একে একে সবাই বসে পড়লো। কিন্তু তারা যেন ক্লান্তিহীন—বাজনার তালে তালে নেচেই চললো, নেচেই চললো। মনে হ'লো তাদের চেতনা বিলুপ্ত। স্থান কাল পরিবেশ ভুলে তারা যেন কোন এক বহু দূরের কল্পলোকে চলে গেছে। বিমুগ্ধ তন্ময় এই জোড়টির দিকে দৃষ্টি রেখে বাদ্যকর বাজিয়েই চলেছে, সবার চোখেই ঔৎসুক্য। অবশেষে তারা থামার সঙ্গে সঙ্গে ঘর ফাটা হাততালি।

জোয়েতের মুখে লজ্জার আবির, নিঃসঙ্কোচ ভাবটি অন্তর্হিত। দৃষ্টি উজ্জ্বল অথচ স্তিমিত। গাঢ় কৃষ্ণ আঁখি পল্লবের ছায়ায় নীল নয়নতারা। ক্লান্ত সারভিনি ধাতস্থ হবার জন্য দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। জোয়েত বললো, 'তুমি একটি বেচারা মাস্কেদ। আমার মত পরিশ্রম তোমার সয় না।'

ম্লান হেসে লোভাতুর দৃষ্টি দিয়ে সারভিনি তাকে লেহন করলো। তার চোখে বন্য কামনা, ঠোঁটে বাঁকা হাসি।

জোয়েত কিন্তু এই যুবকের সামনে থেকে সরে গেল না। শ্রান্তিতে তার বুক দ্রুত ওঠানামা করছে। সে বললো, 'কখনও তুমি আবার দুষ্টু বেড়ালের মত লাফ ঝাঁপ দিতে পার? হাত ধর, চল তোমার বন্ধুটিকে খুঁজে বার করি।' নীরবে হাত এগিয়ে দিয়ে সারভিনি বড় ঘরটি পার হতে লাগলো।

সেভেলও নিঃসঙ্গ ছিল না। মারসিঅনেস ওবারদি তাকে সঙ্গ দিচ্ছিল। তার সুধা-ঢালা কণ্ঠস্বরে যত সব তুচ্ছ বস্তুর আলোচনায় সেভেলের কানে মায়াজাল বিস্তার করছিল। ব্যগ্র দৃষ্টিতে যুবকের

মুখপানে চেয়ে তার কণ্ঠ থেকে যে কথার নির্ঝরিণী বইছিল, আসলে তার অনুচ্চারিত অর্থ অন্য রকম—নারী হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত ভাবাবেগ।

সারভিনিকে দেখে সে হেসে তার দিকে ফিরে বললো, 'ওহে ডিউক, শুনেছ তো আমি কয়েক মাসের জন্য বোগিভাঁতে একটা বাংলো ভাড়া নিয়েছি? তুমি কিন্তু মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে আমাদের খোঁজ খবর নেবে, তোমার বন্ধুটিরও নিমন্ত্রণ রইলো। আসবে তো? আগামী সোমবার আমরা যাচ্ছি, তোমরা শনিবার এসো, কেমন? এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করা যাবে, আর ছুটির দিনটাও কাটানো যাবে?'

সারভিনির ব্যাকুল দৃষ্টি জোয়েতের মুখে এসে পড়লো। অতি নিশ্চিত ও প্রশান্ত হাসি হেসে খুব জোর দিয়ে জোয়েত বলে উঠলো, 'শনিবার ডিনারে মাস্কেদ আসবেই, আর জিজ্ঞেস করতে হবে না। গাঁয়ে সবাই মিলে বেশ হৈ চৈ করা যাবে।'

সারভিনি দেখলো, ওই হাসিতে অস্ফুট প্রত্যয় আর কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক দৃঢ়তা। মারসিঅনেস তার গভীর গহন কালো চোখ দুটি সেভেলের চোখে ফেলে বললো, 'আর আপনিও কিন্তু ব্যারন?'

তার হাসিতে দ্ব্যর্থ ভাসা ছিল না। সেভেল সম্মতি জানালো। 'আমি বরং খুশীই হব।'

জোয়েত বলে উঠলো, 'পাড়াপড়শীর মধ্যে আমরা একটা কেলেঙ্কারী করে ছাড়বো, তাই না মাস্কেদ্?' তারপর চারদিকে [illegible] দৃষ্টিতে তাকিয়ে-থাকা ঘরের অন্যান্য লোকদের দিকে ফিরে ইচ্ছে করেই হোক বা বুঝেই হোক বিদ্বেষ ছিটিয়ে বললো—'আর আমার সব গুণমুগ্ধদের ঈর্ষায় জর্জরিত করে দেব, তাই না?'

সারভিনি উত্তর করলো, 'যত খুশী।'

সেভেল জোয়েতের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলো, 'আমার বন্ধুকে স[illegible]ময় মাস্কেদ বলেন কেন জানতে পারি কি?

নেহাত গোবেচারার ভাব ফুটিয়ে জোয়েত বললো, 'ছোট মটর দানাকে জাদুকরেরা মাস্কেদ বলে। ও ঠিক তেমনি, মনে হয় এই তো হাতের মুঠোয় রয়েছে, অথচ দেখা যায় কোন্ ফাঁকে সরে পড়েছে।'

সেভেলের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি, কোন ভাবনার অতল থেকে অন্যমনস্ক মারসিঅনেস বলে উঠলো, 'সোনামণি, বাছারা সত্যিই কি তাই নয়?' রেগে উঠে জোয়েত জবাব দিল, 'আমি মোটেই সোনামণি নই। আমার সাফ কথা হলো, আমি মাস্কেদকে চাই, আর ও সুড়ুৎ করে পালিয়ে যায়, এত খারাপ লাগে।'

তার দিকে ছোট্ট করে মাথা নুইয়ে সাবভিনি বললো, 'এবার থেকে আর পালিয়ে যাব না মা'মজেল। দিনরাত তোমার সঙ্গে কাটাবো।'

জোয়েত যেন আতকে উঠলো, 'ওহো, সেটি হচ্ছে না। দিনে সারাক্ষণ থাক, আপত্তি নেই। কিন্তু রাতে কোন খাতির নেই।'

'কেন?'

বড় নির্বিকার নির্ভীক উত্তর। 'কেন না, পুরুষের নিরাবরণ দেহখানা এমন একটা কিছু দর্শনীয় বস্তু নয়।'

আক্ষেপের সুরে মারসিঅনেস ধমকে ওঠে, 'ও আবার কি ধরনের কথা! তোমার তো অত অবুঝ হবার কথা নয়!'

ব্যঙ্গের ঝাঁঝে সাবভিনিও বলে বসলো, 'আমিও আপনার সঙ্গে একমত।'

জোয়েত একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে তপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলো, 'তুমি রীতিমত অভদ্র ব্যবহার করেছো; আর ইদানিং তোমার অত্যন্ত বাড় বেড়েছে।'

পেছন ফিরে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে চেঁচিয়ে বললো, 'কাভেলিআর্র এদিকে এসে আমায় উদ্ধার কর, আমায় অপমান করেছে।'

একজন ছিপছিপে কালো লোক এগিয়ে এলো। চেষ্টাকৃত হাসি ফুটিয়ে সুধালো, 'অপরাধী কে?'

সারভিনিকে দেখিয়ে জোয়েত বললো, 'এই সেই লোক, তোমাদের চেয়ে আমি ওকে একটু বেশী পছন্দ করি, কারণ ও ততটা বিরক্তিকর নয়।'

কাভেলিআর ভলরেলি অভিবাদন করে বললো, 'আমাদের সাধ্য অনুযায়ী আমরা করি। বোধহয় আমরা ততটা চৌকশ নই, কিন্তু তা বলে আমাদের একাগ্রতায় খাদ নেই।' ধূসর গুম্ফ একজন স্বাস্থ্যবান দীঘ লোক পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে স্বভাব গম্ভীর স্বরে বললো, 'আপনার সেবক মামজেল জোয়েত?'

জোয়েত চেঁচিয়ে উঠল, 'এই যে মসিয়ো দ্য বেলভিনো।' তারপর ঘুরে সেভেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো, 'আমার অনুরাগীদের একজন। লম্বা, ধনী; এবং চেহারার অনুপাতে বদ্ধি। ওদের প্রতি আমার ভালবাসার এই নমুনা। ও সত্যিকারের একজন ফিল্ড মার্শাল—প্রচণ্ড শক্তিতে রেস্তোরাঁর দরজা উন্মুক্ত করতে দক্ষ ব্যাক্তি। কিন্তু আপনি ওর চেয়েও লম্বা। তাই আপনাকে কি বলে ডাকা যায়? মনে পড়েছে। এবার থেকে আপনাকে জুনিয়ার রোদস* বলে ডাকবো। সেই প্রকাণ্ড দেবমূর্তি নিশ্চয় আপনার পিতা ছিলেন। কিন্তু এখন বোধহয় আমাদের বুদ্ধির অগম্য উচ্চমার্গের কোন গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে আপনাদের আলোচনা শুরু হবে; তাই বিদায়! শুভরাত্রি।'

সে এক ছুটে অর্কেষ্ট্রার দিকে এগিয়ে গেল। কোয়াড্রিলের[১] বাজনা বাজাতে অনুরোধ করলো।

ওবারদির মনোযোগে ছেদ পড়ল। খুব আস্তে করে বললো, 'তোমরা সব সময় ওকে ব্যতিব্যস্ত কর। ফলে মেয়েটার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে, আর কতকগুলো বদ অভ্যাসও হচ্ছে।'

* রোডস্ দ্বীপের এ্যাপোলো দেবের মূর্তি। প্রকাণ্ড সেই ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি অধুনা লুপ্ত।

১ কোয়াড্রিল-একটি বিশেষ ধরনের নাচের বাজনা।

'অর্থাৎ এখনও ওঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ করেননি?'

—সারভিন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল। কিন্তু মাদামের উদার হাসি দেখে মনে হলো এ কথা তার কানে যায়নি।

বুকে নানা সম্মানসূচক পুরস্কারের নিদর্শন শোভিত এক গম্ভীর ভদ্রলোককে এগিযে আসতে দেখে মাদাম ব্যস্ত হয়ে তার দিকে এগিযে গেলো, 'এই যে প্রিন্স, কি সৌভাগ্য!'

সারভিনি সেভেলেব হাত ধরে ওখান থেকে উঠে আসতে আসতে বললো, 'ওই আমার শেয পরাক্রমশালী প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রিন্স ক্রাভালো। কিন্তু জোয়েত সত্যিই কি খাসা মেয়ে নয়?'

সেভেলের জবাব—'মা মেয়ে দুজনেই খাসা। আব মা'টি আমার ওপর খুবই সদয়।'

সারভিনি মাথা দুলিয়ে বললো, 'হাঁদারাম, উনি গোড়া থেকেই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেছেন!' কোয়াড্রিলে অংশ নেবার জন্য নারী পুরুষ সারিবদ্ধ হয়ে কনুইয়ের গুঁতোয় তাদের সরিয়ে পথ করে এগিযে যেতে লাগলো। সারভিনি বললো, 'চল খানিকক্ষণ গ্রীক:দেব দেখে আসি।' তারা জুয়ার আড্ডার দিকে চলল।

প্রত্যেকটা টেবিলেব চারপাশে বহু লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে। কারো মুখে কথা নেই। মাঝে মাঝে শুধু নিক্ষিপ্ত মুদ্রাব ঝনৎকার। ক্ষিপ্র হস্তে সেই মুদ্রা সরিয়ে নেবার সময় বিশেষ ধরনের ধাতব শব্দেব সঙ্গে অস্পষ্ট গুঞ্জন মিশে মনে হচ্ছিল মনুষ্য কণ্ঠেই বঝি ধাতব শব্দেব অনুরণন।

প্রত্যেকটি লোক প্রতীক চিহ্ন আর ফিতের দ্বারা পৃথক। তাদের বিভিন্ন মুখাকৃতির মধ্যে অটুট গাম্ভীর্য পরিস্ফুট। পৃথক পৃথক গুম্ফ সজ্জায় প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত।

রুক্ষ মুখ আমেরিকানটির ঘোড়াব লেজের মত গোঁফ, ক্রুদ্ধ স্বভাব ইংরেজের পাখার মত এক মুখ দাড়ি, স্প্যানিশ লোকটির ভেড়ার লোমের মত কালো গোঁফ সোজা লম্বা হয়ে প্রায় চোখের কোলে

গিয়ে ঠেকেছে। ভিকতর ইমানুয়েল যেন সুবিশাল গোঁফগুচ্ছ ইতালিকে দিয়ে গিয়েছিলেন, আর সেই গোঁফরাশি আশ্রয় পেয়েছে ঐ রোমান লোকটির মুখে। অস্ট্রিয়ান লোকটির পরিষ্কার কামানো চিবুকের দুপাশে মসৃণ কেশগুচ্ছ ডানার মত বিস্তৃত। রাশিয়ান জেনারেলের গোঁফ তো নয়, যেন ঠোঁটের ওপর প্রসারিত দুটো বাঁকা তলোয়ার। আর ফরাসীদের মুখে যত সব সৌখিন হাল ফ্যাশানের গোঁফ—পৃথিবীর নরসুন্দরদের নিত্য নতুন উদ্ভাবনী শক্তির অপূর্ব নির্দশন।

সারভিনি জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি এক দান খেলবে?'

'এখানে আমি কখনও খেলিনি। তাছাড়া বড় ভিড়, সুবিধে করতে পারব না। হট্টগোল কম থাকলে বরং অন্য একদিন আসা যাবে—চল আজ চলে যাই, কি বল?'

'তাই ভাল, চল যাওয়া যাক।'

বড় ঘরটা পেরিয়ে তারা বাইরে বেরিয়ে এলো। সারভিনি বললো, 'এখানকার সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা হোলো?'

'চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই। তবে লোকগুলোর চেয়ে মেয়েরাই বেশী আকর্ষণীয়।'

'আলবাৎ, খাটি কথা বলেছো। যত রাজ্যের সেরা সব শিকার এখানে মিলবে। সেলুনের সামনে দিয়ে হাঁটলে যেমন এক বিশেষ ধরনের প্রসাধনীর গন্ধ নাকে আসে, এদের সামনে গেলেও তেমনি ভালবাসার এক ধরনের আমেজ আসে। তুমি কি একথা অস্বীকার করতে পারবে? এখানে এলে পয়সা উসুল হয়ে যায়। সুদক্ষ প্রেমিক আর নিপুণ শিল্পী! কখনও রুটিওয়ালার তৈরী কেক খেয়েছ? দেখতে ভাল, কিন্তু খেতে বিস্বাদ। সাধারণ মেয়েদের ভালবাসা আমাকে রুটিওয়ালার পেস্ট্রির কথা মনে করিয়ে দেয়। অথচ মারসিঅনেস ওবারদির মত মেয়েদের ভালবাসা—সেই হলো আসল প্রেম। প্রেমের মত মুখরোচক উপাদেয় কেক তৈরী করতে

এরা ওস্তাদ। কেবল অন্য জায়গায় যেখানে এক পেনি ব্যয় করলেই চলে, এখানে তার জন্য দিতে হবে আড়াই পেনি—এই যা।'

সেভেল জিজ্ঞেস করলো, 'এটা এখন চালাচ্ছে কে?'

সারভিন ঘাড় নেড়ে বললো, 'আমি ঠিক জানি না। আগে ছিলেন একজন ইংরেজ লর্ড, তিন মাস হলো চলে গেছেন। মারসিঅনেস বড় খেয়ালী। কখনও সম্ভ্রান্ত লোকেদের সঙ্গে, কখনও জুয়াড়ীদের সঙ্গে ওর দিন কাটে, কিন্তু আগামী শনিবার আমরা বগিভাঁতে তার ডিনারের নিমন্ত্রণে যাচ্ছি—কেমন তো? শহরের চেয়ে গ্রামে স্বাধীনতা বেশী. তাই আমার সম্বন্ধে জোয়েতের মনের সত্যিকার ধারনাটা জানা যাবে।'

'আমার বড় রকমের কোন আশা নেই'—সেভেল বললো, 'ঐ দিন কিন্তু আমি কিছুই করব না।'

সাঁজেলিজেতে যখন তারা ফিরে এলো, তারায় ভরা উন্মুক্ত আকাশ তলে বেঞ্চের ওপর আলিঙ্গনাবদ্ধ একটি জোড় পড়েছিল। সারভিনি বিড় বিড় করে বলে উঠলো, 'মানুষের জীবনে অপরিহার্য হলেও, ভালবাসা ব্যাপারটা নেহাত জঘন্য! একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি, অথচ প্রতিবারেই নতুন। অতি সাধারণ, কিন্তু তবু যেন কোন সুদূর কল্পলোক। আমি ওবারদির মত কারও কাছ থেকে দশ হাজারের বিনিময়ে যা পেতে চাই, ওই মেয়েটিকে এক ফ্রাঁ দিয়েই কুষ্মাণ্ডটা তাই পেয়ে যাচ্ছে। আর বয়স বা আর সব দিক থেকে ওবারদিও এই হতভাগীর তুলনায় এমন একটা আহা মরি কিছু নয়—যত সব আহাম্মুকি!'

একটু থেমে সে আবার বললো, 'তবে যাই বলো না কেন, জোয়েতের প্রথম প্রেমিক হওয়াটা চাটিখানি কথা নয়। এর জন্য আমি দিয়ে দেব···আমি দেব।' কি যে দেবে, তা আর ঠিক করে বলা হলো না। রয়েলের মোড় এসে পড়তে সেভেল শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিল।

দুই

ছোট একটা পাহাড়ের কোলে মারসিঅনেস ওবারদির নতুন বাংলো ভিলা প্রিতেমস। বাগানের পাঁচিলের পা ছুঁয়ে সেন নদী বাঁক নিয়ে সোজা চলে গেছে মার্লিব অভিমুখে। ভিলাব বিপরীত দিকে দীঘ বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত ক্রেসি দ্বীপে ঘন সবুজের সমারোহ। নদীমুখি বারান্দায় একটি টেবিল পাতা। নদী পেরিয়ে গাছপালার ভিড়ের ওপর দিয়ে চোখ চলে যায় দূরে শ্যামল শাখার আড়ালে অর্ধলুক্কায়িত ভাসমান কাফে, লা গ্রেনোইলের দিকে।

এমন শান্ত সন্ধ্যায় চারিদিকে অনুচ্চাব সুখেব পরশ। নদীর বুকে রক্তরাগ ছড়িয়ে সূর্য অস্ত গেল। ধীর প্রশান্ত পদে রাত্রি ঘনিয়ে এলো। নিস্তব্ধ নিঝুম পরিবেশ। গাছের পাতায় দোল দিতে বাতাস এলো না, শান্ত নদীর জলে হিন্দোল তুলতে ঘুর্ণি ঝড় আসেনি। বাতাসে উষ্ণ স্পর্শ. তা বলে গরম নয়, ববং আরামদায়ক আমেজ। নদীকূলের মনোরম শান্তি প্রশান্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত।

সূর্য বনের অন্তরালে ডুব দিয়ে অন্য কোন দেশে উদিত হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ঘুমন্ত পৃথিবীর সৌম্য রূপে সকলেই পরিতৃপ্ত; গোলাকার এই উদার আকাশের তলায় নিত্য উদবেল জীবনের অনন্ত বিশ্বরূপ যেন তারা উপলব্ধি কবতে পারলো।

ড্রইং রুম থেকে বেরিয়ে এসে খাবার টেবিলে বসে তাদের মনে আনন্দধারা বয়ে গেল। স্নিগ্ধ আবেগে হৃদয় প্লাবিত হলো। এই মনভুলানো বাতাসের ঘ্রাণ নিতে নিতে এই গ্রামীণ পরিবেশে বিস্তৃত নদীবক্ষের ওপর অতুলনীয় সন্ধ্যায় মুখোমুখি বসে খাওয়ার পরম সুখ তাদের মন মাতিয়ে দিলো।

চারজনের ছোট পার্টি। মারসিঅনেস সেভেলের হাতে হাত রেখেছে, জোয়েত রেখেছে সারভিনির হাতে। মহিলা দুটির স্বভাব স্নিগ্ধ

শহুরে ভাব অন্তর্হিত। পরিবর্তনটা জোয়েতের ক্ষেত্রেই চোখে পড়ার মত। সে বিষণ্ণ, গম্ভীর; কথা বলছিল খুবই কম। ওকে চেনাই যায় না। সেভেল প্রশ্ন করলো, 'তোমার কি হয়েছে, আগের চেয়ে তোমায় অন্য রকম দেখছি। এরই মধ্যে যেন অনেক গম্ভীর হয়ে পড়েছ?'

জোয়েত জবাব দিল, 'পরিবেশের গুণ। নিজের কাছেই আমার তাজ্জব ঠেকছে, আমি আর আগের মত নেই। আমার বেশ পরিবর্তন হচ্ছে। কেন বুঝতে পারছি না, ঋতুর মত আমিও বদলে যাচ্ছি। আজ পাগলের মত ব্যবহার করছি, কাল হয়ত হবে শব-যাত্রীর মত। যে-কোন সময়ে আমি যে-কোন কাজ করতে পারি। কোন কোন দিন আমি মানুষ অবধি খুন করতে পারি। তা বলে পশুকে কখনও করবো না, কিন্তু মানুষকে নিশ্চয় পারবো। আবার কখনোও আমার অকারণে কান্না পায়। কত বিভিন্ন ধরনের চিন্তা মাথায় ভিড় করে আসে। অবশ্য সকালে ঘুম থেকে উঠে যা ভাবি তার ওপর অনেকটা নির্ভর করে। সারাদিন কেমন কাটবে, সকালেই বুঝতে পারি। বোধ হয় স্বপ্নেই আমাদের মতি গতি স্থির হয়ে যায়; তবে যে বই পড়ছি—তার ওপরও কিছুটা নির্ভর করে বোধহয়!'

তার পরনে সাদা পশমের পোশাক। বিভিন্ন অলঙ্কারে আপাদ মস্তক সজ্জিত। সুপরিসর শিথিল বক্ষ আবরণীতে দৃঢ়তার পরিবর্তে তার স্বাভাবিক তরঙ্গায়িত সুডোল উরোজযুগল রেখায় রেখায় উদ্ভাসিত। দীর্ঘ কোমল মৃণাল গুচ্ছের মত গ্রীবাদেশে অপূর্ব দ্যুতি; তার পোশাকের চেয়েও শুভ্র এই কণ্ঠদেশ সোনালী কেশরাশির ভারে বিনম্র।

অনেকক্ষণ মুগ্ধচোখে তাকিয়ে থেকে সারভিনি বললো, 'আজ রাতে তুমি অপরূপা, প্রতিদিন যেন তোমায় এই রূপেই দেখি।'

স্বাভাবিক অথচ আবেগভরে জোয়েত বললো, 'তা বলে আরজি পেশ করে বোসো না মাস্কেদ। এমন দিনে হয়ত প্রার্থনা মঞ্জুর করে ফেলতে পারি। পরে সে জন্য পস্তাতে হবে প্রিয়তম।'

মারসিঅনেস আজ বড় সুখী। তার আগাগোড়া কালো পোশাকের ভাঁজে ভরা দেহের প্রতিটি কারুকার্য সুস্পষ্ট, সুন্দর। তার কাঁচুলিতে লালের ছোপ, কটিতট থেকে বহমান লাল ও গোলাপীর দুটি ধারা, তার নিবিড় কালো চুলে একটি রক্তগোলাপ। আজ রাতে যেন তার তনুমনে আগুনের পরশ লেগেছে। রক্তলাল পুষ্প সজ্জায়, দৃঢ় পিনদ্ধ পোশাকে, সঙ্গীর ওপর পতিত তার মদালস দৃষ্টিতে, অস্ফুট কথা আর মন্থর চলনে এই বহ্ন্যুৎসবের স্বাক্ষর।

সেভেলও গম্ভীর চিন্তাক্লিষ্ট। মাঝে মাঝে অভ্যস্ত ভঙ্গীতে তার পিঙ্গল রুক্ষ দাড়ির ওপর হাত বুলোতে বুলোতে চিন্তায় ডুবে যাচ্ছে।

মাছ পাতে পড়লে পর দীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ করে সারভিনি বললো, 'নীরবতার একটা নিজস্ব মহিমা আছে। অনেকক্ষণ কথা-বার্তায় যেটুকু ঘনিষ্ঠ হওয়া যায়, তার চেয়েও বেশী হয় পাশাপাশি চুপচাপ বসে থাকলে—তাই নয় মাদাম?'

তার দিকে ফিরে মারসিঅনেস বললো, 'ঠিক বলেছো। সকলে মিলে কোন এক সুখের কথা ভাবতে এত ভাল লাগে।' তার জ্বলন্ত দৃষ্টি সেভেলের ওপর ন্যস্ত হলো এবং কিছুক্ষণ চার চক্ষু এক হয়েই থাকল। টেবিলের নিচে অলক্ষ্যে এক মৃদু আলোড়ন ঘটে গেল।

সারভিন বললো, 'মামজেল জোয়েত, তোমার প্রসন্ন ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছে, তুমি প্রেমে পড়েছ। ব্যাপারটা কার সঙ্গে হ'তে পারে এসো দুজনে মিলে ভেবে বের করি। হা হুতাশ করা একগণ্ডা অপোগণ্ডের কথা বাদ দিয়ে ডাগর চাঁই বটাকে ধরা যাক। প্রিন্স ভদ্রলোককে কেমন মনে হয়?'

জোয়েত ক্ষেপে উঠলো, 'ওহো। মাস্কেদ আমার, কি যে বল! ওই প্রিন্স তো একটা মোমের তৈরী রাশিয়ান পুতুল। চুল ছাঁটার প্রতিযোগিতায় ও একটা মেডেল পেয়েছে।'

'ঠিক আছে, হিসেব থেকে প্রিন্স বাদ। তবে ভাইকোৎ পিয়ারো দ্য বেলভিনোই বোধ হয় তোমায় মজিয়েছে?'

উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়ে জোয়েত বললো, 'কেন আমাকে কি কখনও রাইসিনার কাঁধে ঝুলে পড়ে কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করতে শুনেছ 'তুষ্টু পিয়ারো,' 'হে স্বর্গের পেড্রো,' 'আদরের পিয়াত্রি', অথবা 'আমার প্রিয়তম পিরত, তোমার ওই রেশমের মত নরম তুলতুলে ছোট্ট মাথাটা তোমার প্রেয়সীকে দুহাতে ধরতে দাও—কেননা তার এখন সাধ হয়েছে চুমু খাবে'?'

জোয়েত প্রত্যেককে একটি করে আদরের নাম দিয়েছিলো। সপ্তাহের বিশেষ বিশেষ দিনে সে বেলভিনোকে কখনোও রাইসিনা, কখনও বা মালভসি অথবা আর্জেনাতিউল নামে ভূষিত করতো।

সারভিনি বললো, 'তালিকা থেকে দ্বিতীয় ব্যাক্তির নামও কাটা গেল, বাকি রইল কাভেলিআর ভলরেলি; তাকে মারসিগনেস কিছুটা পছন্দ করে।'

জোয়েত পূর্ববৎ উল্লসিত—'কি বললে, লাসরিমোস্? ও তো মাভেলিনের ভাড়াটে শবযাত্রীদের একজন। যতসব নামজাদা লোকের শবানুগমন করে বেড়ায়। ও যখনই আমার দিকে তাকায়, মনে হয় আমিও শব হয়ে গেছি।'

'তিনজনই বাতিল। তবে তুমি নিশ্চয় এই ব্যারন সেভেলের প্রেমে ডুবেছ?'

'জুনিয়ার রোদসের সঙ্গে? উহুঁ ও বড় বেশী পালোয়ান।

'আচ্ছা বেশ মানলুম, তবে ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে যে তোমার অসীম করুণা এই অধমের প্রতি—কেননা তোমার উপাসকবৃন্দের মধ্যে এর কথাই এখনও আলোচনা হয়নি। কিছুটা বিনয়ে খুব ভেবে চিন্তে আমি নিজের নামটা তালিকার সবার শেষে রেখেছিলাম। কি বলে যে তোমায় ধন্যবাদ জানাব?'

'ওহো মাস্কেদ,' প্রসন্ন হাসি-মুখের উত্তর, 'তোমায় খুবই পছন্দ করি—তা বলে ভালবাসি না, কিন্তু···অবশ্য তোমার হতাশ হবার কারণ নেই···ধৈর্য ধরো মাস্কেদ···আগ্রহ আরও বাড়াও, সব দিক

:থেকে হিসেব করে এগোও···একটু আনুগত্য···আমার তুচ্ছতম সাধ পুরণ করো···যা বলব তাই করতে তৈরী থাকো···আর তখন··· তারপর দেখা যাবে।'

'কিন্তু মামজেল সবই আমি করতে রাজী, কিন্তু আগে নয় সখী. পরে।'

অকপট সরলতায় জোয়েত শুধালো, 'বিসের পরে······মাস্কেদ ?'

'কেন না বোঝার ভান করছো ? আগে প্রেম, তারপর আর সব।'

'ঠিক আছে, ধরে নাও ভালবাসি। যদি অবশ্য বিশ্বাস হয়।'

'কিন্তু আমি বলতে চাই······'

'থাম মাস্কেদ, এ-প্রসঙ্গ আর নয়।'

সামরিক কায়দায় সেলাম ঠুকে সারভিনি চুপ করে গেল।

দ্বীপের পরপারে সূর্য অস্ত গেছে। কিন্তু আকাশ জুড়ে যেন হোলি খেলা। নদীর বুকেও রংয়ের ছোপ। লোকজন, ঘরবাড়ী, সবকিছু গোধূলির আলোয় রাঙা। মারসিঅনেসের মাথায় লাল গোলাপ তো নয়, যেন মেঘ থেকে ছড়িয়ে পড়া এক মুঠো আবীর।

জোয়েতের দৃষ্টি দিগন্তে প্রসারিত। তার মায়ের একটি হাত সেভেলের হাতে, যেন আনমনে এসে পড়েছে। কন্যার চোখ পড়তেই মারসিঅনেস দ্রুত হাত সরিয়ে পোশাকের মধ্যে গুটিয়ে নিল। সারভিনির দৃষ্টি এড়ায় না কিছুই। সে বললো, 'মামজেল, তোমার ইচ্ছে থাকলে আমরা খাওয়ার পর ঐ দ্বীপে বেড়াতে যাব।'

খুশীতে নেচে উঠে জোয়েত বললো, 'বাঃ, ভারি মজা হবে। শুধু আমরা দু'জন যাব মাস্কেদ, কেমন ?'

'হ্যাঁ মামজেল, শুধু আমরা দু'জন।'

আবার সব চুপচাপ। উন্মুক্ত বিশাল প্রান্তরে পরিপূর্ণ প্রশান্তি, নিস্পন্দ, নিথর সন্ধ্যার অনিবার্য প্রভাব ঘনিয়ে এলো তাদের দেহে, মনে, কণ্ঠস্বরে। জীবনের কোন দুর্লভ মুহূর্তে হৃদয় হয় মূক।

নীরবতার ছোঁওয়া লেগেছে ভৃত্যদের মধ্যেও। তারা নিঃশব্দে কাজ করে গেল। আকাশে আগুনের রং ফিকে হয়ে এলো, ধীরে ধীরে তমিস্রা এসে গ্রাস করে ফেলল প্রকৃতিকে। স্তব্ধতা ভেঙ্গে সেভেল কথা বললো, 'এখানে কি বেশ কিছুদিন থাকবেন?'

'হুঁ,' প্রতিটি কথায় জোর দিয়ে মারসিঅনেস বললো, 'যতদিন ভাল লাগবে, ততদিন।'

অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় ঘরে বাতি দেওয়া হলো। অদ্ভুত বিষণ্ণ আলো ছড়িয়ে পড়ল। টেবিলের বাতি ঘিরে কোথা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পতঙ্গ এসে জড়ো হলো। আলোর উপর দিয়ে উড়ে যেতে গিয়ে পা আর পাখা পুইয়ে টেবিল ঢাকনা আর কাপ ডিসের ওপর ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল। খাবার আর পানায়ের সঙ্গে বেশ কিছু সবার পেটে গেল, আর কিছু নির্বিবাদে রুটিন ওপর বিচরণ শুরু করে দিল। মাথার ওপর অগুনতি পতঙ্গের আক্রমণে তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল।

পোকার হাত থেকে খাবার বাঁচাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেও কিছুই করা গেল না। গ্লাসে, প্লেটে পোকা ছেয়ে গেল। বার বার গ্লাসের মদ ওপর থেকে ফেলে দিতে হচ্ছিল। জোয়েত বেশ মজা পেলো। জোয়েত যাতে কোন পোকা গিলে না ফেলে, সেদিকে সারভিনি নজর রেখেছে। যখনই সে কোন কিছু মুখে তুলতে যাচ্ছে, সারভিনি তার মাথার ওপর রুমাল দিয়ে চাঁদোয়ার মত ধরছে; মদের গ্লাস ঢেকে রাখেছে। কিন্তু খুঁতখুঁতে মারসিঅনেস পোকার জ্বালায় অস্থির। তাই খাওয়ার পাট তাড়াতাড়িই চুকিয়ে ফেলতে হলো।

সরাভিনির প্রস্তাব জোয়েত ভুলে যায়নি। বললো, 'এবার তাহলে দ্বীপ থেকে ঘুরে আসা যাক্।'

মৃদু গলায় তার মা বললো, 'খেয়াঘাট অবধি আমরাও যাচ্ছি, তোমরা কিন্তু বেশী দেরি ক'রো না, বুঝেছ?'

চতুর্দিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সরু পায়েচলা পথে দু'জন দু'জন

করে হাঁটছে। সামনে তরুণী ও তার বন্ধু। পেছন থেকে মারসিঅনেস আর সেভেলের কথা আবছা ভেসে আসছে। গাঢ় আঁধারের মাঝে নিবিড় কালো নদীজলে তারকাখচিত আকাশের প্রতিবিম্ব। পথ চলতে অসুবিধে হলো না। নদীতীর বরাবর ভেককুলের অবিরাম উল্লাসধ্বনি আর ঊর্ধ্ব আকাশে অসংখ্য নাইটিঙ্গেলের মধুর ঐকতান হলো তাদের পথের সাথী।

হঠাৎ একসময় জোয়েতের খেয়াল হলো, 'আরে! ওরা তো আর আসছে না, গেল কোথায়?' সে চেঁচিয়ে ডাকলো, 'মা'। সাড়া না পেয়ে বললো, 'কিন্তু একটু আগেও তো ওদের কথা শোনা গেছে, এর মধ্যে বেশী দূর যাওয়ার কথা নয়।'

সারভিনি জবাব দিলো, 'ওরা নিশ্চয় ফিরে গেছে। সম্ভবত তোমার মায়ের ঠাণ্ডা লেগে থাকবে।' তারা এগিয়ে গেল।

সামনে সরাইখানার আলো দেখা গেল। মারতিনেত নামে এক জেলে এই সরাইয়ের মালিক। ঘাটে বেশ চওড়া একটা নৌকোয় উঠে বসে তারা হাঁকডাক শুরু করে দিল। ঘর থেকে মাঝি বেরিয়ে এলো। দাঁড় আর লগির ঠেলায় তরতরিয়ে তরী এগিয়ে চললো আর নদীর বুকে পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রিত নক্ষত্রপুঞ্জ এসে কেঁপে উঠে ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে লাগলো। ওপারে নেমে বিশাল বিশাল গাছের তলা দিয়ে তারা হাঁটতে শুরু করলো। ঘন পাতার আড়ালে অসংখ্য নাইটিঙ্গেল, পায়ের তলায় আর্দ্র ধরিত্রীর অক্লান্ত শান্তি। দূর থেকে ভেসে আসছে পিয়ানোর অতি পরিচিত একটি সুর। সারভিনি জোয়েতের হাত ধরলো, আলতো করে তার কোমর জড়িয়ে একটু চাপ দিয়ে বললো, 'কি ভাবছো?'

'আমি? কিছুই না, বড় ভাল লাগছে।'

'তবে তুমি আমার কথা একটুও ভাব না?'

'ভাবি মাস্কেদ, একটু বেশীই ভাবি। তবে এখন ও কথা থাক। এই সুন্দর পরিবেশে ওসব ভাল লাগবে না।'

সারভিনি ধীরে ধীরে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করলো। জোয়েত বাধা দিল, নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। তার নরম পশমী পোশাকের ওপর দিয়ে মোলায়েম ও মসৃণ স্পর্শে যেন উত্তপ্ত দেহের স্বাদ। একটি অস্ফুট ধ্বনি, 'জোয়েত?'

'বল।'

'দেখ,…তোমায় আমি ভালবাসি।'

'তুমি…অমন করে বোলো না মাস্কেদ।'

'সত্যি ভালবাসি; অনেক দিন থেকে।'

জোয়েত পৃথক হতে চেষ্টা করলো। দুটি দেহের মাঝে বন্দী তার হাতটিকে মুক্তি দিতে চাইলো। পুরুষের নিষ্পেষণে আর নারীর বিচ্ছিন্ন হবার প্রয়াসে তারা মাতালের মত এঁকে বেঁকে হেলে দুলে পথ চলতে লাগলো।

সারভিনি দ্বিধাগ্রস্ত। এমন পরিবেশে একজন অভিজ্ঞা রমণীকে যে কথা বলা চলতো, এই তরুণীকে সে ভাবে বলা যায় না। সে বুঝতে পারলো না তার উষ্ণ, ঘনিষ্ঠ ও অর্থপূর্ণ রসিকতায় জোয়েত সম্মতি দিয়েছে অথবা আদৌ বুঝতে পারেনি। সে ক্রমাগত অনুরোধ জানালো, 'জোয়েত, কথা বল জোয়েত।'

তারপর কথা নেই, বার্তা নেই হঠাৎ একটি দুঃসাহসিক চুম্বন মুদ্রিত করে দিল তার কপোলে। একটু ছট্‌ফট্ করে বিরক্তিভরে জোয়েত বললে, 'আঃ কি অসভ্য! আমাকে একটু রেহাই দেবে?' এ কথায় তার ইচ্ছা অনিচ্ছা কোনটাই স্পষ্ট হলো না। তাকে রাগ করতে না দেখে সারভিনির সাহস বেড়ে গেল। জোয়েতের ঘাড়ে গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালী চুল,—কতদিনের আকাঙ্খিত সেই দুর্লভ স্থানটিতে সে তার ঠোঁট দুটি নামিয়ে আনলো।

হিতে বিপরীত। জোয়েত সবটুকু শক্তি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইলো। কিন্তু দৃঢ় বেষ্টনে তাকে বেঁধে ফেললো সারভিনি। অপর হাতে তার গলা জড়িয়ে জোর করে তার মাথা নিজের বুকে

চেপে ধরে সুদীর্ঘ সময় ধরে আকণ্ঠ চুম্বন সুধা পান করে মাতাল হয়ে গেল।

শরীরটাকে তুমড়ে মুচড়ে একসময় জোয়েত তার হাতের ফাক দিয়ে সারভিনির বলিষ্ঠ বন্ধন থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর একঝাঁক উড়ন্ত পাখীর পাখার ঝট্পটের মত পোশাকের শব্দ তুলে ছোট ছোট ক্ষিপ্র পদে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ব্যাপারটা এমন আচমকা ঘটে গেল যে সারভিনি হতভম্ব। কিছুক্ষণ কেটে গেল, কোন আওয়াজ না পেয়ে সে আস্তে করে ডাকলো, 'জোয়েত।' সাড়া না পেয়ে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে খুঁজে দেখতে লাগলো, ঝোপেঝাড়ে উঁকি মেরে দেখলো—যদি সাদা পোশাকের একটুও চোখে পড়ে। কিন্তু শুধুই অন্ধকার। এবার একটু জোরে ডাকলো, 'মামজেল জোয়েত!'

পাখীরা নীরব। ঘোর আঁধারে হোঁচট খেতে খেতে অপটু দ্রুত পায়ে এগিয়ে যেতে যেতেসে ডেকেই চললো, 'জোয়েত! মামজেল!'

মাঝে মাঝে থেমে কান পেতে শুনছে। না, কোথাও কোন সাড়া নেই। নিঝুম, নিস্তব্ধ দ্বীপ, মাথার ওপর পাতার খসখসানি পর্যন্ত কানে আসে না। কেবল নদীতীর জুড়ে একটানা দাহুরীর বিষণ্ণ আর্তনাদ। সে তন্ন তন্ন করে খুঁজলো। বৃক্ষবহুল ঢালু জমির কিনারা ধরে একবার খরস্রোতা ঝরনার দিকে, একবার পেছনের নদীর সমতল পাড় দিয়ে বাগিচার উল্টো দিকে চলে এলো। বনের আনাচ কানাচ পাঁতি পাঁতি করে খুঁজতে খুঁজতে তারস্বরে ডাকলো, 'মামজেল জোয়েত, তুমি কোথায়, সাড়া দাও। আমি ঠাট্টা করেছিলাম। আমাকে আর এভাবে শাস্তি দিও না। সাড়া দাও, সাড়া দাও।'

কাফে লা গ্রেনোইলের কাছাকাছি এসে তার কানে এলো ঘণ্টাধ্বনি। মধ্য রাত্রির সময় সংকেত। তাহলে পুরো দু'ঘণ্টা ধরে সে বন বাদাড় চষে বেড়িয়েছে! ভাবলো, এতক্ষণে নিশ্চয় জোয়েত বাড়ি ফিরে গেছে। পুল পেরিয়ে দুরু দুরু বক্ষে সে ঘরে ফিরলো।

হল ঘরে অপেক্ষমান একটি চাকর চেয়ারের ওপর ঢুলে পড়ে আছে। তাকে জাগিয়ে সারভিনি প্রশ্ন করলো, 'মাদমোয়াজেল জোয়েত কি অনেকক্ষণ আগে ফিরেছেন? পথে তাকে দাঁড় করিয়ে আমায় একটি কাজে যেতে হয়েছিল।'

'আজ্ঞে হাঁ হুজুর।' ভৃত্যটির জবাব, 'রাত দশটার আগেই মাদমোয়াজেল ফিরে এসেছেন।'

সারভিনি নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু ঘুম এলো না। সেই ছিনিয়ে-নেওয়া চুমুটিই ওকে এমন বিগড়ে দিয়েছে। সে অবাক হয়ে ভাবলো, ও কি চাইছিল, ও কি জানে, কিই বা ভাবে? কি জ্বালাময় সৌন্দর্য! এ যাবৎ সারভিনি যত মেয়ের সংস্পর্শে এসেছে, তাদের দৈনন্দিন একঘেয়েমিতে জীবনের সব বৈচিত্র্য হারাতে বসেছিল. এই লাবণ্যময়ী চঞ্চলা মেয়েটি তার জীবনে নতুন স্বাদ এনে দিল, সে বাঁচার অর্থ খুঁজে পেলো।

ঘড়িতে একটা বাজলো, দুটো বাজলো। সে বুঝলো আজ আর ঘুমের আশা নেই। বুকের মধ্যে তোলপাড়, গরম আর প্যাচ্‌পেচে ঘাম্। সে উঠে জানালা খুলে দিল।

এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস প্রাণভরে টেনে নিল। নিশ্চুপ. থম্‌থমে কালো রাত্রি। বাগানের অন্ধকার কোণে জ্বলন্ত একটু আগুনের ফুলকি না? নির্ঘাৎ সিগারেট। সেভেল ছাড়া আর কেউ নয়। সে মৃদুকণ্ঠে ডাকলো, 'লিওঁ।'

স্বর ভেসে এলো, 'কে, জাঁ?'

'হ্যা, দাঁড়াও আমি আসছি।' গায়ে জামাটা গলিয়ে সে বেরিয়ে এলো। একটি লোহার চেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে লিওঁ সিগারেট ফুঁকছিল।

'এত রাতে তুমি এখানে কি করতে?'

সেভেল মুচকি হেসে জবাব দিল, 'বিশ্রাম নিতে'।

'তোমাকে অভিনন্দন বন্ধু। কিন্তু আমি এতক্ষণ মিছেই

দেওয়ালে মাথা ঠুকে মরেছি !'

'তুমি বলছ কি ?'

'ঠিকই বলছি···জোয়েত ওর মায়ের মত নয় ।'

'হয়েছিল কি ? সব খুলে বল দেখি ।'

তার ব্যর্থ প্রচেষ্টার কথা আদ্যোপান্ত বিবৃত করে সারভিনি বললো, 'দেখ ওই কিশোরী আমায় বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। বিশ্বাস করো এতক্ষণ চেষ্টা করেও চোখ বুজতে পারিনি। নারী কিমাশ্চর্যম্' দেখতে নেহাত সাদাসিদে, কিন্তু এক একটি রহস্যপুরী। বয়স্ক প্রাজ্ঞ প্রেমিকাকে বোঝা সহজ। কিন্তু কিশোরীর মন দুর্বোধ্য। এখন তো মনে হচ্ছে আমাকে বোকা বানিয়ে ছাড়বে।'

নড়ে চড়ে বসে সেভেল বললে, 'সাবধান বৎস। ও তোমাকে বিয়ে করেই ছাড়বে। ইতিহাসের দৃষ্টান্ত স্মরণ রেখো। সাধারণ বংশের মেয়ে মাদমোয়াজেল দ্য মঁাতিজেল কি করে সম্রাজ্ঞী হয়ে বসেছিলেন। দেখো আবার নেপোলিঅ হয়ে না যাও।'

সারভিনি বললো, 'সে আশঙ্কা নেই। আমি সম্রাট বা নির্বোধ-কোনটাই নই। পাগল না হলেও দুটোর কোনটাই হওয়া যায় না। কিন্তু তোমার কি ঘুম পেয়েছে ?'

'একটুও না।'

'তবে চল নদীর ধার থেকে একটু বেড়িয়ে আসি।'

'বেশতো—'

গেট খুলে নদীতীর ধরে তারা মালির দিকে এগিয়ে চললো।

প্রশান্ত গম্ভীর ব্রাহ্মমুহূর্ত। প্রকৃতি বিশ্রামের কোলে শায়িত, গভীর নিদ্রায় অভিভূত। নিশাকালের অস্পষ্ট গুঞ্জন আর শোনা যায় না। নাইটিঙ্গেলের গান আর ব্যাঙের কাতরানি থেমে গেছে। শুধু নাম না জানা কোন পাখীর কলের করাতের মত একটানা একটা বিরক্তিকর আওয়াজ রাত্রির নৈশব্দ্য খড়্ খড়্ করে চিরে চলেছে। কখনও কখনও সারভিনি কবি দার্শনিকের মত ভাবুক হয়ে পড়ে।

তেমনি ভাবে বিভোর হয়ে এক সময় বলে উঠলো, 'দেখ এই তরুণী আমায় পাগল করে দিয়েছে। অঙ্কশাস্ত্রে একে একে দুই হয়, আর প্রেমশাস্ত্রে একে একে হওয়া উচিত এক। কিন্তু এখানে তা না হয়ে হচ্ছে দুই। কোন একটি রমণীর সত্তায় মিলে মিশে একাকার হয়ে যাওয়ার দুর্বার অনুভূতির স্বাদ কেমন জানা আছে? একটি নারীর কাছে নিজের হৃদয় মন উজাড় করে দিয়ে তার সত্তার গভীরে নিমগ্ন হয়ে যাওয়া, শুধু দৈহিক আলিঙ্গন নয়—দুটি হৃদয়ের ঐহিক ও পারমার্থিক মিলনের কথাই বলছি। তবু তার অনেকটাই অচেনা থেকে যাবে, তার ভাবনা, বাসনা ও ইচ্ছার অনেক রহস্যই অনাবিষ্কৃত থাকবে। অতি ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার পরও তার নিভৃত অন্তরের সামান্যতম রহস্যের সন্ধানও মিলবে না, তার বারি বিন্দুর মত স্বচ্ছ চক্ষুর অন্তরালবর্তী গোপনতা অনুদ্ঘাটিতই থেকে যাবে। একটি প্রিয় মুখের অনর্গল কথা কি এক অমোঘ শক্তি ছড়িয়ে দেয় শিরায় শিরায়, এমন এক দুর্নিবার আকর্ষণে অহরহ বাঁধতে চায়, মনে হয় সে যেন অন্য কেউ নয়—একান্ত আপন। তবু আকাশের তারাদের ব্যবধান তার মাঝে। হয়ত তারাদের কাছে পৌঁছানো সহজ। অদ্ভুত তাই নয়?'

'অত সব ব্যাপার আমি বুঝি না,' সেভেল বললো, 'ওসব গভীরতা আমি বুঝতে চাই না। চোখের ভেতরে কি আছে, জানতে আমার বয়েই গেছে। বাইরেটুকু বুঝলেই আমার যথেষ্ট।'

সারভিনি নিজের মনেই যেন বললো, 'যাই বলো, জোয়েত এক অপার রহস্য। কাল সকালে আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে, কে জানে!'

মার্লির কাছাকাছি আসতে আকাশ পরিষ্কার হলো। দূরে কোন খামার বাড়ি থেকে অস্পষ্ট মোরগের ডাক শোনা গেল। বাঁ দিকের পার্ক থেকে ভেসে এলো কোন পাখীর একটানা বিরক্তিকর সুর। সেভেল বললো, 'চলো ফেরা যাক।'

সারভিনি যখন ঘরে পা দিলো, খোলা জানালা দিয়ে দেখতে পেলো পুব দিগন্ত জুড়ে গোলাপী আভা। ভেনিসীয় পাল্লাটি বন্ধ করে পুরু পর্দা টেনে দিলো। তারপর বিছানায় এলিয়ে পড়তে ঘুম আসার দেরি হলো না। সারাক্ষণ জোয়েতেব স্বপ্ন।

একটা অদ্ভুত শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসে কান পেতে থাকলো, কিন্তু কিছু বোঝা গেল না। হঠাৎ জানালার পাল্লার অবিশ্রান্ত বিকট আওয়াজ হতে থাকায় সে গিয়ে জানালা খুলে দিলো। বাগানের পথে দাঁড়িয়ে জোয়েত তার জানালায় পাথরের নুড়ি ছুঁড়ছিল। তার পরনে হলদে পোশাক, মাথায় সেপাইদের মত পালক-গোঁজা চওড়া ঘাসের টুপি, মুখে দুষ্টুমি ভরা বিদ্রূপের হাসি। 'এই যে মাস্কেদ, এখনও ঘুম? কাল সারারাত ধরে কি করা হয়েছিল যে এত বেলায় ঘুমুতে হচ্ছে? বেচারা মাস্কেদ, কোন এ্যাডভেঞ্চার?'

'আসছি, আসছি মামজেল, এক মিনিট। চোখে মুখে জল ছিটিয়েই আসছি।'

'দশটা বাজে, শীগগির। কয়েকটা কথা বলবো, তোমার কিছু কাজ আছে, জান তো এগারোটায় ব্রেকফাস্ট?'

বাগানে নেমে সারভিনি দেখলো হাঁটুর ওপর একটা গল্পের বই খুলে সে বসে আছে। যেন গত রাতে কিছুই হয়নি এমনি সহজ সহৃদয়তায় খুশী হয়ে জোয়েত সারভিনির একটি হাত নিজের মুঠোয় ভরে নিয়ে বাগানের কোণের দিকে এগিয়ে চললো। 'আমার প্ল্যানটা শোন। মা বলছেন, ভদ্রমেয়েরা গ্রেনোইলেরে যায় না। কেউ যাক বা না যাক ওতে কিছু এসে যায় না। আমি দেখতে চাই মার আদেশ অমান্য করে তুমি আমাকে আজ ওখানে নিয়ে যাচ্ছ, ঠিক তো? ওখানে গিয়ে সকলের সঙ্গে আমরা নদীর ওপর হৈ চৈ করব।'

জোয়েতের সারা দেহ ঘিরে এক হালকা মধুর স্নিগ্ধ সুবাস। তার মায়ের মত প্রসাধনীর উগ্র গন্ধ নয়, বরং এক কমনীয় মৃদু সৌরভ,

তার মধ্যে একটু আলতো করে আইরিশ পাউডারের প্রলেপ। সব মিলিয়ে যেন এক সতেজ সুগন্ধি ভার্বিনা তরু।

সারভিনির মুখের খুব কাছে তার মুখ। তার নির্মল প্রশ্বাসে সারভিনির মুখ তৃপ্ত, বুক কানায় কানায় ভরে উঠলো। সে ভেবে পেলো না তার বেশ, কেশ অথবা দেহের সুরভি। মনে হলো এই অপরিচিত মধুর সুগন্ধ যেন এই কিশোরীর দেহে বসন্ত সমারোহে বিমুগ্ধ ইন্দ্রিয় থেকে স্বতোৎসারিত।

'তুমি যাবে না মাস্কেদ?' সে বললো, 'মা গরমকে খুব ভয় পায়। আর খাবার পর যা গরম পড়বে, উনি কিছুতেই ঘর ছেড়ে বেরোতে চাইবেন না। তোমার বন্ধুকে রেখে আমরা বনে ঘোরবার ছল করে বেরিয়ে পড়ব। গ্রেনোইলেরে গেলে খুব মজা হবে—নিয়ে যাবে তো?'

রাস্তা ধরে ওরা ধীরে ধীরে হাঁটছে। সেন নদীর ধারে একটি গেট। শান্ত নদীর বুকে তাথৈ আলোর বন্যা। স্রোতের ওপর উজ্জ্বল কুয়াসার বাষ্প ঝুলছে। মাঝে মাঝে দুটো একটা হাল্কা নৌকো আর মাল বোঝাই বোট নদীর ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে, মার্লির পাশ দিয়ে যাবার সময় স্টীম বোটগুলো ভেঁপু বাজিয়ে সংকেত জানায়। দূর থেকে সেই ভেঁপুরব কানে আসছে। রবিবারের ছুটি কাটাতে দলে দলে লোক রেলগাড়ি করে ছুটে আসে এই গ্রাম্য পরিবেশে। দূরাগত সেই গাড়ির বাঁশিও শোনা যাচ্ছে।

টুং টুং ঘণ্টা বাজতেই ওরা ফিরে এলো। ব্রেকফাস্ট সমাধা হলো চুপচাপ। ক্রমে জুলাইয়ের নিদাঘের দুপুর ভারী হয়ে চেপে বসল, দেহ মনে এক অমোঘ অবসন্নতা। বাধা ঠেলে জড় জিহ্বা যেন বাক্যস্ফুরণে অনিচ্ছুক।

এতক্ষণের নীরবতায় একমাত্র জোয়েতই অধৈর্য, বিরক্ত। খাওয়া শেষ হতেই সে বলে উঠলো, 'এই গরমে বনের মধ্যে গাছের ছায়ায়

ছায়ায় বেড়ালে বেশ হতো।

মারসিঅনেস আঁতকে উঠলো, 'পাগল হয়েছ নাকি?' তার চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ। 'এই গরমে বাইরে যাওয়া যায়!'

কন্যার জবাব, 'বেশতো তুমি আর ব্যারন ঘরে থাক। মাস্কেদ আর আমি পাহাড়ে গিয়ে ঘাসের ওপর বসে বই পড়ব।' সারভিনির দিকে ফিরে বললো, 'কিছু বলছ না যে?'

'তোমার জন্যে সব করতে পারি মামজেল।' জোয়েত দৌড়ে গেল টুপি আনতে।

'মেয়েটার সত্যি মাথা খারাপ হয়ে গেছে'—মাথা নেড়ে বলতে বলতে অবসাদে ঝিমিয়ে পড়ে মারসিঅনেস তার ফর্সা সুন্দর হাতটি ছড়িয়ে রাখল, আর ব্যারন তার ওপর দীর্ঘ একটি চুম্বনের আলিম্পন এঁকে দিলো।

জোয়েত আর সারভিনি বেরিয়ে পড়লো। এখনও গ্রেনোইলেরে যাবার সময় হয়নি, তাই নদী বরাবর এগিয়ে পুল পেরিয়ে তারা এলো দ্বীপের ভেতর, ঝরনার ধারে উইলো গাছের ছায়ায় বসল আরাম' করে। জোয়েতের পকেট থেকে বেরলো একটা বই। হাসতে হাসতে সারভিনির দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো, 'এটা পড় তো মাস্কেদ, শুনি।'

অত্যন্ত হতাশ ভঙ্গীতে মাস্কেদ বললো, 'আমায় বলছ মামজেল? আমি পড়তে জানি না।'

'হায় আদর্শ প্রেমিক আমার! কিছু না পেলেও সব উজাড় .করে দাও—এই তো তোমার নীতি। কোন অজুহাত চলছে না, লক্ষ্মী ছেলের মত শুরু করে দাও দেখি।'

বইটার পৃষ্ঠা ওল্টাতেই চোখ ছানাবড়া। কীট তত্ত্বের বই, এক ইংরেজ লেখকের লেখা 'পিপীলিকার ইতিবৃত্ত'। এ কি ধরনের কৌতুক, সে ভাবলো কিছুক্ষণ। জোয়েতের তাগাদা, 'কই শুরু করো।'

সে প্রশ্ন করলো, 'একি তোমার কোন বাজি, না শুধুই কৌতুক?'

'কোনটাই নয়। দোকানে গিয়ে পেয়ে গেলাম। দোকানদার বললে পিঁপড়ের ওপর এটাই সবচেয়ে ভাল বই। ভাবলাম এই ক্ষুদে জীবদের জীবনের নানা কথা শুনতে শুনতে ঘাসের ওপর দিয়ে ওদের চলাফেরা দেখতে বেশ মজা লাগবে। পড় দেখি।'

কনুয়ে ভর রেখে সে সটান উপুড় হয়ে শুয়ে একদৃষ্টে ঘাসের দিকে তাকিয়ে থাকলো। সারভিনি পড়ে চললো:

'দৈহিক গঠনগত মিলের কথা ধরিলে একথা নিঃসন্দেহে বলিতে হয় যে, অন্যান্য সব জীবজন্তুর মধ্যে একমাত্র বানর জাতীয় জীবেরাই মানুষের নিকটতম আত্মীয়। কিন্তু পিপীলিকাদের আচার ব্যবহার, সমাজব্যবস্থা, সংগঠন, তাহাদের গৃহনির্মাণ পদ্ধতি, পথঘাট, পশুপালন-বিধি এবং কখনও কখনও তাহাদের মধ্যে প্রবর্তিত দাসপ্রথা মনোযোগ সহকারে অবলোকন করিলে এ কথা মানিতে হইবে যে বুদ্ধির অগ্রগতিতে মানুষের পরবর্তী স্থান ন্যায়তঃ তাহাদেরই প্রাপ্য।'

একটানা বিরক্তিকর সুরে সারভিনি পড়ে যাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে থেমে বলছে, 'অনেক তো হলো, এবারে থামি?'

জোয়েতের হাতে একটি ঘাসের শীষ। তার ওপর সঞ্চরমাণ একটি পিঁপড়ের দিকে সোৎসাহে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে সে পিপীলিকার গতিবিধি পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত। কথা বলার ফুরসত নেই। মাথা নেড়ে ইশারায় সারভিনিকে থামতে নিষেধ করে ঘাসের ডগাটি উল্টে পাল্টে পিঁপড়েটিকে স্বচ্ছন্দে চলাফেরার সুযোগ করে দিলো। পিঁপড়েটা চলতে চলতে আঙ্গুলের কাছাকাছি চলে এলে ঘাসটাকে উল্টো করে ধরে তাকে নীচের দিকে নামিয়ে দিচ্ছিল। নীরব ধৈর্যে অতীব মনোযোগের সঙ্গে সে এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটের জীবনবৃত্তান্ত, তার বিস্ময়কর খুঁটিনাটি

শ্রবণরত। কেমন করে মাটির তলদেশে লোকচক্ষুর অন্তরালে তাদের গোপন ঘরবাড়ি নির্মিত হয়, মানুষের গরু পোষার মত ছোট ছোট কীটের ছানা ধরে এনে তাদের দেহ নির্গত রস পান করার জন্য কেমন করে তাদের খাইয়ে দাইয়ে যত্ন নিয়ে বাঁচিয়ে তোলে, চোখ না ফোটা ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গ শিশুদের ধরে কেমন করে ওরা পোষ মানায়, পরে ভৃত্যের মত ওরাই তাদের বাসস্থান পরিষ্কার করে, আর প্রয়োজনে প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিতদের বন্দী করে নিয়ে আসে প্রভু পিঁপড়েদের সেবায় নিয়োজিত করবার জন্য। ভৃত্যরা এসব কাজ এমন উদ্‌বেগাকুল চিত্তে একাগ্র মনে সম্পন্ন করে যে অনেক সময় নিজেদের খাবার কথা ভুলে যায়।

অতি ক্ষুদ্র অথচ অতীব বুদ্ধিমান এই জীবটির জন্য জোয়েতের মনে ধীরে ধীরে কেমন এক মাতৃসুলভ মমতা জন্ম নিল। আঙ্গুল বেয়ে উঠছে দেখেও সে বাধা দিলো না, বরং স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার আদর করতে ইচ্ছে হলো। সারভিনি পড়ে চলেছে, কেমন সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত এই জীব, কেমন ভাবে শক্তি ও বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে থাকে। তারুণ্যের চাঞ্চল্যে ভরপুর জোয়েত চুম্বন করতে গিয়ে দেখে কোন্ ফাঁকে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে দুষ্টু কীটটি তার গালের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে। যেন বাঘ পড়েছে, এমনি প্রবল ভাবে জোয়েত মাথা ঝাঁকিয়ে লাফিয়ে উঠলো, সজোরে গালে চড় মেরে পোকাটাকে তাড়াতে চাইল। উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়ে সারভিনি তার ঘাড়ের ওপর ঝুলে থাকা থোকা থোকা চুলের মধ্য থেকে জন্তুটিকে উদ্ধার করলো আর সেই বিশেষ স্থানটিতে আবেগভরে অর্পণ করলো এক দীর্ঘতর চুম্বন। জোয়েত কিন্তু সরে গেল না।

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে জোয়েত ঘোষণা করলো, 'উপন্যাসের চেয়েও এই কাহিনী আমার ভাল লেগেছে। এবার চল না গ্রেনোইলেরে

যাওয়া যাক।'

দ্বীপের এই মনোরম উদ্যানটিতে ঘন সমাচ্ছন্ন বৃক্ষের ছায়াতলে উপস্থিত হয়ে তারা দেখলো সেন নদীর নয়নাভিরাম উপকূল জুড়ে ইতিমধ্যেই কপোত কপোতীর ভিড়। নদীতে তরণীর আনাগোনা। কত ধরনের লোক। যুবকের সঙ্গে তরুণী বান্ধবী, কর্মী যুবতীর সঙ্গে প্রেমিক পুরুষ—সব হাঁটছে পাশাপাশি—ঘেঁষাঘেঁষি। কতকগুলো লোকের চেহারা ক্লান্ত ঝোড়ো কাকের মত। কোট খুলে ঝুলিয়ে নিয়েছে হাতে, পরনে ঢিলা জামা, মাথার পেছন দিকে ঝোলানো মস্ত লম্বা টুপি। কেরানীবাবুরা এসেছে সপরিবারে। স্ত্রীর পরনে রবিবাসরীয় সুন্দর পোশাক, আর মাকে ঘিরে মুরগীর ছানার মত একপাল ছেলেমেয়ে। মনুষ্য মুখনিঃসৃত নিরবচ্ছিন্ন গুঞ্জরণ, একটানা হট্টগোল নৌকোবিলাসীদের প্রিয় স্থানটির নিকটত্ব ঘোষণা করছে। হঠাৎ প্রকাণ্ড এক বজরা এসে তীরে ভিড়লো, মস্ত ছাউনির ভেতরটা অগণন মেয়ে পুরুষে ঠাসা। টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়ে অথবা বসে তারা সুরাপান করছে। একজন বাদ্যকরের হাতে বেহালা, ভাঙ্গা টিনের ক্যানেস্তারার মত তার বিকট, বেসুরো আর্তনাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সবাই হাসি হুল্লোড়, নাচ গানে মাতোয়ারা। সুঠামাঙ্গী সুকেশী বামাকুল তাদের সম্মুখ ও পশ্চাদভাগের সঞ্চরণশীল উন্নত দেহাংশ যতদূর সম্ভব প্রস্ফুটিত করে সতৃষ্ণ নয়নে মদে আর আহ্লাদে নিজেদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাথায় জোকারের টুপি আর পরনে সাঁতারের ছোট প্যাণ্ট অর্ধনগ্ন একজন যুবককে ঘিরে শুরু হয়েছে একদল মেয়ের উদ্দাম নৃত্য। পাউডারে আর ঘামে মাখামাখি, রকমারী প্রসাধনীর সঙ্গে স্বেদ গন্ধ মিশে চারিদিক আমোদিত। বাকি যারা, লাল, সাদা, হলুদ, সবুজ পানীয়ের পাত্র নিয়ে বসেছে, পূর্ণ পাত্র গিলতে গিলতে বিনা কারণে বিকৃত তীক্ষ্ণ চীৎকারে কান ঝালাপালা করছে। 'ফলে এক আসুরিক হট্টগোলে কর্ণ ও মস্তিষ্ক ঝিম্‌ঝিম্‌ করার যোগাড়।

মাঝে মাঝে দু'চারজন সাঁতারু জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, আর বসে থাকা লোকজনের গায়ে জলের ছাট আসতেই শুরু হচ্ছে যত রাজ্যের খিস্তির মধুর আপ্যায়ন।

নদীর বুকে সারিবদ্ধ নৌকোর মিছিল। সরু, লম্বা, হাল্কা নৌকোগুলো বলিষ্ঠ কর্ণধারের উন্মুক্ত পেশল বাহুর জোরে তর্‌তর্‌ করে এগিয়ে চলেছে। নৌকোর ওপর মেয়েরা চুপচাপ অলস ভঙ্গীতে বসে। যেন তন্দ্রার আমেজে জলের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে। তাদের পশমের পোশাক আর মাথার ওপর ধরা ছাতার বর্ণ বাহার রৌদ্রোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে অপূর্ব কিরণচ্ছটা সৃষ্টি করেছে। যাত্রী বোঝাই তরীগুলির গতি মন্থর। চপলমতি এক ছাত্র বাহাদুরী দেখাবার জন্য বেপরোয়ার মত সাঁতার কাটতে গিয়ে প্রতিটি নৌকোর গায়ে গুঁতো খেলো আর যাত্রীদের নির্বিচার গালাগাল নীরবে হজম করলো। তারপর দুজন সাঁতারুকে প্রায় নাকানি চোবানি খাইয়ে ভাসমান কাফেগুলোর অগণিত যাত্রীর বিদ্রূপ বাক্য নস্যাৎ করে দিয়ে ডুব সাঁতারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই গড্ডলিকার মধ্য দিয়ে সারভিনির বাহুলগ্ন জোয়েত সানন্দে ভিড় ঠেলে এগিয়ে চললো। এই রকমারী লোকের মেলায় পিষ্ট মহাসুখী এই মেয়েটি অন্যান্য মেয়েদের প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো।

'ওই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখ মাস্কেদ কি সুন্দর চুল! ওগুলো যেন নিজেরাই খেলা করছে।'

আগাগোড়া লাল পোশাকে মোড়া বাদ্যকর, মাথায় আবার মেয়েলী ছাতার মত প্রকাণ্ড রঙিন টুপি, পিয়ানো নিয়ে নাচের বাজনা শুরু করতেই স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতায় সঙ্গীর কোমর জড়িয়ে ধরে জোয়েত নাচের আসরে অবতীর্ণ হলো। তাদের একটানা উন্মত্ত মাদকতা সমগ্র জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। যারা বসে বসে মদ খাচ্ছিল, লাফিয়ে টেবিলের ওপর উঠে পায়ে তাল ঠুকতে শুরু করে দিলো— গ্লাস ভাঙ্গলো কেউ কেউ।

বাদ্যকর যেন জ্ঞানহারা। বিশাল টুপিসহ মাথাটিকে প্রচণ্ডভাবে দুলিয়ে সমস্ত শরীরে বিচিত্র ভঙ্গী করে পিয়ানোর হাতির দাঁতের চাবির ওপর উদ্দাম গতিতে হস্ত সঞ্চালন করে চললো।

অকস্মাৎ বাজনা থামিয়ে শ্রান্ত বাদক তার মস্ত টুপিটিসহ মাটির ওপর লুটিয়ে পড়লো। সকলের উল্লাস ধ্বনিতে কাফে ফেটে পড়বার যোগাড়। যেন মারা গেছে, এমনি ত্রস্ত পায়ে চারজন বন্ধু ছুটে গেল। বিশাল টুপিটা বাদকের পেটের ওপর চাপিয়ে চারজন চারদিক থেকে তাকে চ্যাংদোলা করে ঝুলিয়ে নিল। আর এক প্রস্ত হৈচৈয়ের পালা। এই নকল মৃতটিকে নিয়ে এক দীর্ঘ মিছিল সমগ্র দ্বীপটি পরিক্রমা করে বেড়ালো। উদ্দেশ্যহীন পথচারী অথবা পানরত মানুষ এই কৌতুকের আস্বাদ পেয়ে নিখরচায় মজা লুটে নিল। হাততালি দিয়ে আনন্দে জোয়েত নেচে উঠলো, 'কি মজা, মাস্কেদ্ দেখেছ কি মজা!'

সারভিনি গম্ভীর। এই উচ্ছৃঙ্খল জনতার মধ্যে তাকে এমন উল্লসিত দেখে সে ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ। তার মনে বদ্ধমূল ধারণা, কোন উত্তেজনার মুহূর্তেও সম্ভ্রান্ত লোকেরা এমন অরুচিকর পরিবেশে আত্মবিস্মৃত হয় না। বিস্ময়ে হতবাক্ সারভিনি মনে মনে উচ্চারণ করলো—'তোমার এই অতি উৎসাহের জন্যে কেউ তোমাকে বাহাদুরী দেবে না, বালিকা!' কোন বারাঙ্গনার সঙ্গে কথা বলতে যেমন কোন গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োজন হয় না, সারভিনিও তেমনি সহজে মনে মনে জোয়েতের সঙ্গে সাফ কথা বলতে চায়। সকলের মত সেও যেভাবে এগিয়ে চলেছে, যেভাবে অশ্রাব্য রসিকতায় মেতে উঠেছে, তাতে ওই লালচুলো মেয়েগুলোর চেয়ে তাকে আর পৃথক মনে হচ্ছে না। এই জনতার মুখে এখন ইঙ্গিতময় অশ্লীল কথা ছাড়া অন্য কথা নেই, যেন সব আঁস্তাকুড়ের মাছি অথবা গুবরে পোকার মত মাথার ওপর ভন্ ভন্ করে বেড়াচ্ছে। এতে কারো বিরক্তি বা বিস্ময় নেই। আর আশ্চর্যের কথা, জোয়েতও নির্বিকার।

'মাস্কেদ, আমরা স্নান করবো। চলো নদীর মাঝখানে যাই।'

'যো হুকুম', সারভিনির উত্তর।

স্নানের পোশাক আনতে তারা গেল কেবিনের দিকে। চট্‌পট্‌ তৈরী হয়ে জোয়েত নদীর পাড়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো, আর যে কেউ তার দিকে তাকালো, সবাইকে মিষ্টি হাসি বিতরণ করে চললো।

নদীর খানিকটা তারা পাশাপাশি হেঁটে পার হলো। তারপর স্রোতে গা ভাসিয়ে পরম আয়াসে সাঁতার কাটলো জোয়েত। হাত চালানোর সঙ্গে সঙ্গে জল থেকে শরীরটাকে আলগা করে তুলে ধরার কসরত চললো কিছুক্ষণ। ওর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া রীতিমত কঠিন। হাঁপিয়ে পড়ে নিজের দুর্বলতায় নিজের ওপর বেজায় রাগ হলো সারভিনির। কিন্তু জোয়েত তলিয়ে গিয়ে অনেক দূরে সহজ ভঙ্গীতে ভেসে উঠলো জলের বুকে। তার হাতদুটো আড়াআড়ি করে বুকের ওপর রাখা, চোখদুটি স্থির হয়ে আছে নীল আকাশের দিকে। সারভিনির দৃষ্টি তার প্রস্ফুটিত পদ্মের মত কোমল চিক্কণ তনুদেহের দিকে। ওই বরণীয় দেহের প্রতিটি রেখা তার চোখে ধরা দিলো। যেন প্রলুব্ধ করার জন্য, নিজেকে উজাড় করে দেবার জন্য অথবা প্রতারণা করার জন্য জোয়েত এভাবে নিজেকে মেলে ধরেছে। প্রতিটি অঙ্গ একান্ত করে পাবার জন্য তার চিত্ত আকুলি বিকুলি করতে লাগলো। অকস্মাৎ ঘুরে তার দিকে তাকিয়ে জোয়েত সহাস্য বদনে বলে উঠলো, 'তোমার মাথাটি ভারী সুন্দর তো!'

কৌতুকময়ী নারীর এই বিদ্রূপবাণে সারভিনি আহত হলো। প্রত্যাঘাতের জেদ থেকে বললো, 'ওই জীবনই তোমার ভাল লাগে, তাই না?'

'কোন জীবন?'—অবুঝ অবলার ভঙ্গী।

'আমি কি বলতে চাইছি, বেশ ভালই বুঝতে পেরেছ। এবার চল দেখি, বেয়াদবি যথেষ্ট হয়েছে।'

'সত্যি বলছি, আমি বুঝতে পারিনি।'

'বলছি, অনেক আনন্দ করা হলো, এবার যাবে কি?'

'তোমার কথা সত্যিই মাথায় ঢুকছে না।'

'তুমি তো এত বোকা নও, তাছাড়া কাল রাতেই তোমায় জানিয়ে দিয়েছি।'

'কি বলেছিলে? একদম ভুলে গেছি।'

'বলেছিলাম, তোমায় ভালবাসি।'

'তুমি?'

'হ্যাঁ, আমি!'

'মিথ্যুক!'

'ঈশ্বরের দোহাই।'

'প্রমাণ দাও।'

'এর চেয়ে বেশী প্রমাণ দিয়ে আমার আর কাজ নেই।'

'দাওই না, দেখি।'

'কাল রাতে একথা তো বলনি!'

'কাল রাতে তুমি তো কিছু জানতে চাওনি।'

'ওঃ, যত বাজে কথা।'

'তাছাড়া আমাকে জানালেই তো হবে না।'

'সে তোমার করুণা! তবে আর কাকে বলতে হবে?'

'অবশ্যই মাকে।'

সারভিনির ঠোঁটে হাসি।

'তোমার মাকে? ওটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না?'

জোয়েতের মুখ অন্ধকার। সোজা সারভিনির চোখে চোখ রেখে বললো, 'শোনো মাস্বেদ, তুমি যদি সত্যিই আমায় ভালবেসে বিয়ে করতে চাও, তো আগে মাকে বল তারপর আমার মত জানাব।'

তাকে পরিহাস করছে ভেবে এবার সারভিনি সত্যি সত্যি গরম হয়ে উঠলো, 'আমাকে তোমার অন্য সব চাটুকারদের মতই নির্বোধ

ভাব, তাই না মামজেল ?'

'ঠিক বুঝলাম না।'

রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে রুক্ষ গলায় সারভিনি বললো, 'দেখ জোয়েত, তোমার এই বিরক্তিকর ন্যাকামি অনেক তো হলো, এবার একটু ক্ষান্ত দাও দেখি। তুমি যতই অবোধ বালিকা সাজতে চাও না কেন, বিশ্বাস করো, তোমায় একটুও মানায় না। খুব ভাল করেই জান যে তোমায় বিয়ে করার কোন প্রশ্নই ওঠে না—কথাটা হচ্ছে প্রেমের। আগেও বলেছি, এখনও বলছি—তোমায় ভালবাসি, আর এ কথাটা বিশ্বাস করতে পার। এখন আর না বোঝার ভান কোরো না, আর আমাকেও বোকা বানাতে চেষ্টা কোরো না।'

হাত দিয়ে জল কেটে কেটে তারা মুখোমুখি ভেসে ছিল। সেই অবস্থায় কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল থেকে যেন জোয়েত কথাগুলির অর্থ উদ্ধার করতে চেষ্টা করলো, তারপর হঠাৎ লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠলো। তার গণ্ডদেশ থেকে রক্তের ধারা উছলে পড়লো কর্ণমূলে। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সমর্থ বাহুর দ্রুত সঞ্চালনে সে তীরের দিকে ছুটে চললো। তার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সারভিনির হাঁপানোই সার হলো, তার নাগাল পেলো না। কূলে উঠে জোয়েত তার পোশাক নিয়ে সোজা কেবিনে ঢুকে গেল—একবার ফিরেও তাকালো না।

সারভিনি মনমরা, কি যে করবে, বুঝে উঠতে পারলো না। অনেক সময় নিয়ে পোশাক পরতে পরতে চিন্তা করলো কি করা যায়; —ক্ষমা চাইবে, না রাগ পড়া অবধি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবে। কিন্তু সে তৈরী হয়ে দেখলো জোয়েত একাই চলে গেছে। বিরক্ত ও চিন্তাগ্রস্ত সারভিনি ফিরে চললো।

সেভেলের বাহুবন্ধনে মারসিঅনেস উদ্যানের বৃত্তাকার পথে পায়চারী করছিল। গতরাত থেকেই মারসিঅনেস বেশ সাহস সঞ্চয় করেছে। সারভিনিকে দেখতে পেয়ে বেশ সাহস ভরেই বললো, 'দেখতো রোদ্দুরে জোয়েতের শরীর খারাপ করেছে—চোখমুখ লাল টকটক্

করছে, মেয়েটার ভীষণ মাথা ধরেছে। দেখগে বিছানায় পড়ে আছে। তখনই বলেছিলাম, এই রোদে বাইরে গিয়ে কাজ নেই। এতক্ষণ রোদে রোদে টো টো করে এল, ভগবান জানেন—আরও কি কি দস্যিপনা করেছে। মেয়েটার যেটুকু জ্ঞান আছে, তোমার দেখছি তাও নেই!'

জোয়েত ডিনারেও এলো না। বন্ধ দরজার ভেতর থেকে জানিয়ে দিল তার ক্ষিদে নেই—আর সে একাই থাকতে চায়।

দশটার ট্রেনে যুবকদ্বয় ফিরে গেল। জানিয়ে গেল পরের বৃহস্পতিবার আবার আসবে। খোলা জানালার কাছে বসে রইল মারসিঅনেস। নির্জন শান্ত রাত্রির বাতাসে ভেসে এলো দূরের লা গ্রেনোইলেরের নৃত্য গীতের মন মাতানো বাজনার রেশ।

ওস্তাদ ঘোড়সওযারের মত প্রেমের ব্যাপারে অভিজ্ঞ মারসিঅনেসের মনেও মাঝে মাঝে জ্বরের মত হৃদয়দৌর্বল্য উপস্থিত হয়। কামাভিলাষ তখন তার তনুমন সম্পূর্ণ বিবশ করে দেয়। হৃদয় হয় অশান্ত, উতলা, মাতাল। প্রচণ্ড নাটকীয় খামখেয়ালিপনায় অন্তর ভরে ওঠে।

শুধু দেহের বেসাতির জন্যেই যেন তার জন্ম। নিজের অজ্ঞাতসারেই কখন ভালবাসা মূলধন করে সমাজের নীচের তলা থেকে ওপর তলায় উঠেছে। জীবন সংগ্রামে পশুদের ধূর্ততা যেমন সহজাত, তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় চুম্বন আর মুদ্রার মধ্যে কোন ব্যবধান না করে সে আশ্চর্য ক্ষমতাবলে অগ্রসর হয়েছে। তার বাহুবন্ধনে ধরা দিয়েছে অসংখ্য প্রেমিক, কিন্তু কারও প্রতি বিশেষ ভাবে অনুরক্ত বা বিরক্ত সে হয়নি কখনও। পথচারীর যেমন খাদ্যের বাছবিচার নেই কেননা সে জানে, তাকে বাঁচতে হবে—তারও কোন বিচার ছিল না। প্রত্যেকের আলিঙ্গন সে শান্ত চিত্তে অসীম ধৈর্যে বরণ করে নিয়েছে। কিন্তু মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম ঘটে। এক এক জন তার দেহ মনে বহ্নি প্রজ্বলিত করে দেয়, সে জ্বলতে থাকে। বিশেষ কোন প্রেমিকের

স্পর্শে সে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস দগ্ধ হতে থাকে। সেই-গুলোই তার জীবনে সুখের দিন। তখন সে এক কল্পলোকের ভাবনায় বিভোর হয়ে প্রেমের স্বর্গ রচনা করেছে। প্রেম-সুরায় উন্মত্ত উত্তেজিত মার্বসিঅনেস নিজেকে সঁপে দিয়েছে প্রেমের বন্যায়—মহাসুখে গা এলিয়ে ভেসে গেছে ভালবাসার টানে—ভেবেছে আসে আসুক মৃত্যু। এ যেন আত্মহত্যার নিমিত্ত সমুদ্রের বুকে আত্মসমর্পণ। কতদিন কত ভিন্ন প্রকৃতির লোকেব কথা ভেবে নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে সারারাত ধরে স্বপ্ন রচনা কবেছে—সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলে সে খুবই অবাক হবে। তবু প্রতিবারেই নতুন অনুভূতির রং লেগেছে মনে।

এবারের স্বপ্ন সেভেলকে ঘিরে। তাব উজ্জ্বল স্মৃতিতে অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত, হৃদযে সুখের আবেশ। সেভেল তাকে জয় করে নিয়েছে, তার প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছে।

পেছনে শব্দ শুনে সে ফিরে তাকালো। উল্টোদিকের খোলা জানালায় ভর দিয়ে দাঁড়িযে জোয়েত। সারাদিনের পরে-থাকা পোশাক মলিন, তার রাঙ্গা চোখ ত্বটোয় পরিশ্রমের সুস্পষ্ট ছাপ। সে বললো, 'আমার কয়েকটা কথা ছিল।'

একটু অবাক হয়ে মা মেয়ের দিকে তাকালো। কন্যার প্রতি তার ভালবাসা একেবারে নিঃস্বার্থ নয। সম্পদের জন্য ধনীর গর্ব, আর তার গর্ব মেয়ের রূপের জন্য। সে নিজেও রূপসী। তাই ঈর্ষার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু তার মনে যে ভাবনা স্বাভাবিক, তার বাস্তব রূপায়ণে যেন ততটা আগ্রহ নেই; তবে মেয়ের মূল্য না বোঝার মত এত কম বিচক্ষণও তাকে ভাবা উচিত নয়।

মারসিঅনেস বললো, 'হ্যা, মা, কি বলবি বল, আমি শুনছি।'

জোয়েত যেন চোখ দিয়েই মায়ের মন পড়ে ফেলবে—এমনি জ্বলন্ত দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে বললো, 'এক্ষুনি একটা অবাক কাণ্ড ঘটে গেছে।'

'কি ঘটেছে?'

'মসিয়ো হু সারভিনি বলেছে, সে আমায় ভালবাসে।

কিছুটা অশান্ত চিত্তে মা প্রতীক্ষা করলো। কিন্তু জোয়েতকে নীরব থাকতে দেখে বললো, 'কি ভাবে কথাটা পাড়লো—খুলে বল দেখি!'

মায়ের পায়ের কাছে গুটি সুটি বসে আহুরে ভঙ্গীতে তাকে জড়িয়ে ধরে বললো. 'ও আমায় বিয়ে করতে চায়।'

এর চেয়ে বিস্ময় আর নেই, এমনি করে মা বলে উঠলো, 'সারভিনি? তুমি কি পাগল হয়েছ?'

মায়ের বিস্ময় আর ভাবনার প্রতিটি রেখা পাঁতি পাঁতি করে খুঁজে নেবার জন্য জোয়েত তার মুখ থেকে এক মূহর্তের জন্যও দৃষ্টি শিথিল হতে দিলো না। গম্ভীর গলায় শুধালে, 'কেন, এতে পাগলামীর কি দেখলে! মসিয়ো হু সারভিনি কি আমায় বিয়ে করতে পারে না?'

বিব্রত মারসিঅনেস আমতা আমতা করে জবাব দিলো, 'এ বোধ-হয় ঠিক নয়। কোথাও ভুল হয়েছে। তুমি শুনতে ভুল করেছ, অথবা ঠিক ঠিক বুঝতে পারনি। মসিয়ো হু সারভিনির মত বড়লোক তোমায় বিয়ে করবে না, আর এমন একজন গোঁড়া প্যারিসিয়ান আদৌ বিয়ে করবে কিনা সন্দেহ।'

জোয়েত ধীরে ধীরে উঠে দাড়ালো। বললো, 'কিন্তু ও যদি ভালবাসে, ও যেমন বলে থাকে?'

অধৈর্য হয়ে মারসিঅনেস বলে উঠলো, 'এ সব ধারণা মনে স্থান না দেওয়ার মত যথেষ্ট বয়স আর বুদ্ধি তোমাব হয়েছে বলেই আমার ধারণা ছিল। সারভিনি এ জগতের লোক আর নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে খুবই সচেতন। ও সমাজ এবং অর্থকৌলিন্য দেখেই বিয়ে করবে। তোমাকে বিয়ের কথা বলে থাকলে তার অর্থ হলো সে চায়···সে চায়···।'

নিজের সন্দেহটি ভাষায় প্রকাশ করতে না পেরে কিছুক্ষণ চুপ

করে থেকে পরে বললো, 'যাও শোও গে, আমায় একটু নিরালা থাকতে দাও।'

যা জানতে এসেছিল—যেন জানা হয়ে গেছে এমন বিনীত ভাবে তরুণী বললো, 'আচ্ছা মা,'—মায়ের কপালে চুমু খেয়ে সে চলে গেল। দরজার কাছে পৌঁছতে মারসিঅনেস ডেকে বললো, 'শরীরটা এখন ভাল আছে তো?'

'আমার শরীর বরাবরই ভালো আছে। ওই ব্যাপারটার জন্যে মনটা খুব খারাপ ছিল।'

মারসিঅনেস জানালো, 'এ সম্বন্ধে পরে আরও কথা বলা যাবে। কিন্তু এখন থেকে কিছুদিন একা একা ওর সঙ্গে কোথাও যেও না। এটা নিশ্চিত জেনে রেখো, ও কখনও তোমায় বিয়ে করবে না, বুঝেছ? ও শুধু তোমাকে চায়......একটা বোঝাপড়ার জন্যেই চায়।'

অনেক চেষ্টায় মনের ভাব এইভাবেই সে ব্যক্ত করতে পারলো। জোয়েত নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। মাদাম ওবারদি আবার অতীত চিন্তায় ডুব দিলো।

দীর্ঘদিনের বিলাসবহুল উচ্ছল আনন্দময় জীবনে অভ্যস্ত মারসি-অনেস অযথা মন ভারাক্রান্ত করতে চায় না। পাছে দুঃখ পায়, তাই নানা রকম চিন্তা এতদিন জোর করে ঠেকিয়ে রেখেছে। এইজন্য জোয়েতের ভবিষ্যৎ কখনও ভাবেনি। সময় এলে ভাবা যাবে---এই মনে করে নিশ্চিন্ত থেকেছে। সমাজ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে সম্ভ্রান্ত ধনীর ঘরে তার মেয়ের বিয়ে হবে না। অভাবনীয় জোর বরাত থাকলে আলাদা কথা, নয়ত দুঃসাহসী প্রেমের মন্ত্রবলে সিংহাসন লাভের কাহিনীও তো শোনা যায়! এমন সব সম্ভাবনায় সে বিশ্বাস করে না। কিন্তু নিজে আসরে না নেমে কি ভাবে কাজ হাসিল করা যায়, এই চিন্তাই এখন তাকে পেয়ে বসল।

মেয়েকেও তারই পথ বেছে নিতে হবে। তাকেও হতে হবে প্রেমের শিখা; নয়ই বা কেন? কিন্তু কবে কি ভাবে তা সম্ভব হবে

—একথা নিজের মনেও যাচাই করার সাহস তার হয়নি। আর আজ মেয়ে আচমকা এমন এক প্রশ্ন করে বসল, হুট্ করে যার জবাব দেওয়া যায় না। এমন জটিল, সূক্ষ্ম অথচ বিপজ্জনক ব্যাপারে চট্ করে কোন সিদ্ধান্ত করা উচিতও নয়। আর মেয়ের সামনে এই সব সম্বন্ধে মাকে একটু বিব্রত হতে হয়। মারসিঅনেসও ব্যতিক্রম নয়।

জীবনে তার অভিজ্ঞতা হয়েছে যথেষ্ট। মানুষ চিনতে ভুল করে কমই, বিশেষ করে সারভিনির মত মানুষ। তার বৈষয়িক বুদ্ধি সাময়িক ভাবে নিস্তেজ হতে পারে, কিন্তু কখনও পুরোপুরি উবে যায়নি। সারভিনির আসল উদ্দেশ্য ধরতে তার অসুবিধা হয়নি। তাই জোয়েতের কথা শুনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'সারভিনি তোমায় বিয়ে করবে, তুমি কি পাগল হয়েছ ?'

এই শহুরে শয়তানটির সেই পুরানো চাল চালবার পেছনে কি মতলব আছে ? এর পর ও কি করবে ? আর এই অবুঝ মেয়েটাকেই বা আর কিভাবে সচেতন করে দেওয়া যায় ? প্রয়োজন হলে ওকে রক্ষা করার উপায় কি ? এতটা বয়েস হলো, তবু একটুও বুদ্ধি হয়নি, এখনও এত বোকা আর ছেলেমানুষ—এ কথা কেই বা বিশ্বাস করবে ?

মানসিক উত্তেজনায় মারসিঅনেস কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ক্লান্ত, অবসাদ-গ্রস্ত। এই জটিল পরিস্থিতিতে সে বিচলিত হয়ে পড়লো। অবশেষে মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত করলো, ঠিক আছে, এবার থেকে ওদের ওপর প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে, তারপর রোগ বুঝে চিকিৎসা। দরকার হলে সারভিনিকে দু'চার কথা বলতে হবে—ওর যা সূক্ষ্ম অনুভূতি, সামান্য মুখ খুললেই বুঝতে পারবে।

সে কি বলতে পারে, কি জবাব শুনতে হবে অথবা কোন ধরনের বোঝাপড়া করতে হবে—এ সব কিছুই সে ভাবলো না। আপাতত দুরূহ সমস্যার একটা সমাধান খুঁজে পেয়েছে মনে করে সে মহাসুখী। তাই আবার প্রিয়তম সেভেলের স্বপ্নে তলিয়ে গেল। রাত্রির অন্ধকার

ভেদ করে তার দৃষ্টি চলে গেল আবছা উজ্জ্বল কুয়াশায় ঢাকা প্যারিসের দিকে। দু' হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে যেন ওই মহানগরীকে আলিঙ্গন করবে—অসংখ্য চুম্বনে ওর ললাট ভরে দেবে। আঁধার পথে একের পর এক চুম্বন-দূত ছুটে চলল বিরহিণী প্রিয়ার বারতা নিয়ে। অস্ফুট স্বরে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলো, 'আমি তোমায় ভালবাসি, তোমায় ভালবাসি।'

তিন

জোয়েভের চোখেও ঘুম নেই। তার মায়ের মতই উন্মুক্ত বাতায়নে কনুই রেখে বসে আছে। আঁখি ভরে গেছে জলে—তার জীবনের প্রথম বেদনার অশ্রুবিন্দু। দুঃখ বেদনাহীন সুখী পরিবেশে সে বড় হয়ে উঠেছে। সে ছিল আত্মপ্রত্যয়শীল উজ্জ্বল এক যৌবন। কেন এই দুঃখ, চিন্তা আর আত্মবিশ্লেষণ? তার বয়সী অন্য মেয়েদের মত কেন সে থাকতে পারবে না? কেন সন্দেহ, ভয় আর জ্বালাময় চিন্তায় সে ভুগবে? সব ব্যাপারেই সে থাকে বলেই কি? তার বন্ধু-বান্ধবদের চলন, কথাবার্তার ধরন আর স্পষ্টবাদিতা সেও অনুকরণ করে বলেই কি? অথবা সব কিছু জানার ভান করেছে বলে তার এই দশা? তার গুছিয়ে বলা সুন্দর কথার মালা কোন পরিপক্ক মনের অভিব্যক্তি নয়, বরং নারী মনের স্বভাবসিদ্ধ অনুকরণস্পৃহা থেকেই সম্ভব হতো। আসলে সদ্য কনভেন্ট আগত বালিকার মতই তার জ্ঞান ছিল অপরিপক্ক। শিল্পী বা সঙ্গীতজ্ঞের বালক পুত্র যেমন শিল্প বা সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করে, তার প্রেম সম্পর্কে ধারণাও ছিল সেই ধরনের। তাদের ঘরে উচ্চারিত যত সব প্রেমের প্রলাপের পেছনে কোন রহস্য আছে বলে সে হয়ত আঁচ করতে পারতো, কিন্তু তার সামনেই এমন ভাবে হাসি ঠাট্টা, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হতো যে তার অজ্ঞতার অন্ধকার ঘুচবার সুযোগ কোনদিনই হয়নি। কিন্তু প্রতিটি

ঘর যে তাদের মত নয়, এ কথা তাকে কে বলে দেবে? সম্ভ্রান্ত মহিলার মত সবাই তার মায়ের হাতে চুমু খেত। তাদের সব বন্ধুরাই নামকরা, প্রত্যেকেই ধনী। সকলেই রাজপুত্র অথবা রাজপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুরে কথা বলে। মারসিঅনেসের ঘরে কবে দু'জন সত্যিকারের রাজপুত্রের পদধূলি পড়েছে সন্ধ্যেবেলায়—একথা কেই বা তাকে বোঝাবে?

তাছাড়া স্বভাবতই ও ছেলেমানুষ। কোন কিছু তলিয়ে দেখা তার ধাতে সয় না। লোক চরিত্র বুঝতে তার মায়ের মত তার বিচক্ষণতা ছিল না। সাধারণ অনুভূতিসম্পন্ন, মোটামুটি সুখী লোক যেমন ধীর স্থির সহজ জীবন যাত্রায় প্রতিপদে হিসেব করে চলে—অবস্থার একটু হেরফেরে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে—তার এসবের বালাই ছিল না। তার ছিল শান্তিময় দিন যাপন—কানায় কানায় ভরা এক পরিপূর্ণ জীবন। আর আজ সামান্য একটি মাত্র কথায়—অর্থ না বুঝেও যার নিষ্ঠুরতা তার বুকে বিঁধেছে, এক মুহূর্তে সারভিনি এমন এক অস্বস্তি এনে দিলো, যা ক্রমেই এক যন্ত্রণাময় ভীতিতে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে।

সারভিনির কথায় বিক্ষত-চিত্ত জোয়েত আহত জন্তুর মত তার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল। ঐ কথার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বোঝার জন্য বার বার কথাগুলো মনে মনে আউড়েছে, 'খুব ভাল করেই জান যে তোমার বিয়ে করার কোন প্রশ্নই ওঠে না, কথাটা হচ্ছে প্রেমের।'

এ কথার অর্থ কি? কেন এই অপমান? এর পেছনে নিশ্চয়ই এমন কোন লজ্জাকর গোপন সংবাদ আছে, যা তার অজানা। কিন্তু কি হ'তে পারে? যাই হোক ব্যাপারটা কলঙ্কময় আর বন্ধুর এই ব্যবহারও বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কিছু নয়—এই উপলব্ধিতে তার মন অত্যন্ত দমে গেল। যতই ভেবেছে, সংশয়, ত্রাস, দুঃখ এসেছে ভিড় করে, কান্না এসেছে বুক ছাপিয়ে।

তার অনাবিল শিশু অন্তর এক সময় শান্ত হলো। বইয়ে পড়া যত সব আজগুবি কাহিনীর সঙ্গে নিজের অবস্থার সাদৃশ্য খুঁজে বেড়ালো। বইয়ে তো কত কাহিনীই সে পড়েছে, কত হৃদয় বিদারক উপাখ্যান, ভাগ্যের আমূল পরিবর্তনের গল্প, তার এই রহস্যময় জীবনটাও যদি কোন অত্যাশ্চর্য শক্তির অমোঘ টানে সুন্দর ভবিষ্যতের সন্ধান পায়!

ক্রমে ব্যথা ভুলে সে স্বপ্নে মশগুল হলো। যত সব অলীক কল্পনায় মন মেতে উঠলো। তার ভারি আনন্দ হলো। সে কি কোন রাজকন্যা? কোন রাজা, সম্ভবত ভিক্তর ইমানুয়েলই তার মাকে ভালবেসে ছিনিয়ে এনেছেন, আর পরে রাজপরিবারের রোষ থেকে রক্ষা পাবার জন্য দূরে সরে থাকতে বাধ্য হয়েছেন! অথবা সে কোন বিখ্যাত দম্পতির অবাঞ্ছিত মিলনের ফসল—মারসিঅনেস হয়ত কুড়িয়ে এনে নিজের সন্তানের মত মানুষ করেছে! আরও অজস্র ধারণা বানের জলের মত হুড়মুড় করে এসে পড়লো, কোনটা মনে স্থান পেল, কোনটা আপনিই বাতিল হয়ে গেল। মনোরম বিষাদে হৃদয় ভরে গেল। এক রহস্যময় উপন্যাসের নায়িকার আসনে নিজেকে বসিয়ে, জাহির করবার মত এক সম্ভ্রান্ত কৌলিন্য নিজের ওপর আরোপ করে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

তার কল্পলোকের নায়িকার ভূমিকা সে মনে মনে অভিনয় করলো। মনে হলো সে যেন স্ক্রাইব অথবা জর্জ সান্দ-এর উপন্যাসের নায়িকা। তাহলে তার জীবন হবে গভীর একাগ্রতা, গর্ব, আত্মত্যাগ আর সুন্দর সুন্দর কথার মিলিত ফলশ্রুতি। এই নতুন ধারণায় তার হৃদয় উথলে উঠলো।

সারাটা বেলা সে ভেবেছে কি করে মায়ের কাছ থেকে প্রকৃত সত্য জেনে নেওয়া যায়।

এই সব বিষাদময় কাহিনীর উপযুক্ত পরিবেশ রাত। তাই রাত এলে পর সে ভেবে চিন্তে একটি ছোট্ট ফন্দি আঁটলো, এই চাল চেলে

সে মারসিঅনেসের কাছ থেকে ঠিক আসল কথা বের করে নিতে পারবে। সেই ফন্দি হচ্ছে—মারসিঅনেসকে কিছু ভাববার অবসর না দিয়েই বলে ফেলবে যে সারভিনি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। এতে মাদাম ওবারদি যদি বিস্মিত হয়ে কোন কথা বলে ফেলে, তবেই জোয়েতের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

পরিকল্পনা কাজে রূপান্তরিত করতে দেরি হলো না। সে ভেবেছিল তার মা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ভাবে গদগদ চিত্তে প্রতিবাদ করবে, আর অশ্রু সজল কণ্ঠে সব বলে ফেলবে।

কিন্তু আশ্চর্য হলো সে নিজেই। একটু বিচলিত ভাব ছাড়া তার মায়ের আচরণে বিস্ময় বা দুঃখের কোন লক্ষণ প্রকাশ পেলো না। বিরক্ত-গলায় আমতা আমতা জবাব শুনেই জোয়েতের সদ্য-জাগ্রত নারীমন স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে বুঝে নিলে তার জীবনের রহস্য তার ধারণার চেয়েও গভীর লজ্জাময়। আর এও বুঝলো, জেদা-জেদিতে কোন লাভ হবে না, বুদ্ধি খাটিয়ে তাকে নিজেই সব উদ্ধার করতে হবে। এতক্ষণে দুর্ভাগ্যের বাস্তব দিকে তার নজর পড়লো। ভীত দুঃখিত জোয়েত নিজের ঘরে ফিরে এলো। কি থেকে কি ঘটে গেল, সে কিছুই জানে না, কিন্তু মনে হলো আর কোনো আশাই নেই, জানালার গরাদ ধরে অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলো।

স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে, রহস্য আবিষ্কারের বাসনা অন্তর্হিত, দীর্ঘ সময় শুধুই নীরব কান্না। ধীরে ধীরে দুচোখের পাতায় শ্রান্তি ঘনিয়ে এলো। চোখ আপনিই বুজে এলো। কাপড় ছাড়া হয়নি, বিছানায় শোওয়া হয়নি, তাই গভীর ঘুমের প্রত্যাশা করা যায় না। ঘুমের ঝোঁকে করতলে রাখা মাথাটি বার বার নেতিয়ে পড়ছে, আচমকা ধাক্কা লেগে নিদ্রা টুটে যাবার যোগাড—তবু ওই ভাবেই অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে নিল জোয়েত। অবশেষে শেষ রাতের কনকনে হাওয়া গায়ে লাগতে জানালা ছেড়ে সে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

পরের দিন সারা দিনমান গম্ভীর, বিষণ্ণ। কিন্তু চোখ কান

খোলা রাখলো, সব কিছু খুঁটিয়ে বিচার করবার জন্য মন রইল সদা সতর্ক। তার পরিচিত পরিবেশের ওপর যেন এক নতুন আলোকের আভাস। আর এতদিন যাদের ওপর আস্থা ছিল, এমন কি তার মায়ের ওপরও অবিশ্বাস ঘনিয়ে এলো। পুরো দুটো দিন তার কাটলো যত রকম আন্দাজ বিশ্লেষণে। কল্পনার বন্যা সে সংযত করলো না। বুধবার দিন আটঘাট বেঁধে গোয়েন্দাগিরিতে অবতীর্ণ হবার সঙ্কল্প করলো। বৃহস্পতিবার এলো কোন অভিজ্ঞ গোয়েন্দার চেয়েও অধিকতর ধূর্ততার সঙ্গে সমগ্র জগতের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামার জন্য তৈরী হয়ে রইল। মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করলো, 'শুধু আমিই একা।' তার চিন্তা করতে থাকলো কি করে ওদের স্পষ্ট চেনা যায় আর হৃদয়ে খোদাই করে রাখা যায়।

সারভিনি ও সেভেল এলো দশটার গাড়িতে। কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে গাম্ভীর্য বজায় রেখে পাকাটিক ভঙ্গীতে জোয়েত বললো, 'সুপ্রভাত মাস্কেদ, কেমন আছো?'

'ধন্যবাদ, তুমি ভালো তো?' মনে মনে ভাবলো—এখন আবার কি খেলা খেলবে কে জানে!

মারসিঅনেস সেভেলের হাত ধরেছে, জোয়েত সারভিনির। উদ্যানের বৃত্তাকার পথ ধরে তারা পায়চারি করছে। কখনও যুগল মূর্তি ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য আবার কখনও দেখা যাচ্ছে জোড়ায় জোড়ায়।

জোয়েতের সঙ্গীটি বকে চলেছে, কিন্তু জোয়েত নিরুত্তর। যেন তার কানে কিছু ঢুকছে না। সে যেন গভীর মনোযোগে পথ দেখে চলছে। হঠাৎ সে প্রশ্ন করে বসলো, 'তুমি কি সত্যিই আমার বন্ধু, মাস্কেদ?'

'অবশ্যই, মামজেল।'

'কিন্তু যথার্থ খাঁটি—সত্যিকারের?'

'সখী, যথার্থই—একেবারে খাঁটি। দেহমন তোমাতেই সমর্পিত।'

'একবারের জন্যেও মিথ্যা বলবে না, অন্তত বারেকের জন্যে ?'

'কেন, প্রয়োজন হলে দ্বিতীয়বার আর মিথ্যা উচ্চারণ করবো না।'

'খাঁটি সত্যি কথা, নেহাত অপ্রিয় হলেও বলবে ?'

'নিশ্চয়ই, মা'মজেল।'

'আচ্ছা তোমার প্রিন্স ক্রাভালো সম্বন্ধে কি ধারণা—সত্যি, সত্যি, সত্যি করে বলবে।'

'হায় ভগবান।'

'এই যে মিথ্যে বলার জন্যে তৈরী হচ্ছো।'

'না ঠিক কি বলবো, কোন্ কথাটা বললে ঠিক বোঝাতে পারব তাই ভাবছি। যাক্ গে, শোনো প্রিন্স একজন রাশিয়ান, সত্যিকারের রাশিয়ান। ওর জন্ম রাশিয়াতে, কথা বলে রুশ ভাষায়, সম্ভবত একটি পাশপোর্ট যোগাড় করে ফ্রান্সে এসেছে। তার সম্বন্ধে মিথ্যা কিছুই নেই, শুধু নাম এবং উপাধিটি ছাড়া।'

জোয়েত সোজাসুজি তার দিকে তাকাল। 'তুমি বলতে চাও ও একজন…একজন'……

কিছুক্ষণ সঙ্কোচের দোলায় দোলায়িত সারভিনি মন স্থির করে বললো, 'একজন ভাগ্যান্বেষী বলতে পারো।'

'ধন্যবাদ। আর কাভেলিআর ভলরেলিও বোধহয় সেই দলে ?'

'ঠিকই আন্দাজ করেছ।'

'আর মসিয়ো দ্য বেলভিনো ?'

'ও কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। গোয়ার হলেও ভদ্রলোক। মোটামুটি সম্ভ্রান্ত—কিন্তু আগুনের কাছে গিয়ে পাখা দুটো হারিয়েছে।'

'আর তুমি ?'

সারভিনির নিঃসংকোচ জবাব। 'আমি ? আমাকে সোজা ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় একটি উৎফুল্ল সারমেয়। সম্ভ্রান্ত বংশের একজন অবিবাহিত যুবক—উপহাসে পরিহাসে যার এককালীন বুদ্ধি ব্যয়িত, বোকামীতে আর রাজ্যের যত বাজে

কাজে স্বাস্থ্য ও সর্বস্ব অপগত। এত সব হারিয়ে যা পেয়েছি তা হচ্ছে জীবন সম্বন্ধে কিছুটা অভিজ্ঞতা, অন্ধ সংস্কার থেকে মুক্তির স্বাধীনতা, মানুষের ওপর—স্ত্রীজাতিও বটে—ঘৃণা—নিজের কৃতকর্মের অসারতা সম্বন্ধে জ্ঞান এবং জগতের যত বাজে লোকেদের সহ্য করবার ক্ষমতা। এখনও আমার মধ্যে সততা উঁকিঝুঁকি দেয়, তুমি হয়ত লক্ষ্য করে থাকবে। আর এখনও ভালবাসার কিছুটা যোগ্যতা আমার অবশিষ্ট আছে, ইচ্ছে থাকলে তুমি হয়ত বুঝেছো। এই সব দোষ গুণ নিয়ে আমি তোমার সদিচ্ছার কাছে নিজেকে সঁপে দিলাম—তোমার যা ইচ্ছা তুমি করতে পারো। ব্যস্ আমার কথাটি ফুরোলো।'

জোয়েত হাসল না। গভীর মনোযোগের সঙ্গে সারভিনির কথাগুলোর মর্মোদ্ধার করতে সচেষ্ট হলো।

'কাউন্তেস লামিয়ে তোমার কেমন মনে হয়?' —জোয়েতের জিজ্ঞাসা।

'কোনো মেয়ের সম্বন্ধে আমার মতামত না জানানোই ভাল।'

'কোন মেয়ের সম্বন্ধেই নয়?'

'না, কারও সম্বন্ধেই নয়।'

'তার মানে, ওদের সম্বন্ধে তোমার ধারণা খুবই খারাপ। এখন ভেবে দেখ দেখি কোন ব্যতিক্রম চোখে পড়েছে কিনা?'

তার সারাক্ষণের সঙ্গী সেই তাচ্ছিল্যের হাসিটি মুখে মেখে, বাঁচার বিরুদ্ধে তার অস্ত্র, তার সর্বশক্তি সেই বেপরোয়া ভাবটি বজায় রেখে সারভিনি বলে উঠলো; 'বর্তমান সঙ্গীটি সর্বদাই এর ব্যতিক্রম।'

কিছুটা আরক্তিম জোয়েত স্পষ্ট স্বরে প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা, তবে আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি?'

'জানতেই হবে? ঠিক আছে, তবে শোনো। একজন সুরুচি-সম্পন্না, অভিজ্ঞা, যদি রাগ না করো তো বলি—যথেষ্ট সাধারণ জ্ঞানের অধিকারিণী। দক্ষতার সঙ্গে ছলনার মুখোশ পরতে জান,

অন্যকে অপদস্থ করে মজা দেখ, টোপ ফেলে ধৈর্য ধরে ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে জান।'

'এই সব'—জোয়েতের জিজ্ঞাসা।

'ব্যস্—এই'—সারভিনির উত্তর।

'তোমার এই ধারণাগুলো পাল্টাতে হবে মাস্কেদ,' গম্ভীর গলায় এই মন্তব্য করে জোয়েত তার মায়ের কাছে রওনা হলো।

তার মা তখন মাথা নুইয়ে শ্লথ গতিতে এমন বিভোর ভাবে হাঁটছে, যেন কোন মধুর গুঞ্জনে রত। সেভেলের দিকে না তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে অনর্গল কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে, ছড়িয়ে মারসিঅনেস হাঁটছে আর মাঝে মাঝে রোদ প্রতিরোধের রঙিন চশমার মধ্য দিয়ে শূন্যে কি চিত্র এঁকে চলেছে—হয়ত সেও কোন অঙ্কন মালা। শক্ত দৃঢ় বাহুর বন্ধনে দেহের একপাশে সজোরে তাকে বেঁধে রেখেছে দীর্ঘকায় সেভেল। সে দিকে নজর পড়তেই জোয়েতের মনে একটা সন্দেহ বিদ্যুতের মত চমকে উঠলো। এ যেন অর্ধ উপলব্ধ কোন শারীরিক বেদনার অনুভূতি—যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যেন বাত্যাতাড়িত মেঘের ছায়া—ভূপৃষ্ঠে পড়েই দ্রুত মিলিয়ে গেল।

খাবার ঘণ্টা বাজল। চারদিক নিস্তব্ধ, বিষাদময়।

বাতাসে ঝড়ের পূর্বাভাস। দিগন্তে কালো মেঘের পাহাড় থমকে আছে, কিন্তু পেছনে ওৎ পেতে আছে ঝঞ্ঝা। বারান্দায় বসে কফি খাবার সময় মারসিঅনেস বললো, 'জোয়েত সোনা, তোমার বন্ধুকে নিয়ে আজও বেড়াতে যাচ্ছ তো? আজকের আবহাওয়া সত্যিই মনে বেড়াবার মত।'

দ্রুত এক পলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে জোয়েত জবাব দিলো: 'না মা, আজ আর বাইরে বেরোব না।'

একটু দমে গিয়ে মারসিঅনেস বোঝাতে চেষ্টা করলো: 'আজ বরং একটু ঘুরেই এসো। তোমার শরীরের পক্ষে সেটা ভালই হবে।'

জোয়েত সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো : 'না মা, আজ আমি ঘরেই থাকব, কেন তা তো তুমি জানই—সেদিন তোমায় সবই বলেছি।'

সেভেলকে একা পাবার তাগিদে মাদাম ওবারদির এই বিস্মরণ। কিছুক্ষণের নিরিবিলির বাসনা তাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছিল। এবার লজ্জা পেয়ে সসঙ্কোচে বললো : 'ঠিক বলেছো, ওকথা আমার মনেই ছিল না। কি জানি বাবা, আজকাল আমার স্মরণ শক্তির কি হয়েছে !'

কাপড়ে সুতোর ফুল-তোলা জোয়েতের ভাষায় 'জনকল্যাণকর' কাজ। অবশ্য বছরে পাঁচ ছ'বারের বেশী এই কল্যাণ করার কথা তার মনে পড়ে না। আজ মাত্রাতিরিক্ত বিরক্তির মুহূর্তে মায়ের পেছন দিকে একটি নীচু চেয়ারে সে সেলাই নিয়ে বসে গেল।

আর যুবকটি ডেক চেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে সিগারেট ধরালো।

অলস সময় যেন আর কাটতে চায় না। মেয়ের হাত থেকে নিস্তার না পেয়ে অধৈর্য মারসিগনেস ঘন ঘন সেভেলের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চললো। এড়িয়ে যাবার কোন উপায় না দেখে অস্থির চিত্ত মারসিগনেস সার্ভিনিকে বললো : 'প্রিয় ডিউক, তুমি তো জানই আজকের রাতটা তোমরা এখানে থাকবে। কাল সবাই মিলে শাতুর ফোরনাইজ রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খাওয়া হবে।'

ইশারা বুঝতে পেরে সার্ভিনি অভিবাদন করে সহাস্যে বলে উঠলো, 'আপনার কথা মতই হবে, মাদাম।'

আসন্ন ঝড়ের করাল ছায়াতলে ধীর অস্বস্তির মধ্যে দিন ফুরিয়ে এলো। ক্রমে ডিনারের সময় হলো। একটি কুটিল কালো মেঘের ভারে আকাশ নুয়ে পড়েছে। বাতাসের গতি স্তব্ধ।

নিঃশব্দে সমাধা হলো সান্ধ্যভোজ। কিসের অস্বস্তি, সংযম ও সংশয় যেন এক জোড়া নারী এক জোড়া পুরুষের মুখে কুলুপ এঁটে দিয়েছে। টেবিল পরিষ্কারের পরও তারা বারান্দা ছেড়ে গেল না

—কথা হলো মাঝে মাঝে দুটো একটা। ক্রমে নেমে এলো জমাট রাত্রি। অকস্মাৎ বাঁকাচোরা বজ্র রেখায় দিগন্ত বিদীর্ণ হলো আর অন্ধকারের বুকে তীব্র আলোর ঝলকে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে গেল। তারপর শোনা গেল দূরাগত অস্পষ্ট গুন্‌গুন্‌ ধ্বনি, পুলের ওপর দিয়ে গাড়ি গেলে যেমন হয়। আকাশের উত্তাপ আরও বেড়েছে, বাতাস হয়েছে আরও স্তব্ধ, রাত্রি হয়ে উঠলো আরও নিথর নিবিড়।

জোয়েত উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি শুতে চললাম, ঝড় দেখলেই আমার গায়ে জ্বর আসে।'

মায়ের চুম্বনের জন্য ললাট এগিয়ে দিলো, ভদ্রলোক দুজনের দিকে হাত বাড়িয়ে শুভ রাত্রি জানিয়ে বিদায় নিল।

ঠিক বারান্দার ওপরেই তার ঘর। তার দরজা বরাবর প্রকাণ্ড বাদাম গাছটার পাতার ফাঁকে ফাকে সবুজ আলো আছড়ে পড়লো। সেই আলোকিত পত্রগুচ্ছের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সারভিনির মনে হলো একটি ছায়া যেন তাকে অতিক্রম করে গেল।

হঠাৎ আলো নিভে যেতেই মারসিঅনেস স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললো, 'কন্যা আমার শুয়ে পড়লেন।'

সারভিনি উঠে দাঁড়ালো।

'মারসিঅনেস অনুমতি দিলে আমিও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করি।' বলে মারসিঅনেসের হস্ত চুম্বন করে সেও অদৃশ্য হলো।

অন্ধকারে সেভেল আর মারসিঅনেস। ভুজপাশে ধরা দিতে দেরি হলো না, পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ, তন্ময়। তারপর সেভেলের বাধা সত্ত্বেও তার সামনে নতজানু হয়ে বসে মারসিঅনেস বিড়বিড় করে বললো, 'বিদ্যুতের আলোয় তোমায় দেখবো।'

এদিকে জোয়েত নিজের ঘরে বাতি নিভিয়ে দিয়ে খালি পায়ে ব্যালকনিতে বেরিয়ে এলো। সকালবেলাকার সেই বাগানের অনুভূতি

নিয়ে সে নীচের কথা শুনতে চেষ্টা করলো। ঠিক মাথার ওপরে বলে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না, তবে মৃদু কথার আওয়াজ কানে এলো। কিন্তু তার নিজের বুকের সোরগোল আর অস্ফুট শব্দ তরঙ্গ মিলে মিশে একাকার হয়ে কানে ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল, সে কিছুই শুনতে পেলো না। তার ঘরের সোজাসুজি আরেকটা জানালা বন্ধ। তার মানে সারভিনি শুয়ে পড়েছে। নীচে সাথী সহ তার মা একা।

দ্বিতীয়বার তড়িৎ প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভূ-প্রকৃতি ক্ষণিক আলোকে সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। গলিত সীসার স্রোতের মত নদী যেন কোন অবাস্তব কল্পরাজ্য দিয়ে বহমান। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি স্বর কানে এলো, 'তোমায় ভালবাসি।' আর কোন সাড়া নেই। জোয়েতের শরীরে শিহরণ খেলে গেল, ভয়াল এক দুঃস্বপ্নের সাগরে চেতনা বিলুপ্ত হলো। অনন্ত নিস্তব্ধতায় পৃথিবী সমাচ্ছন্ন—যেন কবরখানার নিথর নীরবতা। তার দম আটকে গেল, অজানা এক ভয়ঙ্কর কিছু যেন তার ফুসফুসে চেপে বসেছে। উদ্দাম দামিনীর দ্যুতিতে দিগন্ত ঝলসে উঠলো, তারপর আবার, আবার, বার বার। মুহুর্মুহু আলোর রোশনাই। সেই কণ্ঠস্বর আবার ভেসে এলো, 'ওঃ, তোমায় কি ভীষণ ভালবাসি। কত ভালবাসি!'

এ স্বর জোয়েতের খুবই চেনা। এ স্বর তার মায়ের।

তপ্ত একটি বড় জলের ফোটা পড়লো তার কপালে. গাছ পালার মৃদু কম্পন—আসন্ন বৃষ্টির পূর্বাভাস। দূর থেকে ছুটে এল পত্র মর্মর, যেন এক ঝাপটা দমকা হাওয়া আছড়ে পড়লো বৃক্ষরাজির ওপর। তারপর মাঠ, ঘাট, নদী, গাছপালার ওপর শুরু হলো বৃষ্টির মাতামাতি। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবল বৃষ্টি ধারায় স্নান ক'রে উঠলো জোয়েত। নীচের বারান্দা তাকে যেন কিছুতেই সরে যেতে দিলো না। ওদের ঘরে যাবার শব্দ শোনা গেল—দরজা বন্ধের আওয়াজ। নিঃসন্দেহ হবার দুর্বার বাসনায় যন্ত্রণাদায়ক উদ্দাম কামনার বশে ছুটে

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে বাইরে বেরিয়ে এলো জোয়েত। অঝোর বারিধারার মধ্যে জানালার নীচে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইল।

শুধু মাত্র তার মায়ের ঘরেই আলো। সেই আলোয় দেখলো দুটো ছায়ামূর্তি ঘনিয়ে এলো, পাশাপাশি। ক্রমে ছায়াদুটো ঘনিষ্ঠতর হতে হতে এক হয়ে মিশে গেল। ঠিক সেই সময়েই বিদ্যুৎ চমকালো। জোয়েত দেখলো একে অপরের গলা জড়িয়ে এক হয়ে গেছে।

বিস্ময়াভিভূত জোয়েত কিছু না ভেবে, কিছু না জেনে তার সর্ব-শক্তি দিয়ে চীৎকার করে উঠলো 'মা'!—যেন বিপদের সঙ্কেত।

তার তীক্ষ্ণ চীৎকার বাতাসে মিলিয়ে গেল, ছায়া দুটো আলাদা হয়ে গেল। বিচলিত একটি অদৃশ্য, আর একটি অন্ধকার উদ্যানে অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে উঠলো।

মায়ের কাছে ধরা পড়বার ভয়ে জোয়েত দৌড়ে পালালো—সিঁড়ির প্রতিটি ধাপে জলের ছাপ রেখে নিজের ঘরে গিয়ে খিল এঁটে দিলো। স্থির করলো, কারও কাছে আত্মপ্রকাশ চলবে না। জামা ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে গেছে। দুঃখ বিপদে লোকে যে অজানা শক্তির অনুগ্রহ প্রার্থনা করে. সেও হাঁটুগেড়ে বসে হাতজোড় করে সেই অজানা ঈশ্বর ও মহাশক্তিমান বিধাতা পুরুষের কাছে বিপদ উদ্ধারের প্রার্থনা জানালো। যতবার বিদ্যুৎ চমকালো, তার আলমারির আয়নায় নিজের সিক্ত দেহ, সিক্ত কেশ আর বেশবাসের চেহারা দেখে আশ্চর্য হলো।

দীর্ঘ সময় এইভাবে কেটে গেল। তার অগোচরে কখন ঝড় বৃষ্টি থেমে গেল। আকাশের হালকা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আলোর ঝিকিমিকি! খোলা জানালা দিয়ে ভেজা পাতা, ঘাস আর বৃষ্টি-ধৌত নির্মল প্রকৃতির স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে ঘর ভরে গেল। কৃতকর্মের কথা আর বিন্দুমাত্র না ভেবে জোয়েত ভেজা জামা কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

উষালোকের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তার দুচোখ ঝাপসা হয়ে গেল। আবার ভাবনা এলো তার মনে।

প্রেমিকের সঙ্গে তার মা! ঘেন্নার কথা! কিন্তু অনেক গল্পে সে পড়েছে মেয়েরা এমনকি মায়েরাও মর্যাদা বুদ্ধির লোভে গল্পের শেষ দিকে প্রেমের বন্যায় এইভাবে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছে। ঐ সব নাটুকে গল্পের মত নিজেও এভাবে এক নাটকে জড়িয়ে পড়ায় তার আভিভূত ভাব কমে এলো। গল্পের কাহিনীগুলো যতই মনে পড়লো, প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কা, তার নিদারুণ মনোবেদনা ধীরে ধীরে প্রশমিত হলো। তার এই আবিষ্কার যেন গত রাতে শুরু করা গল্পটারই স্বাভাবিক পরিণতি। নিজের মনেই বললো, 'আমার মাকে রক্ষা করবো।'

এই দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নেবার পর তার মনে শান্তি ফিরে এলো। নিজেকে মহৎ, শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমতী মনে হলো, সে সত্যিকারের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হলো। মনে মনে পরিকল্পনাটা ছকে নিল। তার ভাবুক প্রকৃতির সঙ্গে ধারণাটা বেশ খাপ খেয়ে গেল। মায়ের সঙ্গে তার সম্ভাব্য কথাবার্তার মহড়া দিয়ে নিল মনে মনে।

রোদ উঠে গেছে। চাকরবাকরেরা যে যার কাজে লেগেছে। ঝি তার জন্য চকোলেট নিয়ে টেবিলের ওপর রাখতেই মেয়েত বললো, 'মাকে বোলো, আমার শরীর ভাল নেই। ভদ্রলোক দুজন চলে না যাওয়া অবধি আমি শুয়েই থাকবো। কাল রাতে আমার একটুও ঘুম হয়নি, আমি এখন ঘুমোতে চেষ্টা করবো; কেউ যেন আমায় বিরক্ত না করে।'

কার্পেটের ওপর জড়ো করা ভেজা জামা কাপড় দেখে বিস্মিত দাসী বললো, 'মাদমোয়াজেল, আপনি কি বাইরে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, মাথা ঠাণ্ডা করতে একটু ভিজতে বেরিয়েছিলাম।'

কাদামাখা জুতো, ভেজা জবজবে জামাকাপড় আলগোছে তুলে

নিয়ে ঝি বিরক্ত মুখে বেরিয়ে গেল। ওগুলো যেন কোন ডুবে যাওয়া মেয়ের পোশাক—তখনও জল ঝরছে ফোঁটায় ফোটায়।

জোয়েত জানে মা আসবে। তাই প্রতীক্ষায় রইল।

রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ করা সেই 'মা' চীৎকারের পর থেকেই মারসিঅনেস অস্বস্তিতে ভুগছে। দাসী খবর দিতেই এক লাফে বিছানা ছেড়ে জোয়েতের ঘরে এসে হাজির।

'কি হয়েছে ?'

জোয়েত কি বলতে গেল—'আমি আমি…' তারপর ফুঁপিযে কেঁদে উঠলো।

হতভম্ব মারসিঅনেস আবার প্রশ্ন করলো, 'তোর হয়েছে কি ?'

সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেল, বাছাই করা শব্দগুলি কোথায উধাও। মায়ের মুঠোর মধ্যে মুখ লুকিয়ে বালিকা কাঁদতে আরম্ভ করলো 'মা, মাগো।'

ব্যাপারটা বোধগম্য না হওয়ায় বিস্ময়াবিষ্ট মাদাম ওবারদি বিছানা ঘেঁষে দাড়িয়ে থাকলো। তবে প্রখর বুদ্ধিবলে ব্যাপার কিছুটা আন্দাজ করলো।

ক্রন্দনরত জোযেতের মুখ দিয়ে একটিও কথা বের হলো না। হতচকিত মারসিঅনেস একটু সামলে নিয়ে সহজ ভাবে বললো, 'বলি তোমার হয়েছে কি, বলবে তো ? আমায় বলো তো দেখি।'

অনেক চেষ্টায় জোযেত তোতলাতে শুরু করলো, 'উঃ…কাল রাতে…আ…আ…মি…তোমার…জানালা দেখেছি।'

'তাতে হয়েছে কি ?' মারসিঅনেসের নিষ্প্রভ জবাব।

কান্নায় ব্যাকুল জোয়েতের মুখে ঐ এক কথা : 'ও মা, মাগো !'

এতক্ষণে মাদাম ওবারদির মনের ভয় ও বিস্ময় বিরক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। রাগে কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে যেতে উদ্যত হয়ে বললো, 'মাথাটা একেবারেই গেছে দেখছি। এসব ন্যাকামি শেষ হলে আমায় খবর দিও।'

মায়ের হাত ছেড়ে দিয়ে অশ্রু-আঁখি জোয়েত তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'না, শোনো, তোমাকে আমার বলতেই হবে... শোনো। কথা দাও...আমরা এই শহর ছেড়ে দূর কোন পাড়াগাঁয় চলে যাব। সেখানে আমরা কৃষকদের সঙ্গে ওদের মত হয়ে থাকব—আমাদের এরা কেউ খুঁজে পাবে না। যাবে মা? আমি তোমায় মিনতি করছি, আমায় ক্ষমা করো মা—আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি।'

যেতে যেতে মারসিঅনেস থমকে থেমে গেল। তার শিরা উপশিরায় কত লোকের উষ্ণ রক্তস্রোত। জননীর লজ্জা, অজানা আশঙ্কা, কুলকামিনীর অবৈধ ভালবাসার ঘৃণা একত্র হয়ে এক অবর্ণনীয় মানসিক অবস্থায় তার সর্ব দেহ থর থর করে কেঁপে উঠলো।

সে ক্রোধে ফেটে পড়বে, না অপরাধ ক্ষমা করবে সহসা ঠাহর করতে পারলো না। শুধু বললো, 'তোমার কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'গত রাতে',—জোয়েত বললো, 'তোমায় আমি দেখেছি মা। ওরকম আর কক্ষণো কোরো না... ও, তুমি যদি জানতে...দু'জনে মিলে আমরা চলে যাব...তোমায় আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসবো—দেখবে এসব আর মনে থাকবে না...'

ধরা গলায় মাদাম ওবারদি বললো, 'শোনো বাছা, দুনিয়ায় অনেক কিছুই আছে...যা বোঝার মত অবস্থা তোমার এখনও হয়নি। আর মনে রেখো...মনে রেখো...তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি...আর কক্ষণো...ওসব...ওসব ব্যাপারে আমায় উপদেশ দিতে এসো না।'

কিন্তু জোয়েত এখন ত্রাণকর্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ।—অতএব এত সহজে হাল ছেড়ে দিলে চলে না। সে বলে বসলো, 'না মা, এখন আর আমি শিশুটি নেই—সব কিছু জানবার আমার অধিকার

হয়েছে। আমি বুঝেছি যত সব বাজে লোক, যত খদ্দের আমাদের ঘরে আসে; আর সেই জন্যেই আমাদের কোন সম্মান নেই। আরও সব খবর আমি জানি। কিন্তু এসব আর নয়, আমি সহ্য করবো না। আমরা চলে যাব—অনেক দূরে কোথাও সৎ মহিলাদের মত জীবন যাপন করবো। তোমার গহনাগুলো বেচে দিলেই হবে; দরকার হলে আমরা কোন কাজও করতে পারবো। তারপর যদি আমার বিয়ে হয়ে যায়—আর কোনই ভাবনা থাকবে না।'

রাগে থমথমে মুখ মারসিঅনেস সংযত স্বরে বললো, 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সুস্থ হয়ে বিছানা ছেড়ে এসো আমাদের সবার সঙ্গে বসে জলখাবার খাবে।'

নাটকীয় ভঙ্গীতে মেয়ে বলে উঠলো, 'না, মা, আমার কথার নড়চড় হবে না। ওই লোকটি যদি আমাদের ঘর ছেড়ে না যায়, তবে আমাকেই যেতে হবে।'

'কোন্ মুলুকে যাবে শুনি—করবেটা কি?'

'জানি না, আমার ওতে কিছু এসে যায় না। আমি শুধু সৎ ভাবে বাঁচতে চাই।'

'সৎ' শব্দটা যেন মারসিঅনেসের মাথায় আগুন ধরিয়ে দিলো। রাস্তার মেয়েদের মত চেঁচিয়ে বললো: 'চোপ্! এভাবে আর কথা বলবে না, খবরদার। যে কোন মহিলার মত আমিও সৎ, বুঝেছো? আমি বাঈজী, ঠিক—ওতেই আমার গর্ব। আমার মূল্য অমন এক ডজন সৎ মহিলার সমান।'

বিব্রত জোয়েত মায়ের মুখের দিকে তাকিতে বিড় বিড় করলো; 'ওঃ মাগো!'

উত্তেজনায় মারসিঅনেস জ্বলছে। সে বলে গেল; 'হ্যাঁ, আমি গণিকা, তাতে কি হয়েছে? আমি এই না হলে তোমাকে আজ লোকের বাড়ি বাড়ি দাসীবৃত্তি করতে হতো, একদিন আমাকে যা করতে হয়েছে। এঁটো বাসন ধুতে হয়েছে, আর যখন তখন গিন্নীর

কথায় ছুটতে হয়েছে কসাইখানায়। কাজে একটু গা ঢিলে দিলেই ঘাড় ধরে বিদেয়। বুঝতে পেরেছো? আর সে জায়গায় যে দিনরাত শুয়ে বসে বাবুগিরি করছো—সে আমি 'সৎ' নই বলেই। ঝিগিরি করে পঞ্চাশ ফ্রাঁ হয়তো জমাতে পারবে কিন্তু তা দিয়ে বড় লোক হওয়া যায় না। পরে এই কাজে বিরক্তি ধরলেও কোন লাভের ব্যাবসায় খাটাবার মত টাকা থাকবে না, সুতরাং আমাদের দেহ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই—এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।'

অনুতপ্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তির মত বুক চাপড়ে বিছানার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললো, 'এইসব অভাগা মেয়েদের কপালের দুর্ভোগ কোনকালে ঘুচবার নয়। হয় মানুষকে সুযোগ করে নিতে হবে, নয় সারা জীবন দারিদ্র্যে পচে মরতে হবে, জীবনভর—এ ছাড়া আর কোন পথ নেই।'

আবার আগের কথার খেই ধরে বললো, 'আর তোমার 'সৎ মহিলারাই' যত সতীত্বের পরাকাষ্ঠা? যত সব নীচ। মাথার দিব্যি দিয়ে কেউ ওদের এসব করতে বলেনি। টাকা পয়সা আছে, বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারে। কিন্তু কেবল মাত্র বৈচিত্র্যের লোভে প্রেমিক পোষে। ওদের মত হীন, ইতর আর কেউ নেই!'

মারসিঅনেস বিছানার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। জোয়েত বড় অসহায় বোধ করলো। ইচ্ছে হলো সাহায্যের জন্য চীৎকার করে কাউকে ডাকে, অথবা ছুটে পালিয়ে যায়। উপায় না পেয়ে মার খাওয়া বালিকার মত হাউ মাউ করে কাঁদতে থাকলো।

মারসিঅনেস নীরব দ্রষ্টা। মেয়ের কান্না দেখে দুঃখে বেদনায়, মমতা ও অনুশোচনায় হৃদয় গলে গেল। হাত ছড়িয়ে বিছানার ওপর পড়ে সেও কেঁদে ফেললো। তারপর অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বললো 'আমার সোনা, সোনা আমার, আমায় কত ব্যথা দিলি, যদি জানতিস।'

অনেকক্ষণ মা মেয়েতে কাঁদলো। মারসিঅনেসের দুঃখ বেশীক্ষণ

থাকে না। এক সময় ধীরে ধীরে উঠে স্নেহমাখা স্বরে বললো, 'দেখ জোয়েত, যা হবার হয়ে গেছে। এখন আর ফেরার সময় নেই। জীবনকে সহজভাবে নিতে শেখ্।'

জোয়েতের কান্না থামলো না। এমন অপ্রত্যাশিত গভীর আঘাতে তার চিন্তা অসাড়—সহজে সুস্থ হতে পারলো না। তার মা বললো, 'এখন উঠে মুখ হাত ধুয়ে প্রাতরাশ খাবে এসো, কেউ কিছু বুঝতে পারবে না।'

জোয়েত ঘাড় নেড়ে আপত্তি জানালো। পরে কান্না-ভেজা গলায় কোনক্রমে বললো, 'না, মা আমার কথা তো বলেছি। আমার মতের পরিবর্তন হবে না। ওরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমি ঘর থেকে বেরোচ্ছি না। আর কখনো ওদের মুখদর্শন করবো না, কখনো না। ওরা যদি আবার এখানে আসে—আমি-আমি—আমাকে তবে আর দেখতে পাবে না।'

মারসিঅনেসের ভাবাবেগ প্রশমিত, আঁখি শুষ্ক। বললো, 'এখন এসো, একটু স্থির মস্তিষ্কে বিষয়টা ভেবে দেখো।' তারপর একটু থেমে, 'আচ্ছা থাক, আজ সকালে তোমার একটু বিশ্রাম নেওয়াই ভাল। বিকেলে এসে তোমায় দেখে যাব।' কন্যাকে আদর করে ধীর শান্ত পদে সে বেরিয়ে গেল।

মা'র অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে জোয়েত দরজায় খিল এঁটে দিল। সে এখন একা থাকবে, সম্পূর্ণ একা—একা বসে ভাববে।

এগারোটায় ঝি এসে দরজা নেড়ে শুধালো, 'মাদ্‌মোয়াজেল, দুপুরে কি খাবেন? মাদাম জানতে চাইলেন আপনার এখন কিছু চাই কিনা?'

জোয়েতের উত্তর শোনা গেল, 'আমার ক্ষিদে নেই। আর আমি এখন একটু একা থাকতে চাই।' প্রকৃত অসুস্থের মতই সে বিছানায় পড়ে রইল। বেলা তিনটেতে আবার দরজায় টোকা পড়ল। সে জিজ্ঞেস করলো, 'কে?'

'আমি সোনা,'—তার মা, 'এখন কেমন আছ দেখতে এলাম।'

একটু ভাবলো, কি করা উচিত। তারপর দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দরজা খুলে দিয়ে আবার বিছানায় গড়িয়ে পড়লো। তার কপালে হাত রেখে রোগীকে বলার মত করে মারসিঅনেস কণ্ঠে সুধা ঢেলে বললো, 'এখন ভাল মনে হচ্ছে না? একটা ডিম খাবে?'

'না থাক মা,—কিছুই চাই না।'

মাদাম ওবারদি পাশে বসল। কারও মুখে কথা নেই। মেয়েকে চুপচাপ পড়ে থাকতে দেখে বিছানার চাদরে হাত বুলোতে বুলোতে মারসিঅনেস বললো, 'আজ আর উঠবে না?'

জোয়েত বললো, 'এখুনি উঠব। আমি অনেকক্ষণ ভাবলাম মা', খুব ধীর গম্ভীর স্বরে বলে গেল, 'ওই···ওই আমার সিদ্ধান্ত। অতীত —অতীতই। তাকে ফেরানো যায় না। কিন্তু ভবিষ্যৎ অন্য ভাবে গড়তে হবে—নাহলে···নাহলে···আমার পথ ঠিক হয়ে গেছে। এখনকার মত এ প্রসঙ্গ তোলা থাক।'

মারসিঅনেস ভেবেছিল ব্যাপারটা চুকে গেছে। তাই এই কথায় বিরক্ত হলো। এ বিষয়ে সেও কম ভাবেনি। এই বেকুব মেয়েটার অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল। ওই কথার কোন উত্তর না দিয়ে শুধু বললো, 'তুমি কি এখন উঠবে?'

'হ্যাঁ আমি প্রস্তুত।'

দাসীর কাজ মাকে করতে হলো। একে একে পোশাক এগিয়ে দিল। তারপর কপালে চুমু খেলো।

'ডিনারের আগে একটু বেড়াতে যাবে আমার সঙ্গে?'

'যাব মা।'

নদীর ধার ধরে তারা ঘুরে বেড়ালো। দুনিয়ার যত তুচ্ছ কথা সব নিয়ে আলোচনায় মেতে থাকলো।

চার

পরদিন জোয়েত একা বেরিয়ে পড়লো। সারভিনি যেখানটায় বসে 'পিপীলিকার ইতিহাস' পড়ে শুনিয়েছিল, সেখানটায় বসলো নিরালায়। মনে মনে আওড়ালো, 'একবার যখন ঠিক করে ফেলেছি, এর আর নড়চড় হবে না।'

তার পায়ের নীচে বহমান খরস্রোতা নদী। ছোট ছোট পাথরের নুড়িতে আছাড় খেয়ে পাক খেতে খেতে ভেসে যাচ্ছে অসংখ্য বুদবুদ।

সে সব কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করেছে আর মনে মনে মুক্তির উপায় খুঁজেছে। তার সর্ত যদি মা যথাযথ ভাবে রক্ষা করতে না পারে এবং তার যতসব বন্ধু, তার জীবনধারা, তার অভিরুচি সব ত্যাগ করে তার সঙ্গে দূরে চলে যেতে রাজী না হয়?

সে একাই চলে যাবে—দূরান্তরে, বহুদূরে। কিন্তু কোথায়? কি ভাবে? আর পেটই বা চলবে কি করে? চাকরি করবে? কোথায়? চাকরির জন্য কার কাছে ধরনা দেবে? কিন্তু গরিব গুরবোর মত ঝিগিরি তার দ্বারা পোষাবে না। ওটা লজ্জার। সে বরং আয়া হবে। অনেক উপন্যাসের তরুণী নায়িকার মত ঘরের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভালবাসবে, পরে ঐ গৃহস্থ পরিবারের কোন ছেলেকেই বিয়ে করবে। কিন্তু সে জন্য বংশ মর্যাদার প্রয়োজন। কেন না বাড়ির ছেলের মন চুরি করার অপরাধে যখন তার মা বাবা রেগে গিয়ে তাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করতে আসবেন—সে গর্ব ভরে উত্তর দেবে—'আমার নাম জোয়েত ওবারদি।'

কিন্তু তার সে জোর নেই। তাছাড়া এ সেই মান্ধাতার আমলের মামুলি পথ।

সন্ন্যাসিনী হওয়া চলবে না, কারণ মাঝে সাঝে একটু আধটু

সহানুভূতি ছাড়া ধর্মের দিকে তার কোন আকর্ষণই নেই। বর্তমান অবস্থায় কেউ যে তাকে বিয়ে করে রক্ষা করবে সে সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত। কারও সাহায্য পাবার সম্ভাবনা নেই, মুক্তির কোন পথ নেই—কোন উপায় নেই তার!

তাছাড়া সে তো একটা দুর্দান্ত কিছু করতে চাইছে, একটা দুঃসাহসিক কাজ, এমন মহান কিছু যা নাকি চিরকাল উদাহরণ হয়ে থাকবে। তাই শেষ পর্যন্ত ঠিক করলো আত্মহত্যা করবে।

খুব শান্ত মনে সে এই সিদ্ধান্ত করলো। ব্যাপারটা যেন খুবই সহজে হয়ে গেল—একটুও ভাবতে হলো না—যেন কোথাও বেড়াতে যাবার প্রশ্ন।

মৃত্যুর অর্থ যে সব শেষ, যার আর শুরু নেই—এই মহাপ্রস্থানের পর আর ফিরে আসার পথ নেই—এই যাওয়া যে জগত ও জীবনের কাছ থেকে চিরকালের মত বিদায় নিয়ে যাওয়া—এ বোধ যেন তার নেই!

তার সবুজ মনের অবুঝ প্রেরণায় এই বেপরোয়া মুক্তির উপায়টি সহজেই মনে ধরলো। এখন চিন্তা, কি ভাবে কাজ হাসিল করা যায়।

আত্মহত্যার পথগুলো যেন বড় বেশী বেদনাদায়ক আর বিপজ্জনক তো বটেই। আর হিংসাত্মক কোন কাজ তো তার স্বভাব বিরুদ্ধ।

ছোরা বা পিস্তল একেবারেই চলবে না। ওতে কেবলমাত্র আহত হবার সম্ভাবনা। তাছাড়া ঐ সব কাজে যথেষ্ট সাহস আর দক্ষতার প্রয়োজন, তার ওপর শরীরটা একেবারে বিকৃত হয়ে যাবে।

গলায় দড়ি—কদর্য। কাঠপুতুলের মত মরা—জঘন্য, বিশ্রী। ডুবে মরা তো সম্ভবই নয়—কেন না সে সাঁতার জানে। একমাত্র বিষ চলতে পারে—কিন্তু কি বিষ? প্রায় সব রকমই তো যন্ত্রণাদায়ক আর বমির উদ্রেক করে। ওসব তার ধাতে সইবে না। ক্লোরোফরমের কথা মনে পড়লো। এই বিশেষ দ্রব্যটি সেবন করে এক মহিলার

মৃত্যুর খবর কাগজে বেরিয়েছিল। অবশেষে মনোমত পথটি আবিষ্কার করে তার মনে খুশীর আমেজ এলো; বেশ আত্মতৃপ্তি! নিজেকে খুব মহৎ মনে হলো। ওরা বুঝতে পারবে সে কি ধরনের মেয়ে ছিল।

এবার সে চলে গেল বগিভাঁতে। দাঁতের ব্যথার নাম করে একটু ক্লোরোফরম্ চাইলো। পরিচিত দোকানদার প্রশ্ন না করেই ছোট্ট একটি বড়ি দিল। এ রকম আরও একটি যোগাড় করলো ক্রসি থেকে। তৃতীয় ও চতুর্থ বিষ বড়ি সংগ্রহ হলো শাতু ও বিউ থেকে। লাঞ্চের আগেই ফিরে এলো বাড়িতে। এতক্ষণ ঘোরাঘুরিতে ক্ষিদে পেয়েছিল প্রচণ্ড। আর পরিশ্রমের পর যা হয়, গভীর পরিতৃপ্তি ভরে পেটপুরে খেলো। তার খাওয়া দেখে মা বড় খুশী। সব ঠিক হয়ে গেছে ভেবে টেবিল ছেড়ে ওঠবার সময় বললো, 'আমাদের সব বন্ধুরা রবিবার এখানে বেড়াতে আসছেন। প্রিন্স ক্রাভালো কাভেলি-আর মসিয়ো দ্য বেলভিনোকে আমি নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছি।'

জোয়েত একটু বিমর্ষ হলেও কিছু উত্তর করলো না। কিছুক্ষণ পরে ঘর ছেড়ে সোজা স্টেশন—প্যারিসের একখানা টিকিট কাটলো। সারা বিকেল ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন দোকান থেকে ক্লোরোফরম্ সংগ্রহের অভিযান চললো। সন্ধ্যায় যখন সে ফিরলো ছোট ছোট শিশিতে তার পকেট ভর্তি। পরদিনও সংগ্রহের কাজ চললো। এক দোকানে ভাগ্যক্রমে দশ আউন্স পেয়ে গেল। শনিবার বেশ গরম পড়লো, আকাশ থম্‌থমে। সে কোথাও না বেরিয়ে লম্বা এক বেতের চেয়ারে বারান্দায় বসে কাটিয়ে দিল সারাটা দিন। সংকল্পে অটল বিশ্বাসের ফলে মাথা এখন হালকা।

পরদিন খুব সুন্দর করে সাজতে সাধ হলো। সুন্দর দেখে একটি নীল রংয়ের জামা পরলো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বললো, 'আগামী কাল আমি আর থাকব না।' শরীরে অদ্ভুত শিহরণ! 'সব শেষ! কথা বলবো না, পড়ব না, ভাববো না, কেউ আর আমায় দেখতেও

পাবে না। এই সব সুন্দর দৃশ্য আর কোনদিন আমার সামনে আসবে না!' আয়নায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মুখ দেখলো, চোখ দেখলো, তার গড়নে কত কি বৈশিষ্ট্য! নিজেকে নতুন করে দেখলো। যেন এ রূপ সে কোনদিন দেখেনি। সে যেন কোন্ অপরিচিতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, যেন নতুন কোন অচেনা মেয়ে—সে আশ্চর্য হয়ে গেল। মনে মনে বললো, 'এই আমি! আয়নায় ও আমারই ছায়া। নিজেকে দেখতে কি আশ্চর্য! আয়না না থাকলে আমরা নিজেকে দেখতে পেতাম না। অন্যকে জানা যেত, কিন্তু নিজেকেই চেনা যেত না!'

একগোছা চুল বুকের ওপর ছড়িয়ে দিল। নিজের রূপ, ভাবভঙ্গী, চলাফেরা ভাল করে দেখলো আরশিতে। 'আমি কি সুন্দর! কাল আমি ওই বিছানার ওপর মরে পড়ে থাকবো।'

সে দেখলো ধবধবে বিছানার চাদরের ওপর তার ফর্সা মৃতদেহ পড়ে আছে। মৃত! এক সপ্তাহ পর এই মুখ, চোখ, গাল, কপাল বাস্নবর্ণী হয়ে মাটির তলায় পচে কালো হয়ে যাবে!

কেমন এক ধরণের চিন্তায় তার মন মুষড়ে পড়লো। মাঠে ঘাটে আলোর বন্যা, অবারিত বাতায়ন পথে ঊষার পবিত্র পরশ।

বসে বসে ভাবলো। মৃত—অর্থাৎ তার কাছ থেকে পৃথিবী অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পৃথিবীর কোন পরিবর্তন হবে না, তার ঘরেরও নয়। এ ঘর যেমন আছে, তেমনি থাকবে। এই শয্যা, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার কিছুই বদলাবে না। শুধু চিরদিনের মত সেই হারিয়ে যাবে —আর মা ছাড়া এতে আর কারও কিছুই এসে যাবে না। লোকে বলবে, 'আহা! মেয়েটা কি সুন্দরীই না ছিল—আহা, বেচারা জোয়েত'—বাস্ ঐ পর্যন্তই। চেয়ারের হাতলে রাখা হাতটির দিকে তাকিয়ে আবার মনে পড়লো—এই বাহু পচে গলে হতশ্রী হয়ে দুর্গন্ধ ছড়াবে! সারা দেহ জুড়ে আবার সেই ভীতি বিহ্বল শিহরণ!

'এই আলো, বাতাস, দিগন্তব্যাপী তার অস্তিত্ব। সে ভেবে পেলো না এই বিশ্বচরাচর ঠিক টিকে থাকবে অথচ মাঝখান থেকে

কি করে সে ফুরিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে!

বাগান থেকে ভেসে এলো উতরোল হাসি, উচ্ছ্বসিত কলগুঞ্জন, আনন্দমুখর কলতান। যেন এই মাত্র গ্রাম প্রান্তে ছুটে এসেছে শহুরে ছাত্রদল। মসিয়ো দ্য বেলভিনোর উদাত্ত কণ্ঠের গান শোনা গেল:

'জানালার ধারে বসে আছি
তুমি আসবে বলে।
অবশেষে প্রিয় এলে—
তুমি এলে।'

তাকে দেখে সকলে কলরব করে উঠলো। তার পরিচিত পাঁচজন ছাড়া আরও তুজন ভদ্রলোক আছে—তারা অচেনা। সে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলো। ভাবলো, এই লোকগুলো তার মায়ের বাড়িতে, একজন পণ্যা স্ত্রীলোকের বাড়িতে মজা লুটতে এসেছে!

খাবার ঘণ্টা বাজলো। সে মনে মনে বললো, 'ওদের সকলকে দেখাব কি করে মরতে হয়।'

দৃঢ় পদক্ষেপে সিঁড়ি ভেঙ্গে নেমে এলো। এ যেন স্থির প্রতিজ্ঞ কোন খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী শহীদ সিংহের আস্তানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। উদ্ধত অথচ সুমিষ্ট হেসে সে প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করলো। সারভিনি জিজ্ঞেস করলো, 'আজ তবিয়ত ঠিক আছে তো মা'মজেল?'

অদ্ভুত গম্ভীর গলায় জোয়েত জবাব দিল, 'আজ আমার হৃদয়ে খুশীর জোয়ার। ঠিক প্যারিসের দিনগুলোর মত। সাবধান!'

তারপর মসিয়ো দ্য বেলভিনোর দিকে তাকিয়ে বললো, 'প্রিয় বলভসি, আজ তুমিই আমার প্রিয়পাত্র। খাবার পর তোমাদের মার্লির মেলায় নিয়ে যাব।'

মার্লিতে মেলা জমজমাট। নবাগত তুজনের সঙ্গে পরিচয় পর্ব শেষ হলো, কাউণ্ট তামিন, আর মারকুইস্ দ্য বুকেতত্।

খেতে বসে সে বিশেষ কথা বললো না। মনে মনে ভাবনা,

সারাটা বিকেল কি করে হাসিখুশী থাকা যায়—কেউ যেন আন্দাজ করতে না পারে। সবাই অবাক হয়ে বলবে—'এমন কাণ্ড কে ভেবেছিলো? ওকে এত হাসিখুশী দেখাচ্ছিল। কার মনে যে কি আছে, কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই!'

সন্ধ্যার ভাবনা সরিয়ে রাখতে চাইলো সে। সবাই যখন এই বারান্দায় থাকবে—সেই হবে তার প্রশস্ত সময়।

সাহস পাবার জন্য সে যত পারল মদ গিললো, বেশ কিছুটা ব্রাণ্ডি সঙ্গেও নিয়ে নিল। তার চোখ ঢুলুঢুলু কিন্তু উজ্জ্বল। দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়ে পড়ার মত সাহস ফিরে পেলো, দেহ মন উল্লাসে নেচে উঠলো। সবাইকে ডেকে বললো, 'এবার বেরিয়ে পড়া যাক।'

সামনে বেলভিনোর হাত ধরে জোয়েত, তার পেছনে সারিবদ্ধ আর সবাই। সে বললো, 'শোনো, তোমরা আমার বাহিনী। সারভিনি তোমায় দিলাম সার্জেণ্টের পদ। দলের বাইরে ডানদিক দিয়ে তুমি কদম মিলিয়ে চলবে। সবচেয়ে সামনে থাকবে বিদেশী অশ্বারোহী বাহিনীর দুজন—আমাদের বন্ধু প্রিন্স আর কাভেলিআর আর তাদের পেছনে সদ্য নিযুক্ত দুজন নবাগত সদস্য। আগে বাড়।'

সৈন্যবাহিনী এগিয়ে চললো। সারভিনি কাল্পনিক বিউগিল বাজালো, নবাগত দুজনের ভঙ্গী যেন ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে। মসিয়ো দ্য বেলভিনো বিব্রত বোধ করে বোঝাতে চেষ্টা করলো, 'মাদমোয়াজেল জোয়েত, ছেলেমানুষি করাটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না, এ নিয়ে নানা জনের নানা মন্তব্য শুনতে হবে।'

. সে জবাব দিলো, 'রাইসিনা, লোকের কথার আমি ধার ধারি না। কালও এ রকম হবে। তবে আমার বোঝাপড়া তোমার সঙ্গে। আমার মত মেয়ের সঙ্গে তোমার যাওয়া উচিত নয়।'

. রণবাহিনী বগিভাঁর মধ্য দিয়ে চলেছে, দুপাশে কৌতূহলী জনতা। প্রত্যেকে বিস্ময়ভরে তাকিয়ে দেখছে। ঘরের লোকেরা ছুটে এলো

দরজায়। রিউল থেকে মার্লির দিকে ধাবমান রেলগাড়ির যাত্রীরা চীৎকার করে উঠলো, দরজায় দাঁড়ানো ছেলেরা বলে উঠলো, 'নদীর দিকে…নদীর দিকে!'

জোয়েতের যেন এ সবে ভ্রূক্ষেপ নেই। কেমন যেন বিষাদময় গাম্ভীর্য—হতাশায় ঘেরা। সারভিনির হাত ধরে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে—যেন কোন বন্দীকে নিয়ে যাচ্ছে। সারভিনি মাঝে মাঝে বিউগিল থামিয়ে আদেশ জারি করছে। প্রিন্স ও কাভেলিআর আগাগোড়া পথটা নানা ব্যাখ্যা, টিপ্পনি দিতে দিতে কৌতুকে ফেটে পড়ছে। নবাগত দুজনের ড্রাম বাজানোর বিরতি নেই।

মেলায় ঢুকতেই চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। মেয়েরা মজা দেখে হাততালি দিয়ে হেসে সারা, ছেলের পাল হৈ হৈ করে উঠলো। স্ত্রীর হাত ধরে অগ্রসরমান স্থূলবপু ভদ্রলোকদের সখেদ মন্তব্য শোনা গেল, 'ওরাই জীবনটা উপভোগ করছে—ওরাই!'

চারদিকে উৎসবের কত আয়োজন। কাঠের ঘুর্ণিদোলা। জোয়েত একটি কাঠের ঘোড়ায় চেপে বসে পাশেরটিতে বসিয়ে দিল বেলভিনোকে। দলের সবাই এক একটায় চেপে বসল। তাদের দান ফুরিয়ে যাবার পরও জোয়েত নামলো না—কাউকে নামতেও দিল না। দর্শকের চোখে মুখে আহ্লাদ উপচে পড়ছে। এই কাঠের ঘোড়ায় চড়ে পাঁচবার ঘুরপাক খেয়ে যখন তারা নামল—বেলভিনো ফ্যাকাশে, অসুস্থ।

দুপাশে দোকান রেখে তারা এগোচ্ছে। মেলার অসংখ্য লোকের সাগ্রহ দৃষ্টি তাদের ওপর। যত অদ্ভুত পুতুল কিনে কিনে জোয়েত প্রত্যেকের হাতে ধরিয়ে দিল। এই উদ্ভট আনন্দে প্রিন্স ও কাভেলিআর ক্লান্ত। ব্যাণ্ডবাদক দু'জন আর সারভিনিই যা উৎফুল্ল।

হাঁটতে হাঁটতে মেলার শেষ প্রান্ত। জোয়েতের বিকৃত দৃষ্টিতে বিচিত্র বিদ্বেষের ছাপ। তার মাথায় এক অদ্ভুত খেয়াল চাপলো।

নদীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে সবাইকে সারবেঁধে দাঁড় করিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'যে নদীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে, সেই আমাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে—'

কারও মুখে সাড়া নেই। তাদের পেছনে রীতিমত ভিড় জমে গেছে। সাদা এ্যাপ্রন পরা দুজন মহিলা গম্ভীর মুখে দেখছে, লাল কুর্তা গায়ে দুজন সেপাই বোকার মত হেসে ফেললো। জোয়েত আবার বললো, 'তবে আমার জন্য নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত তোমাদের মধ্যে কেউ নেই?'

'ধুত্তোর ছাই', —বলে দেহটাকে শূন্যে তুলে শেষ অবধি সারভিনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে ছলাৎ করে জল চল্কে এসে পড়লো জোয়েতের পায়ে। পিছনের ভিড়ে খুশী ও বিস্ময়ের গুঞ্জন। নুয়ে একটা কাঠের টুকরো জলে ছুঁড়ে দিয়ে জোয়েত চেঁচিয়ে বললো, 'ওটা আন দেখি।' দ্রুত সাঁতরে যুবক কাঠের টুকরোটা তুলে নিল মুখে, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে সেটি এনে নামিয়ে দিল জোয়েতের পায়ের কাছে। কাঠটি হাতে নিয়ে তার মাথায় একটু আদরের হাত বুলিয়ে জোয়েত বললো, 'সাবাস কুত্তা।' ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত এক মোটাসোটা মহিলা বলে উঠলো, 'মাগো। কি করে যে এমন করে?'

'বহুত আচ্ছা'—আর একজনের উক্তি। একজন লোক চেঁচিয়ে উঠলো, 'কোন মেয়েছেলের জন্য এমন করবার আগে আমি যেন নরকে যাই।'

জোয়েত বেলভিনোর হাত ধরে বললো, 'নির্বোধ, কি হারালে তা তুমি জান না।'

এবার ফেরার পালা: পথের লোকদের ওপর জোয়েতের বিরক্তি বর্ষিত হলো। বললো, 'লোকগুলোকে কেমন হাবার মত দেখায়!' তারপর সঙ্গীর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলে উঠলো, 'তুমিও এমন কিছু ব্যতিক্রম নও।'

মসিয়ো দ্য বেলভিনো সবিনয়ে মাথা হেলিয়ে কথাটা মেনে নিল। ঘাড ফিরিয়ে জোয়েত আবিষ্কার করলো প্রিন্স ও কাভেলি-আর কোথায় কেটে পড়েছে। সারভিনির বিউগিল বাজানো বন্ধ। তার জামা প্যাণ্ট ভিজে সপসপে। নিতান্ত বিরস বদনে যুবক-দ্বয়ের পেছনে পেছনে হাঁটছে। যুবকত্রুটিও ব্যাণ্ড বাজানোয় ক্ষান্তি দিয়েছে।

জোয়েতের মুখে খেলে গেল শুকনো হাসি। 'তোমরা সবাই দেখছি ঝিমিয়ে পড়লে। একেই তোমরা মজা বল, তাই না? এই জন্যেই তোমাদের এখানে আসা। আমি তোমাদের টাকার মূল্য উশুল করে দিয়েছি।'

তারপর আর একটি কথা নয়। বেলভিনো হঠাৎ লক্ষ্য করলো জোয়েতের চোখে জল। আতঙ্কে প্রশ্ন করলো, 'কি হলো তোমার?'

জোয়েত জবাব দিল, 'আমায় রেহাই দাও। তোমার করণীয় কিছুই নেই।'

কিন্তু বেলভিনো নির্বোধের মত পীড়াপীড়ি করলো, 'কিন্তু, কিন্তু মাদ্‌মোয়াজেল, নিশ্চয় কিছু হয়েছে। কেউ কি তোমার মনে আঘাত দিয়েছে?'

জোয়েত চটে গেল, 'চুপ করে থাক।'

হঠাৎ দুর্বার দুঃখের বাঁধ ভেঙ্গে পড়লো। উচ্ছ্বসিত অশ্রুর প্লাবন, পদযুগল অচল। প্রবল হতাশায় জোয়েতের নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এলো, দুই হাতে মুখ ঢেকে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললো। তার পাশে দাঁড়িয়ে নিরুপায় বেলভিনো বার বার বলে চললো, 'কি হলো, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

সারভিনি ছুটে এলো। 'ঘরে চল মামজেল। এখানে এভাবে কাঁদলে পথের সবাই দাঁড়িয়ে দেখবে। এতই যদি খারাপ লাগে, এসব বাজে হুল্লোড় না করলেই পার।' জোয়েতের হাত ধরে সে প্রায় টেনে নিয়ে চললো। বাড়ীর দুয়ারে পা দিতেই জোয়েত এক

ছুটে বাগান পেরিয়ে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে দরজা দিল।

ডিনারের আগে তার দর্শন পাওয়া গেল না। এলো যখন, বড় বিষণ্ণ, গম্ভীর। বাদ বাকি সকলেরই খোশ মেজাজ। কোথা থেকে সারভিনি যোগাড় করেছে এক শ্রমিকের পোশাক। মোটা কাপড়ের ট্রাউজার, ছিটের জামা, রঙ্গিন ফাসি আর ঢলঢলে কামিজ। তার কথাবার্তাও চাষার মত।

কিন্তু জোয়েতের উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করলো। কফি শেষ করেই সটান নিজের ঘরে। জানলার ঠিক নীচে থেকে হাসির আওয়াজ আসছে। কাভেলিআর হাসির কথা বলছে, যত স্থূল, অসংযত, বিদেশী রসিকতা। জোয়েত নিরাশ। সারভিনি মদে চুর। মাতাল শ্রমিকের অভিনয় করতে করতে মারসিঅনেসকে সম্বোধন করলো 'মিসেস ওবারদি' বলে। তারপর সেভেলের দিকে ফিরে বললো, 'এই যে মিষ্টার ওবারদি।' শুনে সমবেত কণ্ঠের হাস্যরোল।

জোয়েত এখন স্থির প্রতিজ্ঞ। চিঠির প্যাডের একটা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে লিখলো :

'বগিভাঁ

রবিবার, রাত ন'টা।

আমি মরছি, যাতে কোনদিন আমাকে বাঈজী হতে না হয়।'

'জোয়েত।'

তারপর আরও একছত্র।

'বিদায়, মাগো, আমায় ক্ষমা কোরো।'

'জোয়েত।'

খামের মুখ আটকে ওপরে লিখলো—'মাদাম লা মারসিঅনেস ওবারদি।'

আরাম কেদারাটাকে জানালার কাছে এগিয়ে নিয়ে এলো। ছোট টেবিলটাকে হাতের কাছে রাখলো, তার ওপর কিছুটা তুলো

আর বেশ বড় একটা ক্লোরোফরমের শিশি। বারান্দার পাশেই মস্ত একটি গোলাপ গাছের পুষ্পিত শাখা জোয়েতের খোলা জানালায় উঁকি দিয়েছে। রাতের নির্মল বাতাসে গোলাপের সুমিষ্ট সুবাস। কালো আকাশের বুকে বাঁকা চাঁদ, তার আশে পাশে অলক মেঘের লুকোচুরি খেলা। জোয়েতের মনে হলো আজই তার শেষ দিন, আজই শেষ! তার বুকে ব্যথার সমুদ্র, হৃদয় উদ্‌বেল, কণ্ঠ রুদ্ধ। গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে, হায় কেউ যদি দয়া করতো, যদি ক্ষমা ভিক্ষা দিতো—তাকে ভালবাসতো!

সারভিনির গলা কানে এলো। কোন সস্তা রসের গল্প শোনাচ্ছে, মুহুর্মুহু সকলের হাস্যধ্বনি। মারসিঅনেসের খুশী যেন সব চেয়ে বেশী। বাব বার তার সহাস্য ঘোষণা শোনা গেল, 'এমন সুন্দর করে আর কেউ বলতে পারতো না।'

বোতলের ছিপি খুলে জোয়েত একটু তুলোর মধ্যে খানিকটা তরল পদার্থ ঢেলে নিল। তীব্র কটু, ঝাঁঝালো মিষ্টি গন্ধে নাসিকা কুঞ্চিত; ভেজা তুলোটা জিভে নিয়ে সেই উগ্র অস্বস্তিকর স্বাদ পান করতেই তার কাশি এলো।

মুখ বন্ধ করে জোরে শ্বাস টানলো জোয়েত। চোখ বুজে সেই মরণ গরল গিলে ফেললো। ধীরে ধীরে অনুভূতি স্তিমিত হয়ে আসবে, সে বুঝতেই পারবে না কি ঘটে যাবে।

বুক ফুলে ফুলে উঠছে। আস্তে আস্তে দুঃখের বোঝা হালকা হয়ে যেন উবে যাচ্ছে।

আঙুলের ডগা থেকে কেমন এক মধুর সুখকর শিহরণ একটু একটু করে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে, সে যেন এক কল্পনা রাজ্যের যাত্রী।

হঠাৎ খেয়াল হলো তুলোটা শুকিয়ে গেছে, কিন্তু সে এখনও জীবিত। বরং চেতনা আরও সূক্ষ্ম, সজাগ, সুতীব্র। নীচের বারান্দার প্রতিটি কথাই শুনতে পাচ্ছে। দ্বন্দ্ব যুদ্ধে এক অস্ট্রীয়ান জেনারেলকে

হত্যার পল্লবিত বর্ণনা প্রিন্স ক্রাভালোর মুখে

দূর প্রান্তরে সময়ের সংকেতধ্বনি, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, বোলা ব্যাঙের আর্তনাদ আর পাতার খস্ খস্ আওয়াজ।

আর এক টুকরো তুলো ভিজিয়ে নিয়ে সে নাকের কাছে ধরলো। কিছুক্ষণ কিছুই হলো না। তারপর সেই সুমিষ্ট ঝাঁঝালো গন্ধটি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো।

দু'বার অনেকটা ওষুধ ঢাললো। তার অতি সজাগ দেহ-মনের চেতনা যেন কোন ঘুমের পাতালপুরীতে তলিয়ে যাচ্ছে। তার দেহ থেকে অস্থি, মেদ, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ উড়ে উড়ে চলে গেল—সে টের পেলো না। চৈতন্যনাশক বিষে তার সমগ্র দেহটি বিলুপ্ত হয়ে গেল, পড়ে রইল কেবল তার অতি সচেতন, অনন্ত বিস্তৃত, অবাধ অনুভূতি—এমন সজীবতা সে আগে কখনও উপলব্ধি করেনি।

বিগত কত কথাই তার মনে এলো। ছেলেবেলার ফেলে আসা দিনগুলোর কত টুকরো স্মৃতি। বড় ভাল লাগছে। স্মৃতিলোকে চলেছে দ্রুত পরিকল্পনা, এক ঘটনা থেকে আর এক ঘটনা, শত সহস্র দুঃসাহসিক অভিযান, অতীতের মধুর সুখ আর ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন। অতীত ভবিষ্যতের মধ্য দিয়ে এই স্বচ্ছন্দ বিচরণে হৃদয় স্বর্গ সুখে ভরে উঠলো।

তখনও বারান্দার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। কিন্তু তার কাছে বর্তমান অসাড়। সে যেন বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত। নীচের কথাবার্তা তার মর্মদুয়ারে আঘাত হানছে, ভিতরে প্রবেশ পথ পাচ্ছে না।

জোয়েত এখন বিশাল তরীর যাত্রী; ফুলের দেশের পাশ ঘেঁষে চলেছে তার তরণী। তীরে লোকজনের কোলাহল। হঠাৎ কেমন করে হলো জানে না, দেখলো সে ফুলের দেশে হেঁটে বেড়াচ্ছে, আর সারভিনি এসেছে তাকে ষাঁড়ের লড়াইয়ে নিয়ে যেতে। তার পরনে রাজপুত্রের বেশ। পথে কত লোক। সকলেই মুখর, আর

তাদের সব কথাই সে বুঝতে পারছে। এই লোকজনদের দেখে তার অবাক হবার কিছু নেই; সবাই যেন তার বহুকালের চেনা। তার এই জাগর স্বপ্নের মধ্য দিয়ে তখনও বারান্দা থেকে কানে বাজছে মা আর তার বন্ধুদের মিলিত বাক্যালাপ আর হাস্যরব।

কিছুক্ষণ সব কিছু অবলুপ্ত। ক্রমে এক মধুর তন্দ্রা থেকে সে জেগে উঠলো। সক্লেশে চৈতন্য ফিরে পেলো।

অর্থাৎ এখনও মরেনি। কিন্তু এত ভাল লাগছে, এমন গভীর সুখ আর নিটোল শান্তি নাশ করবার ইচ্ছে হলো না। সাধ গেল এই অবস্থা চিরস্থায়ী করে রাখে।

ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরে দম নিয়ে গাছের মাথায় চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকলো। মনের মধ্যে কোথায় যেন ওলট পালট হয়ে গেছে, খানিক আগের ভাবনা অন্তর্হিত। ক্লোরোফরমের গুণে তার দেহ মনের জ্বালা প্রশমিত—আর ইচ্ছাটিরও ঘটেছে অপমৃত্যু।

কেন সে বাঁচবে না, কেন ভালবাসা পাবে না? সুখে বেঁচে থাকায় ক্ষতি কি? জীবনটা বড়ই সুন্দর, লোভনীয় আর মনোরম মনে হলো। তাই চিরকালের মত স্বপ্নে মশগুল থাকবার জন্যে আবার তুলোয় ঢেলে নিল সেই মাদবদ্রব্য। মাঝে মাঝে নাকের কাছে তুলোটা বুলিয়ে নিয়ে সরিয়ে ফেললো। শুধু স্বপ্নাবেশ দীর্ঘতর হোক, মৃত্যু যেন না আসে।

চাঁদের দিকে তাকিয়ে একটি মুখ দেখতে পেলো--এক মহিলার মুখ। আকাশের চাঁদে ভাসমান সেই মুখ গান গাইছে, এ মুখ তার চির পরিচিত, এ মুখ তার মায়ের। মারসিঅনেস তখন পিয়ানোয় গান গাইছিল।

জোয়েতের যেন ডানা হয়েছে। নিস্তব্ধ নিশুতি রাতে, বন উপবনের ওপর দিয়ে সে উড়ে বেড়াচ্ছে। তার বিশাল পক্ষ দুটি বিস্তার করে মৃদুমন্দ বাতাসে ভর দিয়ে মহাসুখে নিঃসীম মহাশূন্যে ভেসে বেড়ালো। বাতাসের সোহাগ পরশে তার দেহ পুলকিত।

চক্রাকারে সে এত দ্রুত ঘুরছে যে নীচের কিছুই চোখে পড়ছে না। তারপর দেখলো সে যেন একটা পুকুর পাড়ে ছিপ ফেলে বসে আছে। সুতোয় টান পড়তেই হাতে ওঠালো। বঁড়শির মাথায় গাঁথা অতি মনোহর একছড়া মুক্তোর মালা—তার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত ধন! এতে যেন বিস্ময়ের কিছুই নেই, সে ঘাড় ফিরিয়ে সারভিনিকে দেখলো। কখন এবং কিভাবে জানে না, সারভিনিও তার পাশে মাছ ধরতে বসেছিল। তার ছিপে উঠলো একটা কাঠের ঘোড়া।

আবার তার জ্ঞান ফিরে এলো। নীচে থেকে সবাই তাকে ডাকছে। মা বললো, 'বাতি নিভিয়ে দাও।'

সারভিনির পরিষ্কার সরস উক্তি—'মামজেল এবার তোমার আলো নেভাও।'

সকলে মিলে এক ধুয়ো ধরলো—'মামজেল জোয়েত, তোমার আলো নেভাও।'

আবার সে তুলো ভিজিয়ে নিল। তার মরবার সাধ নেই, তাই প্রাণভরে টাটকা বাতাস টেনে নিল। সে জানতো নিশ্চয় কেউ খোঁজ করতে আসবে, তাই ঘরটিকে ওষুধের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে দেবার জন্যে হাত লম্বা করে সেই সিক্ত তুলো শূন্যে ধরে রাখলো। শায়িত এক অতি লোভনীয় ভঙ্গীতে দেহটিকে গুছিয়ে নিয়ে সে অপেক্ষা করে থাকলো। মারসিঅনেস বললো, 'হাবা মেয়েটা টেবিলে মোমবাতি জ্বেলে রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ভাবনার কথা! বারান্দার দিকের জানালাও খোলা রয়েছে। ক্লিমেন্স, যাও তো, বাতি নিভিয়ে জানালা বন্ধ করে দিয়ে এসো।'

ঝি এসে দরজায় টোকা দিল, 'মাদ্‌মোয়াজেল, মাদ্‌মোয়াজেল কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সে আবার বললো, 'মাদ্‌মোয়াজেল, মাদাম লা মারসিঅনেস বাতি নিভিয়ে, জানালাটা বন্ধ করে শুতে বলেছেন।'

আরও কিছুক্ষণ নীরব প্রতীক্ষার পর সে চেঁচিয়ে ডাকলো, 'মাদ্‌মোয়াজেল, মাদ্‌মোয়াজেল!'

এবারও কোন সাড়া নেই। দাসী নীচে গিয়ে খবর দিল, 'মাদ্‌মোয়াজেল নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। দরজা বন্ধ বলে তাঁকে জাগানো গেল না।'

মাদাম ওবারদি বললো, 'কিন্তু ওভাবে ঘুমনো ঠিক নয়।'

সারভিনির পরামর্শে ছেলেরা সবাই জোয়েতের জানালা বরাবর দাঁড়িয়ে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, 'হিপ্‌ হিপ্‌ হুররে, মামজেল জোয়েত!'

সম্মিলিত কণ্ঠস্বর জ্যোৎস্না-বিধৌত নিঝুম নিশীথিনীর বুক চিরে দূরাগত ট্রেণের শব্দের মত শূন্যে মিলিয়ে গেল।

জোয়েতের সাড়া না পেয়ে মারসিঅনেস বললো, 'আমার ভাবনা হচ্ছে, ওর কিছু হয়নি তো?'

দেওয়ালের গায়ে প্রকাণ্ড গোলাপ গাছটা থেকে এক রাশ কুঁড়ি ছিঁড়ে নিয়ে সারভিনি একটা একটা করে ছুঁড়ে মারলো জানালা লক্ষ্য করে। প্রথমটা গায়ে পড়তেই জোয়েত ভীষণ চমকে উঠলো, আর একটু হলেই চেঁচায় আর কি। কোনটা তার জামায় পড়লো, কোনটা চুলে—আবার অনেকগুলো মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বিছানাটা ভরে তুললো। মারসিঅনেস আর্তনাদ করে উঠলো, 'কি হলো জোয়েত, কথা বলছিস্ না কেন?'

সারভিনি বললো, 'ব্যাপার সুবিধার ঠেকছে না! আমি বরং বারান্দার পাঁচিল বেয়ে উঠে দেখি।'

কিন্তু কাভেলিআর বাধা দিলো, 'মাফ করবেন, কিন্তু এটা একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না? পরস্পরের সাক্ষাতের এই উপযুক্ত সময়, আর পন্থাটিও অভিনব।'

জোয়েত সকলের সঙ্গে ছলনা করেছে মনে করে সবাই সমস্বরে বলে উঠলো, 'এটা সাজানো ব্যাপার। ও এভাবে যেতে পারবে না—পারবে না। আমরা সবাই প্রতিবাদ করছি।'

কিন্তু উদবিগ্ন মারসিঅনেস বললো, 'কিন্তু একজনকে যে গিয়ে

দেখতেই হবে।'

নাটকীয় ভঙ্গীতে প্রিন্স ঘোষণা করলো, 'বুঝেছি, ডিউককেই ওর পছন্দ। আমাদের ঠকানো হয়েছে!'

পকেট হাতড়ে একশ' টাকার একটা স্বর্ণমুদ্রা হাতে নিয়ে কাভেলিআর বললো, 'ঠিক আছে, সম্মানের খাতিরে টস্ করে ঠিক করা যাক্, কে যাবে।'

প্রথমে এগিয়ে এলো প্রিন্স ক্রাভালো। সে বললো, টেল, কিন্তু পড়ল হেড। প্রিন্স মুদ্রাটা সেভেলের দিকে ছুঁড়ে দিল। সেভেল বললো, হেড, কিন্তু হলো বিপরীত। প্রিন্স একে একে সবাইকে ডাকলো, কিন্তু কারও ভাগ্যেই মুদ্রাটা কথামত পড়লো না। একমাত্র সারভিনি বাকি ছিল। সে বিরক্ত হয়ে বললো, 'যত সব অঘটন, এর মধ্যে নিশ্চয় হাত সাফাইয়ের কারসাজি আছে!'

রাশিয়ান ভদ্রলোক মুদ্রাটি সারভিনির হাতে দিয়ে বললো, 'তাহলে ডিউক, তুমি নিজে হাতে একবার করে দেখ দেখি।'

সারভিনি নিজে হাতে টাকাটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে ডাকলো—'হেড'।

হোলো টেল। অগত্যা নতমস্তকে সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে ঝুল বারান্দার পিলারটা দেখিয়ে বললো, 'প্রিন্স, তুমিই যাও।'

বিচলিত প্রিন্স চারদিকে তাকালো। কাভেলিআর শুধালো, 'এদিক ওদিক কি দেখছো?'

'আমি···যদি একটা মই—মই পাওয়া যেত।'

একযোগে হাস্যধ্বনি। সেভেল এগিয়ে এসে বললো, 'ঠিক আছে, আমরা সাহায্য করছি।'

হারকিউলিসের মত দুই সবল বাহুতে তাকে তুলে ধরে সেভেল বললো, 'বারান্দার কার্নিস শক্ত করে ধর।'

প্রিন্স দু'হাতে ব্যালকনি আঁকড়ে ধরতেই সেভেল তাকে ছেড়ে দিল। প্রিন্স হাতে ভর দিয়ে শূন্যে দোদুল্যমান, আর ঠিক তখনি

সারভিনি তার ঠ্যাং দুটো কষে চেপে ধরে ঝুলে পড়লো। এই আকর্ষণে হাতের মুঠো আলগা হয়ে প্রিন্স কাঠের টুকরোর মত ঝপ্ করে পপাত ধরণীতলে, আর পড়বি তো পড় মসিয়ো দ্য বেলভিনোর ভুঁড়িয় ওপর—যে দৌড়ে আসছিল তাকে সাহায্য করতে।

'এবার কার পালা ?'

সারভিনির এই আহ্বানের প্রত্যুত্তর নেই। সে আবার বললো, 'এসো মসিয়ো বেলভিনো, একটু সাহস দেখাও।'

'আজ্ঞে না মশায়, ধন্যবাদ! আমার হাড় কখানা অক্ষতই রাখতে চাই।'

'কাভেলিআর তুমি? দুর্গের উচ্চতা পরিমাপে তো তোমার অভিজ্ঞতা আছে।'

'বৎস ডিউক, এ কাজের ভারটা আমি তোমাকেই দিলাম।'

'বেশ—বেশ, যদিও এ ব্যাপারে তোমাদের মত দক্ষ বলে আমার অহঙ্কার নেই।'

সারভিনি পিলারটার চারধারে একপাক ঘুরে পরীক্ষা করে নিল। তারপর এক লাফে বারান্দার কার্নিস ধরে ফেললো। সমান্তরাল বারে ব্যায়াম প্রদর্শনীর মত করে একবার দোল খেয়ে দেহটাকে ওপরে তুলে ছাতের লোহার বরগা ধরে ফেললো।

ওপরে তাকিয়ে প্রত্যেকটি দর্শক বাহবা দিলো। কিন্তু পরক্ষণেই সারভিনি মুখ বাড়িয়ে আর্তনাদ করে উঠলো, 'শীগ্‌গির এসো, শীগ্‌গির! জোয়েত অজ্ঞান হয়ে গেছে!'

মারসিঅনেস বিলাপ করতে করতে সিঁড়ির দিকে ছুটলো! কন্যা চোখ বুজে পড়ে আছে মড়ার মত। ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকেই মা ঝাঁপিয়ে পড়লো গায়ে। তার ব্যাকুল প্রশ্ন, 'কি হয়েছে, আমাকে বল, কি হয়েছে ?'

ক্লোরোফরমের শিশিটি মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে সারভিনি বললো, 'ইচ্ছে করে ওষুধ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে আছে।' তারপর ওর

বুকে কান লাগিয়ে বললো, 'এখনও শ্বাস আছে, এখুনি ওকে সুস্থ করে তুলতে হবে। একটু এ্যামোনিয়া আছে?'

'একটু কি—একটু কি, সার?' হতচকিত ঝিয়ের জিজ্ঞাসা।

'সলভোলেতাইল জাতীয় কিছু?'

'আছে সার।'

'দৌড়ে আনো। আর কপাট ভাল করে খুলে দাও, বাতাস আসুক।'

মারসিঅনেস হাঁটু মুড়ে বসে আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে। 'জোয়েত, জোয়েত, বাছা আমার! প্রিয়, ছোট্ট সোনা আমার, শোন্, কথা বল্ জোয়েত, মা মণি আমার! ওঃ! হায় ভগবান! হে ঈশ্বর, ওর কি হলো?'

হতভম্ব বিহ্বল ভদ্রলোকেরা কি করবে বুঝতে না পেরে অশান্ত ভাবে জল, তোয়ালে, গ্লাস এবং ভিনিগার নিয়ে ছুটোছুটি শুরু করলো। একজন বলে উঠলো, 'ওর জামা খুলে দেওয়া দরকার।'

ভয়ে বিহ্বল মারসিঅনেস মেয়ের জামা খুলে দিতে গেল। কাঁপা হাতে এটা সেটা টানাটানি করে আরও বেশী করে জড়িয়ে ফেললো। জড়ানো গলায় বললো, 'আমি—আমি পারছি না—পারছি না!'

ঝি ওষুধ নিয়ে এলো। সারভিনি শিশি উপুড় করে অনেকটা রুমালের মধ্যে ঢেলে নিয়ে জোয়েতের নাকের কাছে চেপে ধরলো। জোয়েত নড়ে চড়ে উঠলো। সারভিনি খুশীতে বলে উঠলো, 'ঠিক হ্যায়। ওর নিশ্বাস পড়ছে। আর কোন ভয় নেই।'

ওষুধে-ভেজা রুমাল দিয়ে সারভিনি তার কপালের দুপাশ, গাল, গলা মুছে দিল। ঝিকে ডেকে বললো ওর পোশাক খুলে দিতে। শিথিল অন্তর্বাস ছাড়া আর সব জামা কাপড় খুলে দেওয়া হলে সারভিনি দুহাতে জড়িয়ে ধরে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। ওই স্বল্পাবৃত দেহের মদির ঘ্রাণ, কোমল ত্বকের নরম ছোঁয়ায় সারভিনি তৃপ্তি পেল।

বিছানায় জোয়েতকে নামিয়ে রেখে সে ব্যথিত চিত্তে উঠে দাঁড়ালো। জোয়েতের শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক দেখে বললো, 'বিপদ কেটে গেছে, আর কোন ভয় নেই।' কিন্তু বিবশ জোয়েতের দিকে সকলের লুব্ধ দৃষ্টি লক্ষ্য করে তার শিরা উপশিরায় ঈর্ষা ফেনিয়ে উঠলো। তাদের দিকে রোষ নেত্রে তাকিয়ে বললো, 'দেখুন, রোগীর ঘরে বড্ড বেশী ভিড় হয়ে গেছে। দয়া করে শুধু সেভেল আর আমাকে মাবসিঅনেসের সঙ্গে থাকতে দিন।'

তার এই আদেশের সুরে স্পষ্ট ইঙ্গিতে সেভেল ছাড়া সবাই বেরিয়ে গেল।

মাদাম ওবারদি তার প্রেমিকের কোমর জড়িয়ে ধরে মুখের কাছে মুখ নিয়ে ডুকরে উঠলো। 'ওকে বাঁচিয়ে দাও···ওঃ! ওকে বাঁচিয়ে দাও।'

পেছন ফিরতেই সারভিনি টেবিলের ওপর চিঠিটা দেখতে পেল। সেদিকে ঝুঁকে ঠিকানা পড়লো, এবার আগাগোড়া ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হলো না। মারসিঅনেস না জানলেই ভাল। খাম ছিঁড়ে এক লহমায় তুছত্র লেখা পড়ে ফেললো।

'আমি মরছি, যাতে কোন দিন আমাকে বাঈজী হ'তে না হয়।'

'জোয়েত'।

'বিদায়, মাগো, আমায় ক্ষমা কোরো।'

'জোয়েত'।

'মরুক গে, এ ব্যাপারে পরে ভাবব।' মনে মনে বলে সে চিঠিটা পকেটে লুকিয়ে ফেললো। বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে মনে হলো ওর জ্ঞান ঠিকই ফিরেছে, কিন্তু লজ্জায়, সংকোচে আর প্রশ্নবাণের ভয়ে চোখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না।

পায়ের দিকে হাঁটুগেড়ে বসে মারসিঅনেস কাঁদছে। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'একজন ডাক্তার! ডাক্তার ডাকা দরকার!'

সারভিনি ফিস্‌ফিস্‌ করে সেভেলের সঙ্গে আলাপ করছিল—শুনে

বলে উঠলো, 'আর দরকার হবে না, ঠিক হয়ে গেছে। শুধু এক মিনিটের জন্যে বাইরে যান, আমি কথা দিচ্ছি আপনি ফিরে এলেই ও আপনার সঙ্গে কথা বলবে।'

মাদাম ওবারদিকে উঠিয়ে নিয়ে সেভেল ঘর ছেড়ে চলে গেল। শিয়রের দিকে বসে সারভিনি জোয়েতের একটি হাত তুলে নিয়ে ডাকলো, 'মামজেল, আমার দিকে তাকাও, কথা শোনো।'

জোয়েত নীরব, নিস্পন্দ। আর কোন কথা নয়, শুধু পড়ে থাকা, শুধু চির সুখ, শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য আর পরম আবেশে এলিয়ে থাকা। অননুভূত এক অনন্ত স্বর্গলোক। প্রশান্ত রজনীর নির্মল বাতাস মাঝে মাঝে মুখে চোখে ব্যজন করে যাচ্ছে। এক অদৃশ্য হস্তের কোমল, শীতল ও আদুরে বাতাস। বনের যত গাছের পাতা, রাত্রির যত নির্বাক ছায়া, নদীর যত কুয়াশা—সব দিয়ে যেন এক পাখা রচিত হয়েছে—আর তার সুখকর নিশীথ নিশ্বাসে ভেসে বেড়াচ্ছে যত ফুলের সুবাস; তার ঘরে ছড়িয়ে থাকা যত গোলাপ কুঁড়ি আর বারান্দার দেওয়াল বেয়ে ওঠা গোলাপ গাছটির যত ফোটা ফুলের সুমিষ্ট সৌরভ।

জোয়েতের আঁখি পল্লব নিমীলিত, ওষুধের নেশায় তার চেতনা অর্ধ জাগরিত। আর তার মৃত্যুর ইচ্ছা নেই, শুধু বেঁচে থাকবার বাসনা, সুখে থাকবার দুর্বার আগ্রহ। আর প্রাণ ভরে, তনুমন জুড়ে ভালবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষা।

সারভিনি আবার ডাকলো, 'মামজেল জোয়েত, আমার কথা শোনো।

এবার দুটি নীলোৎপল উন্মোচিত হলো। আর তাই দেখে সারভিনি বলে উঠলো, 'এবার ওঠো তো দেখি; এসব বোকামির কোন অর্থ হয়?'

জোয়েত ক্ষীণ কণ্ঠে বললো, 'আমার এত দুঃখ হয়েছিল, মাস্কেদ।'

আদর করে হাতে হাত বুলিয়ে সারভিনি বললো, 'এসব দুষ্টুমি

বুদ্ধি ঢের হয়েছে ; এবার প্রতিজ্ঞা করো—এ সব পরীক্ষা আর কখনও করবে না ?'

মুখে জবাব না দিয়ে জোয়েত ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানালো। তার মুখে একটু হাসির ঝিলিক খেলে গেল—যা দেখা গেল না, কিন্তু সমগ্র অন্তর দিয়ে অনুভব করলো সারভিনি।

এবার পকেট থেকে জোয়েতের চিঠিটা বের করে সারভিনি বললো, 'এটা তোমার মাকে দেখাবো ?'

মাথা নেড়ে জোয়েত নিষেধ করলো।

এ অবস্থায় কি করা যায় সারভিনি ভেবে পেলো না। ভেবে চিন্তে বললো, 'প্রিয় সখী আমার, আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব বহন করতেই হবে—তা সে যত দুঃখেরই হোক না কেন। তোমার ব্যথা আমি বুঝি…আমি শপথ করছি…'

'তোমার অসীম দয়া।'—বাধা দিয়ে জোয়েত বললো।

আবার নীরবতা। সারভিনির চোখে পলক পড়ে না। জোয়েতের মমতা মাখানো চোখে সমর্পণের প্রতিশ্রুতি। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে জোয়েত সারভিনিকে কাছে ডাকলো। সারভিনি তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল—ওষ্ঠাধরের মিলনে দুটি সত্তা এক হয়ে গেল।

চোখ বুজে এভাবে থাকলো বহুক্ষণ। তারপর নিজের ওপর আস্থা শিথিল হয়ে আসছে দেখে সারভিনি দাঁড়িয়ে পড়লো।

জোয়েতের মুখে ভালবাসার মধুর হাসি, সারভিনির কাঁধ ধরে আবার নিজের মুখে নামিয়ে আনতে চেষ্টা করলো। সারভিনি বললো, 'তোমার মাকে নিয়ে আসি।'

জোয়েত ফিস্‌ফিস্ করে বললো, 'আরও একটু, এত ভাল লাগছে।'

মুহূর্তের নীরবতার পর অতি মৃদুকণ্ঠে বললো, 'তুমি আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে—না ?'

পেতে বিছানার পাশে বসে সারভিনি জোয়েতের হাতে

চুমু আঁকলো। বললো, 'তোমায় আমি শ্রদ্ধা করি।'

দরজার কাছে পায়ের শব্দ হতেই সে লাফিয়ে উঠে স্বাভাবিক পরিহাসের গলায় বললো, 'এবার সবাই ভেতরে আসতে পার—সব ঠিক হয়ে গেছে।' বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মারসিঅনেস সস্নেহ দুই বাহুতে কন্যাকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুতে তার মুখ সিক্ত করে দিল।

পায়ে পায়ে সারভিনি বেরিয়ে এলো উন্মুক্ত বারান্দায়। প্রাণ ভরে নির্মল বায়ু সেবন করলো। তার হৃদয় পরিপূর্ণ—দেহ ভালবাসার স্বাদে ভরপুর।

গী দ্য মপাসাঁ

জন্ম ১৮৫০ খ্রীঃ * মৃত্যু ১৮৯৩ খ্রী.

প্রকৃতির ঋতুরঙ্গশালায় বসন্তই ঋতুরাজ। যদিও রঙ্গভূমিতে স্বল্পকাল তার অবস্থিতি তবুও মনোভূমিতে সে নিত্য নবীন। যৌবনের জয়ধ্বজা তার রথশীর্ষে উড্ডীন।

মাত্র তেরটি বছরের স্বল্প সীমায় মপাসাঁ যে সৃষ্টির কুসুম ফুটিয়েছিলেন তাতে সাহিত্যের দরবারে তিনি পেয়েছিলেন ঋতুপতির আসন। তাঁর কাব্যগুচ্ছ ছাড়া তিনি এই স্বল্পকালের সাহিত্য সাধনায় রচনা করেছিলেন ছ'খানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস, তিনখানি ভ্রমণ-চিত্র, চারখানি নাটক ও তিন শতাধিক বিচিত্র ও বিভিন্ন রসসিক্ত গল্প। এমন সূক্ষ্ম রস-সন্ধান, এমন বাস্তব সচেতনতা ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য সাহিত্যের জগতে সত্যিই বিরল। এত অল্পকালের সাহিত্য সাধনায় এমন অফুরন্ত সৃষ্টি মপাসাঁর দ্বারা কি করে সম্ভব হল তা জানতে হলে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের দিকে।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে নরম্যাণ্ডিতে ভূমিষ্ঠ হয়ে মপাসাঁ ধীরে ধীরে শেষ করলেন শৈশব-শিক্ষা। পরে বাধ্যতামূলকভাবে তাঁকে কাজ নিতে হল সৈন্যবিভাগে। সেখান থেকে ফিরে এলেন তিনি সরকারী নৌ-দপ্তর আর জনশিক্ষা বিভাগে। এইভাবে সঞ্চিত হল তাঁর দশটি বছরের অভিজ্ঞতা। এরপর সরকারী কলম ছেড়ে তিনি হাতে তুলে নিলেন সাহিত্যের কলম। এই সময় তাঁর সুপ্ত চিন্তাধারাকে জাগিয়ে তুললেন তাঁর বিজ্ঞ বন্ধু ফ্লবেয়র (Flaubert)।

এবার মপাসাঁ সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগলেন জীবনের বিচিত্র লীলা। শিল্পী থেকে সৈনিক, সরকারী চাকুরে থেকে সাংবাদিক, বনেদী থেকে বারবণিতা সকলকেই তিনি দেখলেন গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে। এই জীবনদর্শনই তাঁর হাতে এনে দিল সাহিত্যের সোনার ফসল। মপাসাঁর উপন্যাসের একটি জায়গায় লেখা আছে, 'জীবন যেমন নয় অফুরন্ত আনন্দের, তেমনি নয় নিদারুণ দুঃখের। সুখ-দুঃখের মিশ্রিত ফসলই এ জীবন।' মপাসাঁর জীবন যেন ঐ উক্তিরই সার্থক প্রতিধ্বনি।

এরপর ৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মপাসাঁর জীবনে ছেদ চিহ্ন পড়ল অত্যন্ত বেদনাময় রোগভোগ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। বিশ্ববন্দিত এই লেখকের জীবন ও সাধনার দিকে তাকালে মনে হয় তিনি যেন তাঁর নিজেরই সৃষ্ট কোন এক গ্রন্থের অনন্য এক চরিত্র।

অরুণ চক্রবর্তী

জন্ম ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ

পিতা ৺হরেন্দ্ররঞ্জন চক্রবর্তী কাজ করতেন ভারতীয় রেলপথ বিভাগে। তাই ভারতের নানাস্থানে পিতার সঙ্গে সঙ্গে লেখকও বাল্যকালে পরিভ্রমণ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এইভাবে তিনি লাভ করেছেন তাঁর সৌন্দর্য-দৃষ্টি।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখক রাষ্ট্র-নীতি বিজ্ঞানে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর আসামের অন্তর্গত বিলাসীপাড়া কলেজে রাজনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

বৃত্তিতে অধ্যাপক হলেও শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী তাঁর অবসর সময়-গুলি সাহিত্যপাঠ ও বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদকর্মে অতিবাহিত করেন। বর্তমান অনুবাদকর্ম তাঁর অনুশীলনের এক সার্থক ফসল।

গীতা গুহরায়

জন্ম : ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ

শৈশবে পিতামাতাকে হারিয়ে প্রথমে মাতুলালয়ে ও পরে জ্যেষ্ঠ-তাতের স্নেহযত্নে লেখিকা মানুষ হন।

অল্প বয়সে বিবাহের পর তিনি সংসার জীবনে প্রবেশ করেন। কিন্তু সংগ্রামই যাঁর জীবন-ধর্ম তিনি সহসা সংসারের সীমিত সীমায় থেমে যাবেনই বা কি করে! তাই অধ্যয়নের মধ্যে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন এবং ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কয়টি পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন।

বর্তমানে আসামের বিলাসীপাড়া কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান পদ অলঙ্কৃত করে আছেন।

সাহিত্যের ছাত্রী ছিলেন শ্রীযুক্তা গুহরায়, তাই সাহিত্য-কর্মের ভেতর নিজের প্রতিভাকে রূপ দেবার কাজে তিনি আত্ম-নিয়োগ করেছেন।



আমাদের প্রকাশনায় অন্যান্য গ্রন্থ-

॥ উপন্যাস ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	
প্রাচীর ও প্রান্তর	৩'০০
অজিতকৃষ্ণ বসু	
শেষ বসন্ত	৪'০০
আশাপূর্ণা দেবী	
অন্য মাটি অন্য রং	৬'৫০
লঘু-ত্রিপদী	৪'০০
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	
একই বৃন্ত	৬'০০
চিত্তরঞ্জন মাইতি	
হিরণ্যগড়ের বধূ	৫ ০০
জ্যোতির্ময়ী দেবী	
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা	৪ ৫০
জ্যোতিরিন্দ্র রায়	
প্রণয় এক প্রাণ-শিল্প	৬'০০
ডাঃ বিশ্বনাথ রায়	
বিহঙ্গের গান	৬'০০
দিলীপকুমার রায়	
অঘটনের শোভাযাত্রা (একত্রে তিনখানি উপন্যাস)	১০'০০
দীপক চৌধুরী	
এক যে ছিল রাজা	৫'০০
দেবব্রত রেজ	
প্রাণ-পাথেয়	৭'৫০
স্বপ্নলোকের চাবি	৩'৫০
নির্মলা দেবী	
স্বপ্ন মধুর	৩'৫০
প্রবোধচন্দ্র ঘোষ	
আজও তারা ডাকে	৩'৫০
এখানে মৃত্যুর হাওয়া	৪'০০

॥ উপন্যাস ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্র

অন্য এক নাম ... ... ৪'০০

বাণী রায়

চক্ষে আমার তৃষ্ণা ... ... ৬'০০

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

নতুন জনপদ ... ... ৬'০০

নিঃসঙ্গ নায়ক ... ... ৩'০০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শ্বেতচন্দন তিলকে ... ... ৩'৫০

সুধাংশু ঘোষ

ফানুসের উপমা ... ...

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর মেলেনি ... ... ৩'৫০

আলব্যার কামু | পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পতন ... ... ৪'০০

আলবার্তো মোরাভিয়া | চিত্তরঞ্জন মাইতি

দাম্পত্য-প্রেম ... ... ৪'০০

আলেকজাণ্ডার লারনেট হলেনিয়া | বাণী রায়

মোনা লিসা ... ... ২'৫০

ওসামু দাজাই | কল্পনা রায়

অস্তগামী সূর্য ... ... ৪'৫০

টমাস মান | সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

মধুর আমি নারী ... ... ৩'০০

ডস্টয়েভস্কি | সমরেশ খাসনবিশ ॥ সম্পাদনা গোপাল হালদার

অপমানিত ও লাঞ্ছিত ... ... ৮'০০

দস্তয়েভস্কি | দেবব্রত রেজ

বাড়াউলি ... ... ৪'০০

বরিস পাস্তেরনাক | দীপক চৌধুরী

ডাক্তার জিভাগো [নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত] ... ১২'৫০

॥ উপন্যাস ॥

স্তেফান জোয়াইগ | দীপক চৌধুরী

উত্তরণ ৩.০০

উন্মত্ত ৩.০০

ত্রয়ী ৩.০০

হেনরি জেমস্ | অ-কু ব

প্রেম এক মন্ত্র ৪.৫০

হেরমান হেস | শিউলি মজুমদার

অমৃত আলোতে ৬.০০

॥ গল্প সংগ্রহ ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বরবর্ণিনী ৩.০০

আলা পাবড়াশী

বসন্ত বৌরী ৩.৫০

চিত্তরঞ্জন মাইতি

অনেক বসন্ত দুটি মন ৩.৫০

কারেল চাপেক | মোহনলাল ও মিনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়

নীল চন্দ্রমল্লিকা (চেক গল্প সংগ্রহ) ৪.০০

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

চীনা মাটি (চীনা গল্প সংগ্রহ) ৬.০০

বারট্রাণ্ড রাসেল | অ কু-ব

শহরতলির শয়তান ৪.৫০

স্তেফান জোয়াইগ। দীপক চৌধুরী

গল্প-সংগ্রহ (দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ) প্রতি খণ্ড ৫.০০

॥ প্রবন্ধ ॥

উৎপল দত্ত

চায়ের ধোঁয়া ৬.০০

উৎপল হোমরায়

শিশু-তীর্থের পথ ৩.৫০

॥ প্রবন্ধ ॥

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল ... ... ৬·০০

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যের কথা ... ... ৬·০০

চিত্তরঞ্জন মাইতি

বাংলা কাব্য-প্রবাহ ... ... ১০·০০

ডঃ অতীন্দ্রনাথ বসু

নৈরাজ্যবাদ ... ... ১০·০০

ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার

বিবেকানন্দের বিজ্ঞান-চেতনা ... ... ৬·০০

রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক-মানস ... ... ৬·০০

ডঃ তারকমোহন দাস

ভূমিকা : সত্যেন্দ্রনাথ বসু (জাতীয় অধ্যাপক)

আমার ঘরের আশেপাশে [নরসিংদাস পুরস্কার প্রাপ্ত] ... ৫·০০

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ ... ... ৫·০০

শচীন্দ্র মজুমদার

বিবাহ-সাধনা (২য় সংস্করণ) ... ... ৩·৫০

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন ... ... ৬·০০

অলডাস হাক্সলি। দেবব্রত রেজ

সাহিত্য ও বিজ্ঞান ... ... ৫·০০

আইনস্টাইন। শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবন-জিজ্ঞাসা (২য় সংস্করণ) ... ... ১০·০০

॥ চরিত্র চিত্রণ ॥

অংশু বন্দ্যোপাধ্যায়

বহুরূপী গান্ধী ... ... ৬·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নারী রহস্যময়ী ... ... ৫·০০

॥ ভ্রমণ কাহিনী ॥

চিত্তরঞ্জন মাইতি

শৈলপুরী কুমায়ুন (৩য় সং) ... ... ৫·০০

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ইরাবতী থেকে নায়েগ্রা ... ... ৬·০০

॥ স্মৃতিকথা ॥

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

চলমান জীবন (২য় পর্ব) ... . ৭·০০

মহাদেবী বর্মা । মলিনা রায়

ছায়াময় অতীত ... ৪·০০

মৈত্রেয়ী দেবী

মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ... ... ১০·০০

॥ রম্য রচনা ॥

এককলমী (পরিমল গোস্বামী)

ইতস্ততঃ ... ... ৬·০০

॥ যাদু বিষয়ক ॥

অজিতকৃষ্ণ বসু

যাদু-কাহিনী

(যাদুকর ও যাদুবিদ্যার বিচিত্র কথা । নরসিংদাস পুরস্কার প্রাপ্ত) ৮·০০

॥ কবিতা ॥

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

২·০০

একটি ধানের শীষের উপরে (জাপানী কবিতা) ২·৫০

॥ কাব্য-নাটিকা ॥

চিত্তরঞ্জন মাইতি

বসন্ত বিলাপ ... ৪·০০

॥ নাটিকা ॥

গোপীনাথ নন্দী

জনতার কোলাহল ... ... ২'৫০

সন্ন্যাসীর গীত ... ... ১'৭৫

॥ জীবনী ॥

সল কে. প্যাডোভার। অ-কু-ব

দ্বাদশ সূর্য ... ... ৪'৫০

॥ কিশোর সাহিত্য ॥

অমু বন্দ্যোপাধ্যায়

বহুরূপী গান্ধী (সচিত্র) ... ... ৬'০০

অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর (শিল্পগুরুর জীবন-কথা) ৩'০০

কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়

চুহুলিকা (দাদু নাতনীর কথামালা) ... .. ২'০০

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

গড় জঙ্গলের কাহিনী (উপন্যাস) ... ... ৩'৫০

পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

অমর জহর (ছন্দে গাঁথা জহরলালের জীবনী) ... ১'০৬

মাটির মানুষ লালবাহাদুর

(ছন্দে গাঁথা লালবাহাদুরের জীবনী) ... ... ১'০০

পরিচয় গুপ্ত

আষাঢে ভূতের গল্প (সচিত্র গল্প সংগ্রহ) ... ৪'০০

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বাবুইয়ের অ্যাডভেঞ্চার (উপন্যাস) ... ... ৪'৫০

বোর্ডিং ইস্কুল (উপন্যাস) ... ... ৩'০০

এন. কারাজিন। সরিৎশেখর মজুমদার

উড়ে চলি দক্ষিণে (সারসদের বিচিত্র অভিযান-কাহিনী) ৩'৭৫

লরিন জিলিয়াকাস। পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাকের কথা (ভারতীয় অংশযুক্ত ডাক-ব্যবস্থার ইতিহাস) ৪'০০